আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)-এর

আহকামুল জানায়িয ও তার বিদ'আতসমূহ

বইয়ের আলোকে রচিত

মৃত্যুরোগ থেকে শুরু করে মৃতব্যক্তি কেন্দ্রীক

যাবতীয় করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ

আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন

লিসান্স, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সউদী আরব

দাঈ- সউদী ধর্মমন্ত্রণালয়, দক্ষিণ কোরিয়া

শাইখ আলবানী রচিত
"আহ্কামুল জানায়েয ও তার বিদ'আতসমূহ"
গ্রন্থের আলোকে

মৃত্যু-রোগ থেকে শুরু করে

(গোসল, কাফন, জানাযার সলাত, দাফন, যিয়ারাত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সহীহ্ দলীল ভিত্তিক বিধানাবলী ও)

মৃত ব্যক্তি কেন্দ্রিক যাবতীয় করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয়সমূহ

গ্রন্থনায়
মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন বিন বাদীউয্যামান
লীসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, স'উদী আরব,
এম এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
দা'ঈ ঃ স'উদী ধর্ম মন্ত্রণালয়
কর্মস্থল ঃ দক্ষিণ কোরিয়া
ফোন ঃ (০১০-৫৮৪৬-৮৭১৫).
E-mail : Shefa97@yahoo.com

প্রকাশনায় ঃ
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন (বংশাল), ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, মোবাইল ঃ ০১১৯০,৩৬৮২৭২, ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬
ইমেল ঃ tawheedpp@gmail.com/tawheed.publication.bd@live.com

প্রথম প্রকাশ ঃ
জুলাই ২০০৮ ঈসায়ী,

ডিজাইন ও মুদ্রণ ঃ
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২১ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, মোবাইল ঃ ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬

মূল্য ঃ ১০০ টাকা মাত্র।

দুর্বল ও বানোয়াট হাদীস নির্ভর আমল ত্যাগ করে হক্ব বা সহীহ্ হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে

প্রধান কয়েকটি অন্তরায়মূলক উক্তি নিম্নে দেয়া হল

- এতো দিন থেকে এরূপ আমল করে আসছি। বাপ-দাদারাও এমনই করতেন।
- শত শত বছর যাবৎ এভাবেই আমল হয়ে আসছে।
- অমুক অমুক বড় বড় আলেম ও ফাকীহ্গণ এমন আমলই করতেন এবং এভাবেই করতে বলতেন। তারা কি ভুল করে গেছেন? তারা কি কম বুঝতেন? তারাও তো মুহাদ্দিস ছিলেন।

এগুলো কোন দলীল নয় বরং এগুলো হচ্ছে অজ্ঞতার দলীল যা কোন ব্যক্তির আখেরাতে মুক্তির পাথেয় হতে পারে না, বরং এগুলো সহীহ্ সুন্নাহ্কে ত্যাগ করার বাহানা মাত্র।

এরূপ কথা থেকে প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন মুসলিম ব্যক্তির নিজেকে হেফাযাত করা উচিত :

কারণ এ সব কথার মধ্যে অতিভক্তির গন্ধ রয়েছে, যা শির্কের প্রধান উৎস এবং এ একই কারণে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম শির্ক চালু হয়েছিল। মনে রাখতে হবে রসূল (ﷺ)-এর পরে এরূপ কোন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেনি যিনি ভুলের ঊর্ধ্বে। অতএব আপনার আর আমার দৃষ্টিতে যে কেউ যত বড় আলেমই হোক না কেন তিনি ভুলের ঊর্ধ্বে নন। বরং তার কথা সহীহ্ হাদীস ভিত্তিক না হলেই ভুল হিসেবে চিহ্নিত হবে, অথবা তার যে কোন ফতোয়া সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত না হলে তা অগ্রহণযোগ্য হিসেবে গণ্য হবে।

মনে রাখতে হবে এরূপ অনুসরণের মানসিক এবং বাস্তবিক দৃঢ়তা একমাত্র রসূল (ﷺ)-এর সহীহ্ হাদীসের ক্ষেত্রে হলে প্রত্যেক মুসলিমের মুসলিম হওয়ার জন্য তাঁর প্রতি ঈমান আনা যে অপরিহার্য কর্তব্য এর যথার্থতা প্রমাণিত হবে। পক্ষান্তরে গোঁড়ামি করে অন্যের কথা বা লিখাকে ভুলের ঊর্ধ্বে মনে করলে বিপর্যয় নেমে আসা অপরিহার্য। [এ মর্মে সূরা নিসার (৬৫) এবং সূরা নূরের (৬৩) আয়াতদ্বয় পাঠ করার অনুরোধ রাখছি]। এছাড়া তাঁর আনুগত্য করার গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য "নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সুন্নাতের অনুসরণের গুরুত্ব" বইটি পড়ার জন্য অনুরোধ রাখছি।

ইসলাম কী বলে আর আমরা কী করছি

আমাদের দেশে প্রচলিত পদ্ধতি হিসেবে বহু পিতা-মাতার সন্তান পয়সার বিনিময়ে মৌলভী এবং হাফেযদের দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত করিয়ে নিয়ে এর সাওয়াব তাদের পিতা-মাতার নামে বখশিয়ে দিয়ে থাকেন। এরূপ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী ও অনৈসলামিক পদ্ধতি। এরূপ কর্ম রসূল (ﷺ)-এর যুগে এবং সহাবীদের যুগে ছিল না। সালাফগণ [পূর্ববর্তী প্রথম যুগের মুসলিমগণ] সলাত আদায় করে, অথবা নফল সওম পালন করে, অথবা নফল হাজ্জ আদায় করে, অথবা কুরআন পাঠ করে এগুলোর সাওয়াব মুসলিম মৃত ব্যক্তিদের নামে বখশিয়ে দেয়ার ন্যায় কোন কর্ম করতেন না। অতএব যা সে যুগে ইসলামী কর্ম হিসেবে গণ্য ছিল না, তা বর্তমান যুগেও ইসলামী কর্ম হতে পারে না। আর এ উম্মাতের প্রথম যুগের লোকেরা যে সব কিছু অনুসরণ করার দ্বারা সঠিক পথ লাভ করেছিল, শেষযুগের লোকেরাও সে সব কিছুর অনুসরণ ব্যতীত সঠিক পথ লাভ করতে সক্ষম হবে না [যেমনটি ইমাম মালেক (রহিঃ) বলেছেন]। অতএব এগুলো যদি কোন ভাল আর উপকারী কাজ হত তাহলে অবশ্যই রসূল (ﷺ) জানিয়ে যেতেন। তাঁর না জানিয়ে যাওয়ায় প্রমাণ করছে যে, এগুলো নবাবিস্কৃত বিদ'আতী কাজ।

কারণ রসূল (ﷺ) এক হাদীসের মধ্যে বলেছেন ঃ "সেই সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার আত্মা! আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছুর নির্দেশ দিতে ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে আর জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। আবার আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছু থেকে নিষেধ করতেও ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে আর জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।"[১]

উল্লেখ্য নিষেধের ক্ষেত্রে বহু কিছু সরাসরি নিষেধ করেছেন আবার বহু কিছু ব্যাপক ভিত্তিক দলীল দ্বারা নিষেধ করেছেন। আবার তিনি যা কিছু করতে বলেছেন, সেগুলো ব্যতীত তিনি করতে বলেননি নতুনভাবে এরূপ কিছু চালু করাকে বিদ'আত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

একটি নীতি কথা সবার জানা থাকা দরকার যে, কোন ইবাদাতকে সাব্যস্ত করার জন্য সহীহ্ বিশুদ্ধ দলীলের প্রয়োজন হয়। যেমন কেউ বলল যে, এ কাজটি করেন, করলে অনেক সাওয়াব। যে ব্যক্তি কাজটি করতে বলছেন আবার করলে অনেক সাওয়াব বলছেন, সে ব্যক্তি তার এ কথার সমর্থনে সহীহ্ হাদীস দ্বারা দলীল

---

[১] হাদীসটি সহীহ্, এটিকে শাইখ আলবানী "তাহরীমু আলাতিত ত্বরবি" নামক গ্রন্থে (পৃঃ ১৭৬) উল্লেখ করেছেন]।

দিতে বাধ্য থাকবেন। অর্থাৎ কোন আমল সাব্যস্ত করার স্বপক্ষে দলীল লাগে। না করার জন্য দলীল লাগে না। কারণ যে আমলের দলীল পাওয়া যায় না সেটিই নবাবিস্কৃত বিদ'আত। আর দলীলহীন নবাবিস্কৃত বিদ'আতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে। যেমনটি রসূল (ﷺ) হাদীসের মধ্যে বলেছেন।

অতএব মৃত ব্যক্তির নামে কুলখানি, কুরআন তিলাওয়াত, মিলাদ মাহফিল ও দু'আ মাহফিলসহ এরূপ দলীলহীন কর্মগুলোকে কেউ যদি ভাল বলেন, তাহলে বলতে হয় যে, [নাঊযুবিল্লাহ্] রসূল (ﷺ) এ ভাল কাজগুলো কি গোপন করে গেছেন, অথবা বলতে ভুলে গেছেন, অথবা জানতেন না? কিন্তু এরূপ কেউ ধারণা করলে সে কি মুসলিম থাকবেন? এছাড়া বিদায় হাজ্জে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দেয়ার ঘোষণা দিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ কি- এগুলোসহ শবে বারাত, শবে মেরাজ ও রসূল (ﷺ)-এর জন্ম দিন, জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বিশেষ আয়োজনসহ বহুবিদ দলীলহীন বিদ'আতীদের দৃষ্টিতে ভাল কর্মকাণ্ডগুলো সম্পর্কে তাঁর নাবী (ﷺ)-কে কোন দিক নির্দেশনা না দিয়েই ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলেন? একটু ভেবে দেখার আবেদন রাখলাম। এর সাথে সাথে আহবান জানাচ্ছি প্রকৃতপক্ষে যেগুলো মৃত ব্যক্তির উপকারে আসবে সেগুলো সহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে ওগুলোই করুন। এ কিতাবে সেগুলো সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। রসূল (ﷺ)-এর অনুসরণ করাকে ত্যাগ করে তথাকথিত কোন মুরব্বী অথবা অলী আওলিয়্যার অনুসরণ করতে গিয়ে হয়তো আমার আর আপনার অজান্তেই শির্কে জড়িয়ে পড়তে পারি। এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলে কবরের প্রথম ধাপেই হয়তো রসূল (ﷺ)-কে চেনা সম্ভব হবে না। নিঃশর্তভাবে রসূল (ﷺ)-এর সহীহ্ সন্নাতের অনুসরণ না করলেই এ পরিস্থিতিতে পড়তে হবে এতে কোন সন্দেহ্ নেই।

আমার মনে হয় আমাদের সমাজে সহীহ্ হাদীসের উপর আমল আর সহীহ্ হাদীসের চর্চা না থাকার কারণেই সমাজ থেকে সহীহ্ হাদীস নির্ভর সেই সব কর্মগুলো বিদায় নিয়েছে বা নিচ্ছে যেগুলো মুসলিম হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনুসরণ করা উচিত ছিল। আর সহীহ্ হাদীসের চর্চা থেকে আমরা বিমুখ হয়ে যাওয়ার সুযোগে বহু ক্ষেত্রেই অগ্রহণযোগ্য দলীল নির্ভর অথবা দলীলহীন কোন কোন ব্যক্তির কথা ভিত্তিক অনৈসলামিক আর বিজাতীয় অপসংস্কৃতিগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ঘটছে। আবার সঠিক ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে আমাদের সমাজের অনেকে এগুলোকে সহজভাবে ক্ষমা পাওয়ার উপায় হিসেবে গ্রহণও করছেন।

মুখবন্ধ

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামীনের জন্য যার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা অনেক দেরীতে হলেও বহু ক্ষেত্রে প্রকৃত হক্ব শোনার ও জানার এবং পড়ার সুযোগ লাভ করছি। অতঃপর সলাত ও সালাম পাঠ করছি শ্রেষ্ঠ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিবার ও সঙ্গীগণের প্রতি এবং কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত তাঁর সকল প্রকৃত অনুসারীদের প্রতি যুগে যুগে যারা নিভে যাওয়া সহীহ্ সুন্নাহ্কে পুনর্জাগরণে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন, রেখে চলেছেন ও রাখবেন ইন্‌শাআল্লাহ্।

আল্লাহ্র প্রশংসা ও নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি সলাত ও সালাম পাঠের পর শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি দেশ-শ্রেষ্ঠ সেই সকল শীর্ষ আলেমগণের যারা সঙ্কোচহীনভাবে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সত্য প্রচারে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছেন যাদের অগ্রভাগে রয়েছেন, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ প্রিন্সিপাল কামালুদ্দীন জাফরী এবং আরেক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শাইখ আবুল কালাম আজাদ সাহেবসহ আরো অনেকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের এ দায়িত্ব পালনে আরো অগ্রণী ভূমিকা রাখার তাওফীক দান করুন এবং তাদেরকে হেফাযাত করুন।

আমরা বর্তমান সমাজে বানোয়াট এবং দুর্বল হাদীস নির্ভর প্রচলিত বিভিন্ন বিদ'আতী আমলগুলো অব্যাহতভাবে চলে আসার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখব এগুলোর পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখে চলেছে নিম্নোক্ত কারণ ঃ

বাংলাদেশসহ পুরো ভারত উপমহাদেশে কিছু সংখ্যক আলেমের সহীহ্ হাদীসের উপর আমল করার ক্ষেত্রে জন সাধারণকে উৎসাহ্ দানে অনন্য ভূমিকা লক্ষ্য করা গেলেও, এ ক্ষেত্রে এতদঞ্চলের অধিকাংশ আলেমগণের সহীহ্, দুর্বল ও বানোয়াট হাদীসগুলোর মাঝে কোন পার্থক্য না ক'রে সমভাবে গুরুত্ব দিয়ে বানোয়াট ও দুর্বল হাদীস নির্ভর আমলগুলোকেও সঠিক মনে করে সেগুলোর পক্ষে ফতোয়া দেয়া অব্যাহত রাখা।

এর কারণ হয় তারা হাদীসের কোন্‌টি সহীহ্, কোন্‌টি দুর্বল আর কোনটি বানোয়াট এ সম্পর্কে অবগত নন, আর না হয় তারা জেনেও তা না জানার মতই আমল করে চলেছেন। সম্ভবত এর পেছনে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা বড় ভূমিকা রাখছে সেটি হচ্ছে আমাদের পূর্বোক্ত বড় বড় শিক্ষক আর

আলেমগণ তো এভাবেই আমাদেরকে তা'লীম দিয়েছেন। তারা তো কখনও বলেননি যে, এটি সহীহ্ আর এটি বানোয়াট আর এটি দুর্বল। তারা তো বলেননি যে, এটির উপর আমল করা যাবে আর এটির উপর আমল করা যাবে না। অতএব আমরা পার্থক্য করব কেন? তারা কি কম বুঝতেন?

এরূপ মানসিকতা সাধারণ মানুষকে ফেলছে বিভ্রাটে, ফলে তারা আরো অতি সহজে বলছেন অমুক আলেম কি আপনার চেয়ে কম বুঝেন? শুধুমাত্র আপনিই সব জানেন? তারা কিছুই জানেন না?

একটি বিষয় আমরা সকলে স্বীকার করি যে, সত্য কখনও লুকিয়ে থাকে না, একদিন তা প্রকাশিত হয়। এ কথাটা কি শুধুমাত্র আমাদের দুনিয়ার বিষয়াদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আখেরাতের বিষয়াদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়? আমরা আখেরী নাবীর উম্মাত আর ইসলামের অনুসারী হিসেবে নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি আজ আমরা বিভিন্ন তরীকায় বিভক্ত। আমরা আলেমরা একেকজন একেকভাবে ফতোয়া দিচ্ছি। আমরা আলেমরা আজ শত ভাগে বিভক্ত। (বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে আলেমগণের মতভেদকে রহমতও বলছি)। কেন! আমরা কি সত্যিকারে আখেরী নাবীর অনুসারী হিসেবে নিজেদেরকে সহীহ্ সুন্নাতের অনুসারী বানিয়ে এক কাতারে দাঁড়াতে পারি না? আমরা এক নাবীর অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও কেন আমলের ক্ষেত্রে আমাদের মাঝে বিভিন্নতা থাকবে? এ মতবিরোধ আর বিভিন্নতা কি দূর করা সম্ভব নয়?

এর উত্তরে অতি সংক্ষেপে বলতে চাই, অবশ্যই সম্ভব যদি আমরা নিঃশর্তভাবে নির্দ্বিধায় নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহীহ্ সুন্নাহ্কে মেনে নিতে পারি আর যদি তথাকথিত এ দলীলকে ত্যাগ করতে পারি যে, আমাদের পূর্বের আলেমরা কি ভুল করে গেছেন? আমাদের বাপ দাদারা কি ভুল করে গেছেন? [কথাটা খারাপ লাগতে পারে] কিন্তু বাস্তবতা এই যে, একই কথা প্রিয় চাচা আবূ তালিবকে ইসলাম [সত্য] গ্রহণে বাধা প্রদান করেছিল। স্বয়ং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে প্রিয় চাচাকে 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন সত্য মাবূদ নেই" এ কথাটি বলাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সে পিতা-মাতার নীতি ত্যাগ করতে পারেনি। কিন্তু তার ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে ইসলামের অগ্রযাত্রা থেমে থাকেনি। বরং ইসলাম তার বিজয় নিশান উড়িয়েই চলেছে।

অথচ এ একই ধরনের কথা আমাদেরকে বহু সংখ্যক লোকের নিকট থেকে শুনতে হচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করে তার উপর আমল করতে উৎসাহ্ দিতে গিয়ে কোন কোন ব্যক্তির নিকট থেকে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে, হাদীস-টাদীস মানি না। কথাটা সহজে বলা গেলেও, যিনি এ কথা বলছেন তার এ কথার কারণে তিনি ইসলামের গণ্ডির মধ্যে আছেন নাকি নেই এ প্রশ্নটি কিন্তু এসে যায়। এর পরেও বলব হয়ত শিক্ষার অভাব আর ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণেই এরূপ কথা বলছেন।

তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে অতিভক্তি, গোঁড়ামি এবং অজ্ঞতার কারণেই কিন্তু নূহ (আঃ)-এর উম্মাতের মধ্যে সর্বপ্রথম শির্কের আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু আমরা কার জন্য অতিভক্তি প্রকাশ আর কার অন্ধ অনুসরণ করতে গিয়ে এবং কার স্বার্থ রক্ষা করার জন্যে সহীহ্ হাদীসকে অবজ্ঞা করে হাদীস-টাদীস মানি না এরূপ কথা বলতে দ্বিধা করছি না। তিনি কি আপনার আর আমার জন্য কিয়ামাতের দিন কোন সুপারিশ করার অনুমতি পাবেন? আল্লাহ্ আমাদেরকে যে জ্ঞান দান করেছেন সে জ্ঞান দিয়ে একটু ভেবে দেখা উচিত। নইলে রোজ কিয়ামাতের দিন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাউজে কাওসার থেকে পানি পান করার সুযোগ না-পাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু প্রকট। কারণ এরূপ কথা যিনি বলবেন আর যারা এরূপ মানসিকতা রাখেন তাদের মাঝে শির্কের বিস্তার ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

পাঠকবৃন্দ! বানোয়াট আর দুর্বল হাদীস দিয়ে সহীহ্ হাদীস নির্ভর প্রকৃত সত্য ও সঠিক আমলকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ইন্‌শাআল্লাহ্ অচিরেই সহীহ্ হাদীসগুলো তার স্বমহিমায় ফিরে আসবেই।

আলহামদু লিল্লাহ্! এ আশার আলো বিকশিত হওয়া শুরু হয়ে গেছে এবং আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষও সহীহ্ হাদীসের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুভব করছে এবং তাদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে বানোয়াট ও দুর্বল হাদীস নির্ভর অথবা কোন প্রকার দলীলহীন ফতোয়ার দ্বারা তারা আর বিভ্রান্ত হতে চাচ্ছে না, বিধায় তারা সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করছে।

যাই হোক, মৃত্যু শয্যায় শায়িত রোগী থেকে শুরু করে তার মৃত্যু, গোসল, কাফন, সলাত, দাফন ও যিয়ারাত কেন্দ্রিক বহু বানোয়াট ও দুর্বল হাদীস নির্ভর আমলের প্রচলন প্রতিটি সমাজের মধ্যে ঘটেছে এবং হয়ে আসছে। আমাদের সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। অতএব এগুলো থেকে

বেঁচে থেকে আমরা যেন সহীহ্ সুন্নাহ্ মাফিক আমল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি, তিনি যেন আমাদেরকে সে তাওফীকই দান করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা কালামে পাকের মধ্যে বলেন ঃ

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ (٢)

"পুণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। তিনি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।"[১]

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আরো বলেন ঃ

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾

"প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"[২]

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾.

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই, যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও।"[৩]

হাদীসের মধ্যে এসেছে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً فَقَالَ مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি চাটায়ের উপরে ঘুমিয়ে পড়লেন অতঃপর যখন ঘুম থেকে

---

[১] (সূরা মুল্‌ক ঃ ১-২)।
[২] (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৫)।
[৩] (সূরা নিসা ঃ ৭৮)।

জাগ্রত হলেন তখন (দেখা গেল) তার (শরীরের) সাইডে (চাটাইয়ের) চিহ্ন লেগে গেছে। আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা যদি আপনার জন্য একটি (নরম) বিছানা ও বালিশ বানিয়ে দেই। তখন তিনি বললেন ঃ দুনিয়ার সাথে আমার কোন মহব্বত নেই আর দুনিয়ারও আমার সাথে কোন মহব্বত নেই যে, আমি দুনিয়ার জন্য উৎসাহী হব, অথবা এমন কি কারণ আছে যে, আমি দুনিয়ার দিকে ধাবিত হব আর দুনিয়া আমার দিকে ধাবিত হবে। [বরং আমি আখেরাত প্রত্যাশী যা দুনিয়া বিরোধী]। দুনিয়াতে আমি সেই আরোহীর মত যে একটি গাছের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে অতঃপর তাকে [গাছটিকে] ত্যাগ করে বিদায় নিয়েছে।"[১]

অতএব যখন প্রত্যেককে মৃত্যু বরণ করতে হবে তখন এর জন্য প্রস্তুতি নেয়াসহ মৃত্যু-রোগে আক্রান্ত অবস্থা থেকে শুরু করে করণীয় আর বর্জনীয় বিষয়গুলো যেমন জানতে হবে, তেমনিভাবে এরপরে গোসল, কাফন, জানাযার সলাতের পদ্ধতি, দাফন, যিয়ারাত (নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে যিয়ারাতের শর'ঈ বিধানসহ) ও মৃত ব্যক্তি কেন্দ্রিক করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে সহীহ্ দলীলের আলোকে জানতে হবে। এ চিন্তাকে সামনে রেখে দীর্ঘ দু'বছর পূর্ব থেকে উক্ত বিষয় এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর লিখার কাজটি শুরু করলেও তা আর শেষ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবানীতে দক্ষিণ কোরিয়াতে আসার পর এ কাজটি সমাপ্ত করার সুযোগ মিলে যায়। এর জন্য প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনেরই।

উল্লেখ্য সহীহ্, য'ঈফ ও বানোয়াট হিসেবে হুকুম প্রদানের ক্ষেত্রে শাইখ আলবানী কর্তৃক রচিত বিভিন্ন তাখরীজ গ্রন্থের উপর নির্ভর করেছি এবং তার গ্রন্থ সমূহের হাদীস নম্বর অনুযায়ী নাম্বারিং করেছি। [কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য কিতাবেরও রিফারেন্স ব্যবহার করেছি]। হাদীসের নম্বরের ক্ষেত্রে বুখারীর নম্বর ফাতহুল বারী থেকে, মুসলিম ও ইবনু মাজাহ ফুয়াদ আবদুল

---

[১] হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ তিরমিযী" (২৩৭৭) অনুরূপ হাদীস ইবনু মাজাহ্ ও ইমাম আহমাদও (৩৫২৫, ৩৯৯১) বর্ণনা করেছেন, দেখুন "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্" (৪১০৯) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (৩২৮৩)।

বাকী সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে, তিরমিযী আহমাদ শাকের সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে, নাসাঈ আবূ গুদ্দা সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে, আবূ দাউদ মুহীউদ্দীন সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে, আহমাদ এহইয়াউত তুরাস সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে, মুওয়াত্তা তার নিজস্ব নম্বর থেকে এবং দারেমী আলামী ওয়া যামরালী সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, 'আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফা-যিল আহাদীস' নামক হাদীসের সূচী গ্রন্থেও উপরোক্ত নম্বরই অনুসরণ করা হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ শাইখ আলবানী রচিত "আহকামুল জানায়েয ও তার বিদ'আতসমূহ" গ্রন্থের আলোকেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। তবে সংক্ষেপায়নসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংযোজনও করা হয়েছে।

লেখক
মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন

লেখকের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অন্যান্য বই
১। তাফসীর কুরতুবী ১ম ও ২য় খণ্ড
২। যঈফ ও যাল হাদীস সিরিজ ১ম ও ২য় খণ্ড
৩। নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সুন্নাতের অনুসরণের গুরুত্ব
৪। সহীহ ফাযায়েলে আমাল সিরিজ
৫। ১৫ই শা'বানের রাতকে উপলক্ষ্য করে কোন অনুষ্ঠান বা নির্দিষ্ট ইবাদাত করাকে ইসলাম কি সমর্থন করে?
৬। অসীলার শর'ঈ বিধান
৭। জাল ও যঈফ ফাযায়েলে আমল সিরিজ
৮। জুম্'আর কতিপয় বিধান

সূচিপত্র

রোগীর করণীয়

১। রোগীর উচিত সে যেন আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে, তাকদীরের উপর ঈমান ঠিক রেখে ধৈর্য ধারণ করে এবং তার প্রতিপালকের উপর ভাল ধারণা পোষণ করে। কারণ জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমি রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে বলতে শুনেছি ঃ

"তোমাদের যে কেউ আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করা অবস্থায় যেন মৃত্যু বরণ করে"।[১]

২। প্রত্যেক রোগীর উচিত তার কৃত যাবতীয় গুনাহের জন্য আল্লাহর আযাবকে [শাস্তিকে] ভয় করা এবং তাঁর রহ্মাত প্রত্যাশা করা।[২]

৩। রোগ যতই কষ্টদায়ক হোক না কেন রোগীর জন্য মৃত্যু কামনা করা না-জায়েয। কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর চাচা আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছিলেন।[৩]

বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের বর্ণনায় এসেছে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

---

[১] হাদীসটি ইমাম মুসলিম (২৮৭৭), আবূ দাউদ (৩১১৩), ইবনু মাজাহ্ (৪১৬৭) বাইহাক্বী ও আহমাদ (১৩৭১১, ১৩৯৭৭) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ বিষয়ে ইমাম তিরমিযী (হাসান সনদে), ইবনু মাজাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ "যাওয়ায়েদুয যুহ্দ" (পৃঃ ২৪-২৫) গ্রন্থে, ইবনু আবিদ দুনিয়া -যেমনটি "আত-তারগীব" (৪/১৪১) গ্রন্থে এসেছে- হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী হাসান আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ তিরমিযী" (৯৮৩), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (৪২৬১), "মিশকাত (তাহকীক আলবানী)" (১৬১২) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (৩৩৮৩)।

[৩] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম আহমাদ (২৫৬৪০), দারেমী (২৬৪০), আবূ ই'য়ালা (৭০৭৬) ও হাকিম (১/৩৩৯) বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন ঃ বুখারীর শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ্, ইমাম যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বুখারী. মুসলিম ও বাইহাক্বীও এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

"যদি মৃত্যু কামনা করতেই হয় তবে যেন এরূপ বলে ঃ হে আল্লাহ্! যে [সময়] পর্যন্ত আমার জন্যে আমার জীবন কল্যাণকর হয় সে [সময়] পর্যন্ত আমাকে জীবিত রাখো, আর যদি মৃত্যুই আমার জন্যে কল্যাণকর হয় তবে আমাকে মৃত্যু দান করো।[১]

৪। রোগীর নিকট কারো প্রাপ্য (যেমন ঋণ, আমানত বা জোরপূর্বক ভোগ দখলকৃত কিছু) থাকলে তা পরিশোধ করে দেয়া উচিত। তার পক্ষে পরিশোধ করা সম্ভব না হলে তার অভিভাবক কিংবা উত্তরসূরীদেরকে সেগুলো পরিশোধের জন্যে অসিয়্যাত করবে। কারণ অন্যের কোন প্রাপ্য পরিশোধ করা না হলে কিয়ামাতের দিন ঋণগ্রহীতার [গুনাহের অনুপাতে] সাওয়াবগুলো ঋণদাতাকে দিয়ে দেয়া হবে আর যদি ঋণগ্রহীতার কোন সাওয়াব না থাকে তাহলে ঋণদাতা বা পাওনাদারের গুনাহ্গুলো ঋণগ্রহীতার উপরে চাপিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর ঋণ গ্রহীতা বা অন্যায়ভাবে ভোগ দখলকারীর সৎ আমল অবশিষ্ট না থাকার ফলে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।[২]

আর সহীহ্ মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

---

[১] হাদীসটি ইমাম বুখারী (৫৬৭১, ৬৩৫১), মুসলিম (২৬৮০), "সহীহ্ তিরমিযী" (৯৭০, ৯৭১), "সহীহ্ নাসাঈ" (১৮২০, ১৮২১, ১৮২২), "সহীহ্ আবী দাঊদ" (৩১০৮), ইবনু মাজাহ্ (৪২৬৫) ও আহমাদ (১২২৯৪) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বুখারী (২৪৪৯), আহমাদ (৯৩৩২, ১০১৯৫) ও বাইহাক্বী (৩/৩৬৯) বর্ণনা করেছেন। দেখুন "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (৫১২৬), "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৬৫১১) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (২২২২)।

রসূল (ﷺ) বলেন ঃ "তোমরা জানো কি মুফলেস [নিঃস্ব] কে? তারা [সহাবীগণ বললেন ঃ আমাদের মাঝে মুফলেস [নিঃস্ব] তো সেই যার কোন দিরহাম ও আসবাবপত্র নেই। রসূল (ﷺ) বললেন ঃ আমার উম্মাতের সে ব্যক্তিই মুফলেস যে কিয়ামাতের দিন সলাত, সিয়াম ও যাকাতের সাওয়াব নিয়ে আগমনের সাথে সাথে এ ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিল, ওকে অপবাদ দিয়েছিল, এর সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়েছিল, ওর রক্ত প্রবাহিত করেছিল আর একে অন্যায়ভাবে প্রহার করেছিল এ সবের গুনাহ্ নিয়েও আগমন করবে। ফলে তার সৎকর্মগুলো থেকে একে দেয়া হবে, ওকে দেয়া হবে। এভাবে অন্যায়ের বিনিময় দিতে দিতে তার সৎকর্মগুলো যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তাদের (অত্যাচারিতদের) গুনাহ্গুলো তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[১]

৫। ঋণ পরিশোধমূলক এরূপ অসিয়্যাত যত দ্রুত সম্ভব সম্পন্ন করবে। কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে এই যে, তার যদি কোন কিছু অসিয়্যাত করার ইচ্ছা থাকে তাহলে সে যেন দু'রাত অতিবাহিত করার পূর্বেই তার লিখিত অসিয়্যাত তার মাথার কাছে রেখে দেয়।"[২]

ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ 'আমি যখন রসূল (ﷺ)-এর নিকট থেকে এ কথা শুনলাম তখন থেকে আমি এক রাত অতিবাহিত করার পূর্বেই আমার নিকট আমার [লিখিত] অসিয়্যাত প্রস্তুত হয়ে যায়।'[৩]

৬। আত্মীয়দের মধ্য থেকে যারা তার সম্পদের ভাগীদার হবে না শুধুমাত্র তাদের জন্যই কিছু সম্পদ দান করার উদ্দেশ্যে অসিয়্যাত করা উচিত বা ওয়াজিব।

এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

---

[১] হাদীসটি মুসলিম (২৫৮১), তিরমিযী (২৪১৮, ২৪১৯), আহমাদ (৭৯৬৯, ৮২০৯, ৮৬২৫) ও বাইহাক্বী (৩/৩৬৯) বর্ণনা করেছেন।

[২] উপরোক্ত হাদীসটি বুখারী (২৭৩৮), মুসলিম (১৬২৭), আবূ দাঊদ (২৮৬২), নাসাঈ (৩৬১৫, ৩৬১৬), তিরমিযী (৯৭৪, ৩১১৮), ইবনু মাজাহ (২৬৯৯) ও আহমাদ (৪৫৬৪) বর্ণনা করেছেন।

[৩] এ আসারটি উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করার পরেই ইমাম নাসাঈ উল্লেখ করেছেন, দেখুন "সহীহ্ নাসাঈ" (৩৬১৮) ও "সহীহ্ তারগীব অত তারহীব" (৩৪৮২)।

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

"(হে ঈমানদার লোকেরা) তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে অসিয়্যাত করা বিধিবদ্ধ করা হল। পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী।"[১]

কিন্তু পিতা-মাতা এবং সেই সব নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়্যাত করার বিধান রহিত হয়ে গেছে যারা সম্পদের ভাগীদার হবে। এর প্রমাণ একটু পরেই আসবে।

৭। তবে সে তার সম্পদের সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ অসিয়্যাত করতে পারবে। এর বেশী অসিয়্যাত করতে পারবে না। বরং কম করাই উত্তম। কারণ রসূল (ﷺ) এক তৃতীয়াংশকেই বেশী আখ্যা দিয়েছেন।[২]

৮। অসিয়্যাত করার সময় দু'জন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম পুরুষ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে, যদি দু'জন মুসলিম পুরুষ না থাকে তাহলে নির্ভর করা যায় এরূপ দু'জন অমুসলিম পুরুষকেও সাক্ষী রাখা যাবে যেমনটি সূরা মায়েদার ১০৬ ও ১০৭ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, অসিয়্যাতের ক্ষেত্রে এর দ্বারা সম্পদের কোন ভাগীদারকে যেন বঞ্চিত করার উদ্দেশ্য না থাকে।

৯। ছেলে-মেয়ে, স্বামী বা স্ত্রী, পিতা-মাতাসহ আরো যারা মৃত ব্যক্তির সম্পদের ভাগীদার হবে তাদের নামে অসিয়্যাত করা যাবে না। কারণ, রসূল (ﷺ) বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হক্বদারের হক্ব দিয়ে দিয়েছেন (অর্থাৎ নির্ধারিত পাওনা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন) অথএব (সম্পদের) কোন ভাগীদারের জন্য অসিয়্যাত নেই।"[৩]

---

[১] (সূরা বাক্বারাহ্ ঃ ১৮০)।

[২] এ মর্মে বুখারী (১২৯৬), মুসলিম (১৬২৮), তিরমিযী (২১১৬), নাসাঈ (৩৬২৬, ৩৬২৭, ৩৬২৮), আবূ দাউদ (২৮৬৪) ও আহমাদ (১৪৪৩, ১৪৭৭), ইমাম মালেক (১৪৯৫) ও দারেমী (৩১৯৬) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৩] হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, আহমাদ (২১৭৯১) ও বাইহাক্বী (৬/২৬৪) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ আবী

১০। সীমালঙ্ঘন করে অসিয়্যাত করা না-জায়েয। যেমন সম্পূর্ণ সম্পদ অসিয়্যাত করে দেয়া। এরূপ ঘটনা ঘটলে এক তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে অসিয়্যাত বাস্তবায়িত হবে আর বাকী সম্পদ ওয়ারিসরা প্রাপ্য অনুযায়ী বণ্টন করে নিবে।[১]

১১। বর্তমান যুগে জানাযা সম্পর্কে আমাদের সমাজে বহু বিদ্‌'আত চালু রয়েছে, অতএব রোগীর উচিত হবে এরূপ অসিয়্যাত করে যাওয়া যে, আমার মৃত্যুর পরে আমার যাবতীয় কাজগুলো যেন সহীহসুন্নাহ্ মাফিক করা হয়। কারণ, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সহাবীগণও এ মর্মে অসিয়্যাত করতেন। (পরবর্তীতে বর্ণিত) সহীহ্ হাদীস দ্বারা নিষিদ্ধ বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য অথবা কোন করণীয় ব্যাপারে তারা অসিয়্যাত করতেন। যেমন হুযায়ফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) করেছিলেন।[২]

সা'আদ ইবনু আবী অক্কাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও অসিয়াত করেছিলেন।[৩]

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও অসিয়্যাত করেছিলেন।[৪]

১২। মৃত্যু শয্যায় শায়িত রোগীর ক্ষেত্রে তাকে কালিমা ত্বইয়্যিবা পড়তে বলা যাবে। কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ "তোমরা তোমাদের মৃত্যুযাত্রী রোগীকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর তালকীন দাও"।[৫]

দাউদ" (২৮৭০, ৩৫৬৫), "সহীহ্ তিরমিযী" (২১২০), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (২৭১৩) "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (৩০৩৭)।

[১] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম আহমাদ (১৯৩২৫, ১৯৩৪৪, ১৯৪৯৯), মুসলিম (১৬৬৮), তিরমিযী (১৩৬৪), নাসাঈ (১৯৫৮), আবূ দাউদ (৩৯৫৮), ইবনু মাজাহ (২৩৪৫), তাহাবী ও বাইহাক্বী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

[২] দেখুন "সহীহ্ তিরমিযী" (৯৮৬), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৪৭৬) ও "মুসনাদ আহমাদ" (২২৯৪৫)]।

[৩] দেখুন "সহীহ্ মুসলিম" (৯৬৬), "সহীহ্ নাসাঈ" (২০০৮), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৫৫৬) আহমাদ (১৬০৪)।

[৪] দেখুন "সহীহ্ মুসলিম" (১০৪), "সহীহ্ নাসাঈ" (১৮৬১) "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩১৩০), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৫৮৬), মুসনাদ আহমাদ" (১৯০৫৩)।

[৫] এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৯১৭) ও ইবনু মাজাহ্ (১৪৪৪) বর্ণনা করেছেন।

● কোন মুসলিম রোগীকে বা মৃত ব্যক্তিকে দেখতে গেলে তার জন্য দু'আ করতে হবে এবং তার নিকট উপস্থিত থাকাকালীন শুধুমাত্র কল্যাণকর ও ভাল কথা বলতে হবে। কারণ, তখন ভাল যা কিছুই বলা হয় ফেরেশতারা তার জন্য আমীন আমীন বলতে থাকে।[১]

● লক্ষ্য রাখতে হবে মৃত্যুযাত্রী রোগীকে আপনি যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতে বলছেন সে তা শুনতে আগ্রহী কি না। যদি আগ্রহী হয় তাহলেই তাকে পাঠ করতে বলুন। অন্যথায় তা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটার কারণ হতে পারে। অর্থাৎ হয়তো সে বলে ফেলতে পারে এরূপ কিছুর প্রতি আমি বিশ্বাস করি না। নাউযুবিল্লাহ্।

● আর তালকীন দেয়ার অর্থ এরূপ নয় যে, আপনি মৃত ব্যক্তিকে পাঠ করে শুনাবেন অথবা মৃত্যু শয্যায় শায়িত রোগীকে পাঠ করে শুনাবেন বরং তাকে পড়তে বলার নির্দেশ দিতে হবে। কারণ, রসূল (ﷺ) আনসারী এক ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ হে আমার খালু! তুমি বল ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ...।[২]

১৩। রোগীর নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করা এবং তাকে (রোগীকে) কিবলামুখী করে দেয়া সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। বরং সা'ঈদ ইবনুল মাসাইয়্যাব তা অপছন্দ করেছেন।

যুর'আহ্ ইবনু আব্দির রহমান হতে বর্ণিত হয়েছে, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহিঃ) অসুস্থ হলে তিনি তার নিকটে উপস্থিত হন। এ সময় তার নিকট আবূ সালামাহ্ ইবনু আবদির রহমান ছিলেন। সা'ঈদ বেহুশ হয়ে গেলেন, তখন আবূ সালামাহ্ তার বিছানাকে কিবলামুখী করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সা'ঈদ (রহিঃ)-এর যখন জ্ঞান ফিরে আসল তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার বিছানাকে ঘুরিয়ে দিয়েছো! তারা বলল ঃ জি হ্যাঁ। এ সময় তিনি আবূ সালামার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ আমার ধারণা তোমার জ্ঞান দ্বারা এরূপ করা হয়েছে! তখন তিনি (আবূ সালামাহ্)

---

[১] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৯১৯), তিরমিযী (৯৭৭), নাসাঈ (১৮২৫), ইবনু মাজাহ্ (১৪৪৭), আহমাদ (২৫৯৫৮, ২৬০৬৮) ও বাইহাক্বী (৩/৩৮৪) বর্ণনা করেছেন।

[২] হাদীসটি ইমাম আহমাদ (১২১৩৪, ১২১৫৩, ১৩৪১৪) বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১৩)।

বললেন ঃ আমি তাদেরকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছি। অতঃপর সা'ঈদ তার বিছানাকে পুনরায় যেভাবে ছিল সেভাবে করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[1]

১৪। ইসলামের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক কাফের ব্যক্তির মৃত্যু শয্যায় উপস্থিত হওয়াতে কোন সমস্যা নেই।

কারণ, আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ "এক ইয়াহুদী দাস নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খাদেম ছিল। অতঃপর সে দাস অসুস্থ হলে তিনি তার নিকট গেলেন। অতঃপর তার মাথার নিকট বসে তাকে বললেন ঃ ইসলাম গ্রহণ কর। সে নিকটে উপস্থিত তার পিতার দিকে তাকাল? পিতা তাকে বলল ঃ আবুল কাসেম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসরণ কর। এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করল। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হয়ে বললেন ঃ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর যিনি তাকে আগুন হতে বাঁচিয়েছেন। [অতঃপর সে যখন মারা গেল তখন তিনি নির্দেশ দিলেন তোমরা তোমাদের সাথীর [জানাযার] সলাত আদায় কর]।"[2]

যখন কোন ব্যক্তি মারা যাবে তখন উপস্থিত অভিভাবকদের করণীয় ঃ

(১) তার চোখ দু'টো বন্ধ করে দিবে এবং তার জন্য দু'আ করবে। কারণ, আবূ সালামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মারা গেলে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার নিকট গিয়ে তার চোখ দু'টো বন্ধ করে দিয়েছিলেন...।[3]

(২) একটি কাপড় দিয়ে তার সম্পূর্ণ শরীরকে ঢেকে দিবে। কারণ, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ক্ষেত্রেও তা করা হয়েছিল।[4]

---

[1] এটিকে ইবনু আবী শাইবাহ "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (৪/৭৬) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১৫)।

[2] হাদীসটি বুখারী (১৩৫৬), আবূ দাউদ (৩০৯৫), হাকিম, বাইহাক্বী ও আহমাদ (১২৩৮১, ১২৯৬২) বর্ণনা করেছেন, শেষে বন্ধনির অংশটুকু ইমাম আহমাদ (১৩৩২৫) বর্ণনা করেছেন।

[3] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৯২০), আবূ দাউদ (৩১১৮), ইবনু মাজাহ্ (১৪৫৪), আহমাদ (২৬০০৩) ও বাইহাক্বী (৩/৩৩৪) বর্ণনা করেছেন।

[4] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি বুখারী (৫৮১৪), মুসলিম (৯৪২) ও বাইহাক্বী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

তবে এহ্রামের অবস্থায় কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার ক্ষেত্রে তার মাথা ও মুখ ঢাকবে না।[১]

(৩) যত দ্রুত সম্ভব তাকে দাফনের জন্য প্রস্তুত করবে। অর্থাৎ দ্রুত দাফন করার ব্যবস্থা করবে। কারণ, রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "তোমরা মৃত ব্যক্তিকে দ্রুত দাফনের ব্যবস্থা কর। কারণ সে যদি সৎ লোক হয়ে থাকে তাহলে তাকে দ্রুতগতিতে সেই কল্যাণের দিকে এগিয়ে দাও, আর যদি অন্য কিছু হয়ে থাকে তবে তো অমঙ্গলজনক। অতএব তাকে তোমাদের কাঁধ থেকে দাফন করার মাধ্যমে [দ্রুত] নামিয়ে ফেল।[২৩]

(৪) যে দেশে মৃত্যু বরণ করবে সেখানেই কবর দেয়ার ব্যবস্থা করবে। অন্য দেশে স্থানান্তরিত করবে না। কারণ, দেরী করা হলে তাকে দ্রুত দাফন করা হতে বঞ্চিত করা হবে। ইমাম নাবাবী "আল-আযকার" গ্রন্থে বলেন ঃ মৃত্যুর পূর্বে যদি অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে দাফন করার অসিয়্যাত করে গিয়ে থাকে তবুও তার অসিয়্যাত বাস্তবায়ন করা যাবে না। কারণ, সঠিক সিদ্ধান্তানুযায়ী অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে দাফন করা হারাম। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ মতই দিয়েছেন।[৪]

---

[১] এ মর্মে বুখারী (১২৬৫, ১২৬৬), মুসলিমসহ (১২০৬) অন্যান্য গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

[২] এ সম্পর্কে বুখারী (১৩১৫), মুসলিম (৯৪৪), আবূ দাঊদ (৩১৮১), নাসাঈ (১৯১০), তিরমিযী (১০১৫), ইবনু মাজাহ্ (১৪৭৭), আহমাদ (৯৯৫৯) মালেক (৫৭৪) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৩] উল্লেখ্য কবরে রাখার পরে মৃত ব্যক্তির মাথার নিকট সূরা বাক্বারার প্রথম অংশ আর তার দু'পায়ের নিকট সূরা বাক্বারার শেষাংশ পাঠ করা মর্মে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেটি খুবই দুর্বল, আমলযোগ্য নয়। এর সনদের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনিয যহ্হাক বাবুলুতী নামক এক বর্ণনাকারী রয়েছেন, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। এছাড়া তার শাইখ আইউব ইবনু নুহায়েক তার চেয়েও বেশী দুর্বল, আবূ হাতিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আযদী বলেন ঃ তিনি মাতরূক (অগ্রহণযোগ্য)। আবূ যুর'আহ্ বলেন ঃ তিনি মুনকারুল হাদীস। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন শাইখ আলবানী রচিত গ্রন্থ "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১৭)।

[৪] এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন শাইখ আলবানী রচিত গ্রন্থ "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১৭)।

৫। যত দ্রুত সম্ভব মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করবে, যদিও তার ছেড়ে যাওয়া যাবতীয় সম্পদ শেষ হয়ে যায়। আর তার যদি কোন সম্পদ না থাকে তাহলে দেশের সরকার তার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবে। সন্তান ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধ করতে চাই তাহলেও তা গৃহীত হবে।[১]

উপস্থিত ব্যক্তিদের যা করা জায়েয

মৃত ব্যক্তির চেহারা খুলে চুমু দেয়া এবং তার জন্য তিন দিন পর্যন্ত চোখের জল ফেলে [চিৎকার না করে] কান্না করা জায়েয।[২]

মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের যা কিছু করা ওয়াজিব

(১) তকদীরে মৃত্যু ছিল বিধায় মারা গেছে। অতএব ধৈর্য ধারণ করে তকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাক্বারার ১৫৫ ও ১৫৬ নং আয়াতে বলেছেন ঃ

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

"এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। (১৫৫) যখন তাদের উপর বিপদ আসে, তখন বলে ঃ নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব।"

---

[১] এ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দেখুন "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (২৪৩৩), আহমাদ (১৬৭৭৬, ১৯৫৭২) ও বাইহাক্বী (১০/১৪২) বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে এ সম্পর্কে আরো আলোচনা আসবে।

[২] এ বিষয়ে বুখারী (১২৪২, ৩৬৭০, ৪৪৫৪, ৫৭১২), মুসলিম (২৩১৫), আবূ দাউদ (৩১৬৩, ৩১২৬), তিরমিযী (৯৮৯), নাসাঈ (১৮৪০, ১৮৪১, ১৮৪৩), ইবনু মাজাহ্ (১৪৫৬, ১৬২৭) বাইহাক্বী ও আহমাদ (২৪৩৪২, ১২৬০২) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আর রসূল (ﷺ) এক মহিলাকে কবরের নিকট ক্রন্দন করতে দেখে বললেন ঃ আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর...।[১] এ ছাড়া ধৈর্য ধারণ মর্মে অন্য শব্দে সকল হাদীস গ্রন্থেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

উল্লেখ্য বিশেষভাবে সন্তান মারা গেলে আর সে ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করলে বড় সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে কোন মুসলিম পিতা-মাতার অপ্রাপ্তবয়স্ক তিনটি সন্তান মারা গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জান্নাত দিবেন এবং তাঁর রহমাত দ্বারা তাদের পিতা-মাতাকেও জান্নাত দান করবেন। এ সন্তানরা জান্নাতের কোন এক দরজায় অবস্থান করবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হলে তারা বলবে ঃ আমাদের পিতা-মাতা জান্নাতে প্রবেশ করুক এর পরে। এ সময় তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা এবং তোমাদের পিতা-মাতা আল্লাহ্র অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ কর।[২]

এছাড়া অন্য হাদীসের মধ্যে এসেছে ঃ রসূল (ﷺ) বলেন ঃ "যে মহিলার তিনটি সন্তান মারা যাবে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ঢালস্বরূপ হয়ে যাবে। এক মহিলা বলল ঃ যদি দু'টি সন্তান মারা যায়? তিনি বললেন ঃ যদি দু'টি সন্তান মারা যায় তাহলেও।"[৩]

(২) নিকটাত্মীয়দের উপর ওয়াজিব হচ্ছে 'ইন্না লিল্লাহি অ-ইন্না ইলাইহি রাজে'উন' পাঠ করা। যেমনটি পূর্বোক্ত সূরা বাক্বারার ১৫৬ নং আয়াতের মধ্যে এসেছে। এছাড়া বৃদ্ধি করে নিম্নোক্ত দু'আটিও পাঠ করতে পারবে ঃ

اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا

'আল্লাহুম্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী অ-আখলিফ লী খায়রান মিনহা'[৪]

এছাড়া নিম্নের শব্দেও রসূল (ﷺ) হতে দু'আ বর্ণিত হয়েছে ঃ

---

[১] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বুখারী (১২৫২, ১২৮৩, ৭১৫৪), মুসলিম (৯২৬), আবূ দাঊদ (৩১২৪) ও আহমাদ (১২০৪৯) বর্ণনা করেছেন।

[২] হাদীসটি ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, দেখুন "সহীহ্ নাসাঈ" (১৮৭৬) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (১৯৯৭)।

[৩] এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (১০২, ১২৫০), মুসলিম (২৬৩৪) ও আহমাদ (১০৯০৩) বর্ণনা করেছেন।

[৪] এটি রসূল (ﷺ) হতে ইমাম মুসলিম (৯১৮) ও আহমাদ (২৬০৯০) বর্ণনা করেছেন।

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَآجِرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْ لِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا.[১]

(৩) স্বামী ছাড়া অন্য কেউ মারা গেলে, যেমন স্ত্রী তার সন্তানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিনদিন শোক পালন করতে পারবে। কিন্তু স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে চার মাস দশদিন শোক পালন করতেই হবে। কারণ, রসূল (ﷺ) বলেছেনঃ "আল্লাহ্ এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছে এরূপ কোন মহিলার জন্য স্বামী ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা অবৈধ, শুধুমাত্র স্বামীর ক্ষেত্রে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে ...।[২] তবে স্বামী ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রী যদি শোক পালন না করে তাহলে তার জন্য এটিই উত্তম।[৩]

মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়সহ অন্যদেরও যা কিছু করা হারাম

(১) জাহেলী যুগীয় রীতিতে ক্রন্দন করা (অর্থাৎ চিৎকার করে কান্না করা, মাথায় ধুলো/মাটি ছিটানো ও মুখে প্রহার করা, যা মুখোমুখী বসে জাহেলী যুগের নারীরা করত।[৪]

(২) ও (৩) গাল চাপড়ানো এবং পকেট ছিঁড়ে-ফেড়ে ফেলা। কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "যারা এরূপ করবে তারা আমার তরীকার অন্তর্ভুক্ত নয়।"[৫]

(৪) মৃত ব্যক্তির শোকে চুল নেড়া করা।[১]

---

[১] এটি আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩১১৯)।

[২] হাদীস ইমাম বুখারী (১২৮০, ৫৩৩৪), মুসলিম (১৪৮৬) আবূ দাউদ (২২৯৯), নাসাঈ (৩৫০০, ৩৫২৭, ৩৫৩৩), তিরমিযী (১১৯৫, ১১৯৬) বর্ণনা করেছেন]।

[৩] বিস্তারিত জানতে দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ২১)।

[৪] এরূপ ক্রন্দন করা নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে বুখারী (৪৮৯২, ১৩০৬, ৭২১৫), তিরমিযী (১০০১), আবূ দাউদ (৩১২৭), ইবনু মাজাহ্ (১৫৮০, ১৫৮১), মুসলিম (৯৩৬) ও বাইহাক্বী (৪/৬৩) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৫] এ বিষয়ে বুখারী (১২৯৪) ও মুসলিম (১০৩) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(৫) মৃত ব্যক্তির শোকে চুল লম্বা করা।[২]

(৬) কয়েক দিনের জন্য মৃত ব্যক্তির জন্য শোক পালনার্থে দাড়ি দীর্ঘ করে পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া। কারণ, এরূপ করাও বিদ্‘আত।

(৭) মিম্বার বা মাইক দ্বারা মৃত্যু সংবাদ এমনভাবে প্রচার করা যা জাহেলী যুগীয় কর্মকাণ্ডের সাথে মিলে যায়। তবে সেই পরিমাণ প্রচার করা জায়েয যে পরিমাণ করলে জাহেলী যুগের কর্মগুলোর সাথে মিলবে না। কারণ, রসূল (ﷺ) নাজাশীর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করেছিলেন।[৩]

সংবাদ দাতা কর্তৃক লোকদেরকে মৃত্যু সংবাদ দেয়ার সাথে সাথে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুরোধ করা উচিত। আমাদের সমাজে মাইক দিয়ে যখন কোন মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হয় তখন সংবাদ প্রচারের সাথে সাথে বলা হয় 'ইন্না লিল্লাহি অ-ইন্না ইলায়হি রাজি'উন', অথচ এ পদ্ধতিতে এ দু'আ বলার কোন প্রমাণ কুরআন ও হাদীসের মধ্যে নেই। বরং হাদীস থেকে যা বুঝা যায় তা হচ্ছে মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে লোকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুরোধ বা আবেদন করবে।[৪] রসূল (ﷺ) অন্য হাদীসের মধ্যে বলেছেন ঃ "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।"[৫]

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আত্মীয়দের ক্রন্দনের কারণে কি মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি পেতে হবে?

রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "মৃত ব্যক্তির পরিবারের ক্রন্দনের কারণে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হবে।" অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ "মৃত ব্যক্তির জন্য যে ক্রন্দন করা হয় এর জন্য তাকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হবে।" অন্য

---

[১] এ বিষয়ে বুখারী (কিতাবুল জানায়েয), মুসলিম (১০৪), নাসাঈ (১৮৬৩), আবূ দাউদ (৩১৩০), ইবনু মাজাহ্ (১৫৮৫/১৫৮৬), আহমাদ (১৯০৫৩) ও বাইহাক্বী (৪/৬৪) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[২] এ বিষয়ে আবূ দাউদ ও বাইহাক্বী (৪/৬৪) সহীহ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩১৩১)।

[৩] বুখারী (১২৪৫), মুসলিম (৯৫১) ও নাসাঈ (১৯৭২)।

[৪] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম আহমাদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন, দেখুন "মুসনাদ আহমাদ" (২২০৪৫)।

[৫] দেখুন বুখারী (১৩২৮, ৩৮৮০), মুসলিম (৯৫১) ও "সহীহ্ নাসাঈ" (১৮৭৯, ২০৪২)।

বর্ণনায় এসেছে ঃ "মৃত ব্যক্তিকে জীবিত ব্যক্তির ক্রন্দনের কারণে শাস্তি দেয়া হবে।"[১]

উক্ত হাদীসগুলোর বাহ্যিকতা আল্লাহ্‌র নিম্নোক্ত বাণীর সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায় ঃ

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ "কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না।"[২]

আয়াতের সাথে হাদীসগুলোর এ সাংঘর্ষিক অবস্থা নিরসণের ক্ষেত্রে আলেমগণ আট ধরনের মতামত দিয়েছেন। সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ দু'টি মত উল্লেখ করা হল ঃ

১। জামহূর ওলামা এ মত প্রকাশ করেছেন যে, হাদীসে উল্লেখিত এ শাস্তি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে জাহেলী যুগীয় রীতিতে ক্রন্দন করার অসিয়্যাত বা নির্দেশ দিয়ে গেছে, অথবা লোকদের মাঝে জাহেলী যুগীয় রীতিতে ক্রন্দন করার অভ্যাস রয়েছে অথচ সে তা জানা সত্ত্বেও বিশেষভাবে তার নিজের ক্ষেত্রে তা করতে নিষেধ না করে যাওয়ার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। এ কারণে আব্দুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক বলেন ঃ 'সে যদি তার জীবিত অবস্থায় তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করে গিয়ে থাকে আর তার পরেও যদি তারা তার মৃত্যুর পরে সেরূপ ক্রন্দন করে তাহলে এর জন্য তার কোন কিছুই হবে না।"[৩]

২। (يُعَذَّبُ) অর্থাৎ কবরে থাকা অবস্থায় মৃত ব্যক্তি তার পরিবারের ক্রন্দন শুনে দুঃখ পাবে এবং চিন্তিত হবে। ইবনু জারীর আত-ত্বাবারী প্রমুখ এ মত প্রকাশ করেছেন। ইবনু তাইমিয়্যাহ্ ও ইবনুল কাইয়্যিম প্রমুখ এ মতকে সমর্থন করে আরো শক্তিশালী করেছেন। তবে শাইখ আলবানী প্রথম মতকে সমর্থন করে সেটিকেই সঠিক আর এ মতটিকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কারণ একটি হাদীসের মধ্যে কিয়ামাতের দিন শাস্তি দেয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে,

---

[১] উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী (১২৮৮, ১৩০৪, ৩৯৭৯, ১২৯০, ১২৯২) ও মুসলিম (৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

[২] সূরা আন'আম ঃ (১৬৪), সূরা ইসরা ঃ (১৫), সূরা ফাতির (১৮) ও সূরা যুমার ঃ (৭)।

[৩] দেখুন "উমদাতুল ক্বারী" (৪/৭৯) ও "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ২২)।

শুধুমাত্র কবরের কথা বলা হয়নি। এছাড়া মৃত ব্যক্তির ক্রন্দন শ্রবণ করার বিষয়টিও প্রশ্নবোধক।[১]

ভাল মৃত্যুর আলামতসমূহ

১। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' মুখে উচ্চারণ করে মৃত্যু বরণ করা।

কারণ, রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তির শেষ কথা হবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।[২] ইমাম আহমাদের বর্ণনায় এসেছে "... তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।" (২১৫২৯, ২১৬২২)।

২। মৃত্যুর সময় কপাল ঘেমে মৃত্যু বরণ করলে তা মু'মিন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করার আলামত।[৩]

৩। জুম'আর রাতে বা দিনে মৃত্যু হলে তা মঙ্গলজনক।

কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "কোন মুসলিম ব্যক্তি জুম'আর দিবসে বা রাতে মারা গেলে আল্লাহ্ তাকে কবরের ফিৎনা থেকে রক্ষা করবেন"।[৪]

৪। যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত লাভ করা।

এ মর্মে সূরা আলু-ইমরানের ১৬৯-১৭১ আয়াত দ্রষ্টব্য। এছাড়া বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "শাহাদাত লাভকারীর জন্য

---

[১] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ২২)।

[২] হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (৩১১৬) ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩১১৬), "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৬৪৭৯), "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (১৬২১)।

[৩] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম আহমাদ (২২৫১৩), নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্, ইবনু হিব্বান, হাকিম তায়ালিসী, ইবনু নো'য়াইম "আল-হিলইয়্যাহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ নাসাঈ" (১৮২৮, ১৮২৯), "সহীহ্ তিরমিযী" (৯৮২), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৪৫২) ও "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (১৬১০)।

[৪] হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, আহমাদ (৬৫৪৬), আল-ফাসাবী "আল-মা'রিফা" (২/৫২০) গ্রন্থে দু'টি সূত্রে বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি তার বিভিন্ন সূত্রগুলো একত্রিত করণের দ্বারা হাসান্, দেখুন "সহীহ্ তিরমিযী" (১০৭৪), "মিশকাত" (১৩৬৭), "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৫৭৭৩) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (৩৫৬২)।

আল্লাহর নিকট ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঃ তার প্রবাহিত রক্তের প্রথমেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। সে তার জান্নাতের বাসস্থান দেখতে পাবে। তাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করা হবে .... তার নিকটাত্মীয়দের মধ্য হতে সত্তর ব্যক্তির জন্য তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে"।[১] এছাড়া শহীদদের ফযীলতে আরো হাদীস ইমাম নাসাঈ, মুসলিম ও বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন।

৫। আল্লাহর পথের গাযী হিসেবে মৃত্যু বরণ করা।

রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "যাকে আল্লাহর রাস্তায় হত্যা করা হবে সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে [থাকা অবস্থায়] মৃত্যু বরণ করবে সে শহীদ...।"[২]

৬। যে ব্যক্তি কলেরা/উদরাময় রোগে মারা যাবে।

রসূল (ﷺ) বলেন ঃ "কলেরা/ উদরাময় প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য শাহাদাতের কারণ।"[৩]

৭। পেটের রোগে মৃত্যু বরণ করা।

এ মর্মে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ "... যে ব্যক্তি পেটের রোগে মৃত্যু বরণ করবে সে ব্যক্তি শহীদ।"[৪]

---

[১] এ হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, ইবনু মাজাহ ও আহমাদও (১৬৭৩০) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ তিরমিযী" (১৬৬৩), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (২৭৯৯), "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (৩৮৩৪), "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৫১৮২), "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (১৩৭৫) ও "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (৩২১৩)।

[২] হাদীসটি ইমাম মুসলিম (১৯১৫), ইবনু মাজাহ (২৮০৪, ২৮৩১, তবে ভাষায় ভিন্নতা রয়েছে) ও আহমাদ (১০৩৮৩) বর্ণনা করেছেন।

[৩] হাদীসটি বুখারী (২৮৩০, ৫৭৩২), মুসলিম (১৯১৬), তায়ালিসী (২১১৩) ও আহমাদ (১২১১০, ১২৮৯২) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ৫ নম্বরে বর্ণিত মুসলিম শরীফের হাদীসটির মধ্যেও এটিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৪] এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (১৯১৫) বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া এ মর্মে ভিন্ন ভাষায় নাসাঈ (২০৫২), তিরমিযী (১০৬৪), আহমাদ ও ইবনু হিব্বান তার "সাহীহ" গ্রন্থে (নং ৭২৮) এবং তায়ালিসী (১২৮৮) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী হাদীসটিকে

৮ ও ৯। ডুবে এবং চাপা পড়ে মৃত্যু বরণ করা।

কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "শহীদ হচ্ছে পাঁচজন ঃ কলেরায়, পেটের পীড়ায়, ডুবে ও চাপা পড়ে মৃত্যু বরণকারীরা এবং আল্লাহর পথে শাহাদাত লাভকারী।"[১]

১০। কোন মুসলিম মহিলার তার সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যু বরণ করা।

রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "... সেই মহিলা যাকে তার পেটের সন্তান হত্যা করবে সে শাহাদাত লাভ করবে....।" অর্থাৎ যাকে পেটের সন্তানের কারণে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।[২]

১১ ও ১২। পুড়ে এবং প্যারালাইসিস রোগে মৃত্যুবরণ করা।

কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "....ডুবে মৃত্যু বরণকারী শহীদ, প্যারালাইসিস রোগে মৃত্যু বরণকারী শহীদ... ।"[৩]

১৩। ফুসফুসের রোগ বিশেষে মৃত্যুবরণ করা।[৪]

হাসান আখ্যা দিয়েছেন। আর শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ নাসাঈ" (২০৫২)]।

[১] হাদীসটি বুখারী (৬৫৪), মুসলিম (১৯১৪), তিরমিযী (১০৬৩) ও আহমাদ (৮১০৬) আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন।

[২] হাদীসটি আহমাদ (১৭৩৪১, ২২১৭৬), দারেমী, ও তায়ালিসী (৫৮২) বর্ণনা করেছেন, এর সনদটি সহীহ। এ ছাড়া আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (১৩৯৬), "সহীহ্ নাসাঈ" (১৮৪৬), "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩১১১) ও "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (২৮০৩)।

[৩] শাইখ আলবানী বলেন ঃ বহু শাহেদ থাকার কারণে হাদীসটি ভাষা সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ করছিনা, অর্থাৎ হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩১১১), "সহীহ্ নাসাঈ" (১৮৪৬), "মিশকাত (তাহকীক আলবানী)" (১৫৬১), "সহীহ্ তারগীব অত তারহীব" (১৩৯৮), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (২৮০৩) ও "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৫৬০২)। হাদীসটি ইমাম মালেক, ইবনু হিব্বান "সাহীহ" (১৬১৬) গ্রন্থে, হাকিম (১/৩৫২) ও আহমাদও (২৩২৪১) বর্ণনা করেছেন। হাকিম ও যাহাবীও হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

[৪] এ মর্মে ত্বাবারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৩৬৯১) আর মুনযেরী হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। ওবাদাহ ইবনুস সামেত (رضي الله عنه) এবং

১৪। অন্যের হাত থেকে নিজ সম্পদ রক্ষার সময় মৃত্যুবরণ করলে।

এ মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

রসূল (ﷺ) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার সময় মৃত্যুবরণ করবে (অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ "অন্য কেউ না-হক পন্থায় তার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চাইল এ সময়ে সে তার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হল অতঃপর তাকে হত্যা করা হল) সে ব্যক্তি শহীদ"।[১]

মুসলিম (১৪০) শরীফে অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ ... জোর পূর্বক সম্পদ দখলকারীর বিরুদ্ধে রসূল (ﷺ) এক ব্যক্তিকে লড়াই করার নির্দেশ দেন। এমনকি বলেন ঃ যদি সে তোমাকে হত্যা করে তাহলে তুমি শহীদ আর তুমি যদি তাকে হত্যা করো তাহলে সে জাহান্নামে।[২]

১৫ ও ১৬। যে ব্যক্তি দ্বীন ও নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করবে। কারণ, রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তিকে তার সম্পদ রক্ষার সময় হত্যা করা হবে সে শহীদ। যে ব্যক্তিকে তার পরিবারকে রক্ষার সময় হত্যা করা হবে সে শহীদ। যে ব্যক্তিকে তার দ্বীন রক্ষার সময় হত্যা করা হবে সে শহীদ এবং যে ব্যক্তিকে তার নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে হত্যা করা হবে সে শহীদ।"[৩]

১৭। আল্লাহর পথে নিজেকে জড়িত রাখা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।

আয়েশা (রাঃ) হতে এর শাহেদ বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীসটি আবূ নো'য়াইম "আখবারু আসবাহান (১/২১৭-২১৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

[১] এটি বুখারী (২৪৮০), মুসলিম (১৪১), আবূ দাউদ (৪৭৭১), নাসাঈ (৪০৮৭, ৪০৮৭, ৪০৮৮), তিরমিযী (১৪১৯, ১৪২০), ইবনু মাজাহ (২৫৮০,) ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

[২] হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "মিশকাত (তাহকীকু আলবানী)" (৩৫১৩) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (১৪১৪)।

[৩] হাদীসটি আবূ দাউদ (৪৭৭২), নাসাঈ (৪০৯৫), তিরমিযী (১৪২১) বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৪৭৭২), "সহীহ্ নাসাঈ" (৪০৯৫), "সহীহ্ তিরমিযী" (১৪২১), "মিশকাত (তাহকীকু আলবানী" (৩৫২৯) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (১৪১১)]।

রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "একদিন ও এক রাতের জন্য (আল্লাহর পথে) নিজেকে জড়িত রাখা এক মাসের সওম ও এক মাসের কিয়াম হতেও উত্তম। সে যদি [এ অবস্থায় স্বাভাবিক] মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে যে আমল করছিল তার সে আমলের সাওয়াব অব্যাহত থাকবে। তার প্রতি তার রিযক প্রদান করা হবে এবং সে ফিৎনা থেকে নিরাপদে থাকবে।"[১]

অন্য বর্ণনায় আল্লাহ্র পথে নিজেকে জড়িত রাখার ফাযীলাত সম্পর্কে ভিন্ন শব্দে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার ভাবার্থের এ হাদীসটির সাথে মিল রয়েছে।[২]

১৮। সৎ আমল করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করা।

কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে আর এটিই হবে তার সর্বশেষ আমল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একদিনের সওম পালন করবে আর এটিই তার সর্বশেষ আমল হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কিছু সাদাকাহ্ করবে আর এটিই হবে তার সর্বশেষ আমল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।[৩]

সতর্কবাণী ঃ ইমাম বুখারী তার "সহীহ্ বুখারী" (৬/৮৯) গ্রন্থে অধ্যায় রচনা করেছেন ঃ 'অমুক ব্যক্তি শহীদ এরূপ কথা বলা যাবে না'। অথচ বর্তমান যুগের লোকেরা এ ব্যাপারটিতে খুবই শিথিলতা প্রদর্শন করছেন। তারা বলেই চলেছেন ঃ অমুক ব্যক্তি শহীদ... অমুক ব্যক্তি শহীদ।

মন্দ মৃত্যুর আলামত

যে কোন মন্দ কর্ম করা বা মন্দ কথা বলা অবস্থায় মৃত্যু হলেই তা মন্দ মৃত্যুর আলামত হিসেবে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে বহু আলেম তাদের গ্রন্থসমূহে বহু উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

---

[১] হাদীসটি মুসলিম (১৯১৩), নাসাঈ (৩১৬৭, ৩১৬৮), তিরমিযী (১৬৬৫), হাকিম (২/৮০) ও আহমাদও (২৩২১৫) বর্ণনা করেছেন (তবে ভাষায় ভিন্নতা রয়েছে)।

[২] সেটি আবূ দাউদ (২৫০০), তিরমিযী (১৬২১) তিনি হাদীসটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। হাকিম (২/১৪৪) ও আহমাদও বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন ঃ হাদীসটি শাইখায়েনের শর্তানুযায়ী সহীহ। দেখুন "আহকামুল জানায়েয ঃ ৫৮)।

[৩] হাদীসটি ইমাম আহমাদ (২২৮১৩) হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (৯৮৫)।

ইবনু কাইয়্যুম আল-জাওযিয়্যাহ্ "আল-জাওয়াবুল কাফী" গ্রন্থে মন্দ মৃত্যুর একটি আলামত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর সময় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলতে বলা হয়েছিল। সে উত্তরে বলল ঃ তা আমার কোন উপকার করবে না। কারণ, আমি আল্লাহ্র জন্য যে কোন সলাত আদায় করেছি আমার তা জানা নেই। এ কথা বলে, সে কালিমা পাঠ করল না।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, কোন এক ব্যক্তি গানকে খুব ভাল বাসত এবং সে গান করত। তার মৃত্যুর সময় তাকে বলা হল ঃ তুমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বল। কিন্তু সে কালিমা পাঠ না করে গানের দ্বারা বিদ্রূপ করে বলত লাগল ঃ তাতানা তানতানা। এমতাবস্থায় সে মারা গেল।

তিনি আরো বলেন ঃ আমাকে এক ব্যবসায়ী তার নিকটাত্মীয় সম্পর্কে জানান যে, তার যখন মৃত্যুর সময় আসল তখন সে তার নিকট উপস্থিত ছিল। উপস্থিত ব্যক্তিরা তাকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলার জন্য উৎসাহিত করল। কিন্তু সে তা না বলে বলল ঃ এ পণ্যটি কমদামী আর এ ক্রেতা ব্যক্তি ভাল। আর এ অবস্থাতেই সে কালিমা পাঠ না করেই মারা গেল ।

হাফেয যাহাবী উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি মদ পানের আসরে বসত। তার মৃত্যুর সময় অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ তুমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বল। তখন সে উত্তরে বলব ঃ পান কর আর আমাকে পান করাও। অতঃপর সে মারা গেল।

পাঠকবৃন্দ! যে কোন ধরনের অনৈসলামি মন্দ কর্মের সাথে জড়িত থাকাকালীন সময়ে মৃত্যু হলেই তা মন্দ মৃত্যুর আলামত হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে মন্দ কর্ম থেকে এবং মন্দ কর্মের সাথে জড়িত থাকাকালীন মৃত্যু হওয়া থেকে হেফাযাত করুন।

মন্দ অবস্থায় মারা যাওয়ার কিছু কারণও রয়েছে যেগুলো অনেকে উল্লেখ করেছেন। যেমন ঃ

(১) সঠিক ইসলামী আক্বীদায় বিশ্বাসী না হয়ে ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী হওয়া। (২) আখেরাত বিমুখ হয়ে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকা। (৩) কল্যাণকর আর সঠিক হেদায়াতের পথ থেকে বিমুখ থাকা এবং গ্রহণ না করা। (৪) গুনাহ্ এবং পাপের সাথে জড়িত থাকা।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানসহ আনুষঙ্গিক মাসায়েল

- মৃত ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব গোসল দেয়ার ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। কারণ রসূল (ﷺ) গোসল করানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন।

- গোসল দেয়ার সময় নিম্নের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে।

(১) তিন অথবা পাঁচ অথবা সাত অথবা প্রয়োজনে আরো অধিকবার গোসল করাতে হবে।

(২) বিজোড় হিসেবে (৩, ৫, ৭ এরূপ) গোসল করাবে।

(৩) কুল গাছের পাতা বা তার স্থলাভিষিক্ত পরিষ্কারকারী বস্তু যেমন শ্যাম্পু, সাবান কোন একবাবের গোসলের পানির সাথে মিশিয়ে দিবে।

(৪) শেষবারের গোসলের পানির সাথে সুগন্ধি মিশিয়ে দিবে। কাফূর দেয়াই উত্তম। (এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই)।

(৫) চুলের ঝুটি খুলে দিয়ে তাকে ভালভাবে ধৌত করবে।

(৬) মৃতের চুল চিরুণী দিয়ে আঁচড়িয়ে দিবে।

(৭) মহিলাদের চুলকে তিনভাগ করে তার পিছনের দিকে ফেলে দিবে।

(৮) গোসল করানোর সময় সর্বাঙ্গ ডান দিক থেকে ধুবে। ওযূর স্থানগুলো হতে শুরু করবে। উপোরোক্ত বিবরণগুলো রসূল (ﷺ)-এর মেয়ে যায়নাবের গোসল দেয়ার বিবরণ সম্বলিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তবে বিবরণগুলো একটি হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়নি বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন-[১]

(৯) পুরুষরা পুরুষের গোসলের দায়িত্ব পালন করবে আর মহিলারা মহিলার গোসলের দায়িত্ব পালন করবে। তবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে গোসল করাতে পারবে। এর বিবরণ একটু পরেই আসবে।

---

[১] বুখারী (১২৬৩), মুসলিম (৯৩৯), আবূ দাউদ (৩১৪২, ৩১৪৫), তিরমিযী (৯৯০), নাসাঈ (১৮৮১, ১৮৮৬, ১৮৮৭, ১৮৮৯, ১৮৯০, ১৮৯৩, ১৮৯৪) ও ইবনু মাজাহ্ (১৪৫৮, ১৪৫৯) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন, এ ছাড়া দেখুন "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী" (১৬৩৪)।

(১০) মৃতের শরীরকে একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে সে কাপড়ের নীচ দিয়ে তার যাবতীয় পরিধেয় কাপড় খুলে ফেলে, হাতে একটি কাপড়ের টুকরা অথবা অনুরূপ কিছু জড়িয়ে গোসল করাবে। কারণ রসূল (ﷺ)-এর যুগে এরূপই করা হত। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।[১]

(১১) মুহরিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন প্রকার সুগন্ধিযুক্ত কিছু মিশানো যাবে না। বুখারী (১২৬৫, ১২৬৬) ও মুসলিমসহ (১২০৬) অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে নিষেধ সম্বলিত হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণে।

(১২) স্বামী স্ত্রীকে আর স্ত্রী স্বামীকে গোসল করাতে পারবে। কারণ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমি যদি আমার ব্যাপারে আগে জানতাম তাহলে দেরী করতাম না আর নাবী (ﷺ)-কে তার স্ত্রীগণ ছাড়া অন্য কেউ গোসলও করাত না।[২]

এছাড়া আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ ...রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ তুমি (হে আয়েশা!) যদি আমার পূর্বে মারা যেতে তাহলে তোমাকে আমি গোসল করাতাম এবং তোমাকে কাফন পরাতাম। অতঃপর আমিই তোমার [জানাযার] সলাত আদায় করতাম এবং আমিই তোমাকে দাফন করতাম"।[৩]

---

[১] এ সম্পর্কে সুনানে আবী দাউদ ও মুসনাদ আহমাদসহ (২৫৭৭৪) অন্যান্য গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটিকে শাইখ আলবানী হাসান আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩১৪১) ও "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (৫৯৪৮)]।

[২] শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৪৬৪) ও "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩১৪১), এছাড়া ইমাম আহমাদ (২৫৭৭৪) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, বিস্তারিতি দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ২৮)।

[৩] হাদীসটি ইমাম আহমাদ (২৫৩৮০), দারেমী (৮০), ইবনু মাজাহ (১৪৬৪/১৪৬৫), আবূ ইয়ালা তার "মুসনাদ" (৪৫৭৯) গ্রন্থে, ইবনু হিশাম "আস-সীরাহ" (২/৩৬৬) গ্রন্থে, দারাকুতনী (১৯২) ও বাইহাক্বী (৩/৩৯৬) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী সহীহ্ ও হাসান আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "ইরওয়াউল গালীল" (৭০০), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৪৬৫) ও "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী" (৫৯৭১)। বিস্তারিতি দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ২৮)।

(১৩) গোসলের নিয়ম কানুন সম্পর্কে বেশী জ্ঞাত ব্যক্তিই গোসল করানোর দায়িত্ব পালন করবে। আর তারা যদি পরিবার বা নিকটাত্মীয়দের মধ্য হতে হয় তাহলে তাই উত্তম। কারণ রসূল (ﷺ)-কে নিকট জনরাই গোসল করিয়েছিলেন।

(১৪) যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণকারীকে গোসল করাতে হবে না যদিও সে নাপাকি অবস্থায় থাকে। এ মর্মে বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বাইহাক্বী, আহমাদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ জানাযা অধ্যায়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হানযালা ইবনু আবী আমের (رضي الله عنه) অপবিত্র অবস্থায় থাকার কারণে তাকে ফেরেশতারা গোসল করিয়েছেন।[১]

এক নজরে গোসলের পদ্ধতি

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময় একটি কাপড় দিয়ে তার সতর ঢেকে দিয়ে সে কাপড়ের নিচ দিয়ে তার শরীরের পরিধেয় কাপড়গুলো খুলে ফেলতে হবে। যাতে কেউ তার সতর দেখতে না পায়। এরপর মৃত ব্যক্তির মাথা উঁচু করে তার বসার নিকটবর্তী অবস্থানে নিয়ে যাবে, এভাবে কাত করা অবস্থায় তার পেটে হালকাভাবে চাপ দিবে যাতে পেট থেকে যদি কিছু বের হওয়ার থাকে তাহলে সহজেই তা বেরিয়ে যায়। এ সময় বেশী করে পানি ঢেলে বের হওয়া ময়লাগুলো ধুয়ে ফেলতে হবে। এরপর গোসলদানকারী ব্যক্তি হাতে একটি কাপড় পেচিয়ে অথবা গ্লোভস পরে নিয়ে মৃত ব্যক্তির পেশাব পায়খানার পথের দিকে না তাকিয়ে পরিষ্কার করে দিবে। এরপর বিসমিল্লাহ্ বলে সলাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করিয়ে দিবে। কারণ রসূল (ﷺ)-এর মেয়ে যায়নাবের গোসল দেয়ার সময় তিনি ডান দিক থেকে এবং ওযূর স্থানগুলো থেকে শুরু করতে বলেছিলেন। তবে নাকে এবং মুখে পানি দিবে না (কারণ নাকে-মুখে পানি দিলে সে পানি ভিতরে ঢুকে যাওয়ার ফলে দ্রুত গন্ধ বের হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী)। বরং ভেজানো কাপড় আংগুলে পেচিয়ে আংগুল ঢুকিয়ে দাঁতে ও তার আশে পাশে কোন ময়লা থাকলে তা পরিষ্কার করবে। অনুরূপভাবে নাকের দু' ছিদ্র পরিষ্কার করবে। এরপর মাথা এবং (পুরুষের ক্ষেত্রে) দাড়ি ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর

---

[১] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ইবনু হিব্বান, হাকিম, বাইহাক্বী এবং তাবারানী বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "আহ্‌কামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৩২)।

সামনের দিক থেকে শরীরের ডান সাইড ধুয়ে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে বামে কাত করে ডান দিক দিয়ে পিঠের সাইড ধুয়ে নিবে এবং পুনরায় সোজা করে রাখবে। অতঃপর অনুরূপভাবে সামনের দিক থেকে শরীরের বাম দিক ধুয়ে নিয়ে সম্পূর্ণরূপে ডান সাইডে কাত করে পিঠের বাম দিকের অংশ ধুবে। এভাবে প্রতিবার গোসল করানোর সময় একই পদ্ধতি অবলম্বন করে ডানদিকগুলো আগে অতঃপর বাম দিকগুলো ধুবে। প্রতিবারই হালকা করে পেটে চাপ দিবে যাতে পেট থেকে কোন কিছু সহজে বের হওয়ার থাকলে বেরিয়ে যায়। অতঃপর প্রতিবারই তা ধুয়ে ফেলবে। বিজোড় গোসল দেয়ার সময় একবার কুলের পাতা অথবা শ্যাম্পু বা সাবান দিয়ে গোসল করাবে। শেষবারের গোসলের পানির সাথে সুগন্ধি মিশিয়ে দিবে। এছাড়া উল্লেখিত অন্যান্য করণীয়গুলো যথাযথভাবে করবে। অতঃপর একটি শুকনা কাপড় দিয়ে তার শরীরের পানিগুলো মুছে ফেলবে।

যে ব্যক্তি গোসল করাবে দু'টি শর্ত সাপেক্ষে সে বিরাট সাওয়াবের অধিকারী হবে, কবর খনন এবং দাফন করারও বিশাল সাওয়াব রয়েছে।

(১) সে তার (মৃত ব্যক্তির) গোপনীয়তাকে রক্ষা করবে সঙ্গে সঙ্গে কোন অপছন্দনীয় কিছু দেখলে কোন ব্যক্তিকেই তা জানাবে না। কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "যে কোন মুসলিম (মৃত) ব্যক্তিকে গোসল করাবে এবং তার গোপনীয়তাকে লুকিয়ে রাখবে, তাকে আল্লাহ তা'আলা চল্লিশবার ক্ষমা করে দিবেন। যে মৃত ব্যক্তির জন্য গর্ত (কবর) খনন করবে অতঃপর তাকে ঢেকে দিবে, কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত তার বসবাসের জন্য [সাদাকাহ্ হিসেবে] একটি ঘর তৈরি করে দিলে যে সাওয়াব পেত তার জন্য সে সাওয়াব লিখে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কাফন পরিয়ে দিবে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন জান্নাতের সুন্দুস ও ইসতিবরাকের [রেশমী] পোষাক পরিয়ে দিবেন"।[১]

---

[১] হাদীসটি হাকিম (১/৩৫৪, ৩৬২), বাইহাক্বী (৩/৩৯৫) ও আসবাহানী "আত-তারগীব" (১/২৩৫) গ্রন্থে আবূ রাফে' (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন ঃ হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন ঃ তারা দু'জন যেরূপ বলেছেন হাদীসটি

(২) গোসল করানোর দ্বারা সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে। কোন বিনিময়, শুকরিয়া অথবা অন্য কোন কিছু প্রত্যাশা করবে না। কারণ ইবাদাত হতে হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এ ইখলাসের উপর বহু আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

যে ব্যক্তি গোসল করাবে তার গোসল করা আর যে খাটলি বহন করবে তার ওযূ করা মুস্তাহাব, অপরিহার্য নয়।

কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে সে যেন নিজে গোসল করে আর যে তাকে বহন করবে সে যেন ওযূ করে"।[১]

হাদীসের ভাষার বাহ্যিকতা ওয়াজিব হওয়ারই প্রমাণ বহন করে। তবে গোসল বা ওযূ করা অপরিহার্য বা ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হচ্ছে সহাবীদের থেকে বর্ণিত এমন দু'টি আসার যেগুলো মারফূ হাদীসের হুকুম বহন করে ঃ

(১) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ "তোমরা যখন তোমাদের মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে এর জন্য তোমাদের গোসল নেই। কারণ, তোমাদের মৃত ব্যক্তি নাপাক নয়। বরং হাত ধুয়ে নেয়াই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।"[২]

(২) ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ আমরা মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাতাম, অতঃপর আমাদের কেউ গোসল করত আবার কেউ গোসল করত

সেরূপই। ত্বাবারানীর বর্ণনায় এসেছে ঃ "তার চল্লিশটি বড় গুনাহ্ ক্ষমা করে দিবেন।" বিস্তারিত দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৩০)]

[১] হাদীসটি আবূ দাঊদ (৩১৬১), তিরমিযী (৯৯৩), (তিনি হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন), ইবনু মাজাহ্ (১৪৬৩), ইবনু হিব্বান তার "সহীহ্" (৭৫১) গ্রন্থে, আহমাদ (৭৬৩২) বিভিন্ন সূত্রে আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন। যার কোন কোনটি সহীহ আবার কোন কোনটি হাসান পর্যায়ভুক্ত। মোট কথা হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ তিরমিযী" (৯৯৩), "সহীহ্ আবী দাঊদ" (৩১৬১), "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (৫৪১) ও "ইরওয়াউল গালীল" (১৪৪)।

[২] আসারটি হাকিম (১/৩৮৬) ও বাইহাক্বী (৩/৩৯৮) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণনা করেছেন, তবে যাচাই বাছাই করলে দেখা যায় যে, হাদীসটি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে মওকূফ হওয়াই সঠিক।

না।"[১] এ আসার দু'টি থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, গোসল করা আর ওযূ করাটা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব।

কাফনের কাপড় ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি

(১) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর তাকে কাফনের কাপড় পরানো ওয়াজিব। কারণ, নাবী (ﷺ) কাফনের কাপড় পরিধান করানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[২]

(২) কাফনের কাপড় বা তার মূল্য মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে ব্যয় করতে হবে।[৩] তবে কিছুই না থাকলে তার অভিভাবকরা ব্যবস্থা করবে।

(৩) কাফনের কাপড় যেন তার সম্পূর্ণ শরীরকে ঢেকে ফেলে। কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন তার ভাইকে কাফন পরিধান করাবে তখন সে যেন তাকে সুন্দরভাবে কাফন পরিধান করায়।[৪]

(৪) কাফনের কাপড় যদি পর্যাপ্ত না থাকে, সম্পূর্ণ শরীর না ঢাকে তাহলে তার মাথা হতে শুরু করে যতটুকু সম্ভব শরীরকে ঢেকে দিবে। আর পায়ের দিকের অবশিষ্ট খালি অংশকে ইযখির নামক ঘাস অথবা যে কোন ঘাস দ্বারা ঢেকে দিবে।[৫]

(৫) [যুদ্ধের ময়দানের] শহীদের পরিধেয় পোষাক খুলে ফেলা না-জায়েয। বরং তাকে তার রক্ত মাখা পোষাকসহ দাফন করতে হবে। কারণ

---

[১] এটিকে দারাকুতনী (১৯১) ও খাতীব বাগদাদী তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৫/৪২৪) সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন। বিস্তারিত দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৩১)।

[২] এ মর্মে বুখারী (১২৬৫, ১২৬৬, ১২৬৭, ১৩৬৮) ও মুসলিম (১২০৬) অন্যান্য গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

[৩] এ বিষয়ে বুখারী (৪০৪৭, ৪০৮২, ৬৪৪৮) ও মুসলিমসহ (৯৪০) অন্যান্য গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, দেখুন "মিশকাত" (৬১৯৬), "সহীহ্ নাসাঈ" (১৯০২), "সহীহ্ আবী দাঊদ" (৩১৫৫)।

[৪] হাদীসটি মুসলিম (৯৪৩), আবূ দাঊদ (৩১৪৮), নাসাঈ (২০১৪) ও আহমাদ (১৩৭৩২) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

[৫] এ মর্মে বুখারী (৪০৪৭, ৪০৮২, ৬৪৪৮), মুসলিম (৯৪০), আহমাদ (২০৫৬৭), নাসাঈ (১৯০৩), আবূ দাঊদ (২৮৭৬) ও তিরমিযী (৩৮৫৩) শরীফে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

রসূল (ﷺ) উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারীদের সম্পর্কে নির্দেশ দেন ঃ "তোমরা তাদেরকে তাদের [পরিধেয়] কাপড়েই পেঁচিয়ে দাও।" এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (২৩১৪৪) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদের অন্য বর্ণনায় (২৩১৪৬, ২৩১৪৭) এবং নাসাঈর (২০০২, ৩১৪৮) বর্ণনায় এসেছে, রসূল (ﷺ) বলেন ঃ "তাদেরকে রক্ত সহকারে পেঁচিয়ে দাও।" পরিধেয় কাপড় ছাড়া পৃথক কাপড় দেয়া সম্পর্কেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১]

(৬) মুহরিম ব্যক্তি মারা গেলে তাকে তার ইহরামের জন্য পরিধেয় দু'কাপড়কেই কাফনের কাপড় হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। রসূল (ﷺ) এ নির্দেশই দিয়েছেন।[২]

(৭) মৃত ব্যক্তিরা সংখ্যায় বেশী হলে আর কাফনের কাপড় প্রয়োজন মাফিক না থাকলে একই কাফনের কাপড় কেটে তা দিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে শরীরের যতটুকু সম্ভব ঢাকা জায়েয আছে। বরং তাই করতে হবে। কারণ, উহুদের ময়দানে রসূল (ﷺ) দু'জন আবার তিনজনকে একই কাপড় দিয়ে কাফন পরিধান করিয়ে ছিলেন।[৩] খিয়াল রাখতে হবে একই কাপড়ে এক সাথে দু'জন বা তিনজনকে জড়ানো যাবে না। এ মর্মে বর্ণিত হাদীস থেকে কেউ এরূপ জড়ানো বুঝলে তিনি ভুল করবেন। কারণ একই কাপড়ে জড়ালে কবরে রাখার সময় যে বেশী কুরআন জানত তাকে আগে [কিবলার দিকে] দেয়ার যে রসূল (ﷺ) নির্দেশ প্রদান করেন তা করা সম্ভবপর ছিল না। [ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ হাদীসের এ ব্যাখ্যাই করেছেন এবং শাইখ আলবানী সেটিকে সমর্থন করেছেন। "আউনুল মা'বূদ শারহু আবী দাঊদ"-এর মধ্যে এরূপই উল্লেখ করা হয়েছে।[৪]

---

[১] হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ নাসাঈ" (২০০২, ৩১৪৮) ও "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৩৫৭৩)।

[২] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি নাসাঈ ও তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (কাফ ২/১৬৫) গ্রন্থে দু'টি সূত্রে ইবনু আব্বাস (رضي الله عنهما) হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ, দেখুন "সহীহ্ আবী দাঊদ" (৩১৩৮) ও ইরওয়াউল গালীল" (৭১৮)। বুখারী (১২৬৫) ও মুসলিমসহ (১২০৬) অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও এ মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

[৩] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ তিরমিযী" (১০১৬) ও "সহীহ্ আবী দাঊদ" (৩১৩৬)।

[৪] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৩৭)।

কাফনের কাপড়ের ব্যাপারে নিম্নোক্ত কর্মগুলো করা মুস্তাহাব

(১) কাফনের কাপড়টি সাদা হওয়া মুস্তাহাব।

কারণ রসূল (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন ঃ "তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর, কারণ সাদা কাপড়ই হচ্ছে সর্বোত্তম এবং সাদা কাপড় দ্বারা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কাফন দাও"।[১]

(২) তিনটি কাপড় হওয়া মুস্তাহাব।

কারণ আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ "রসূল (ﷺ)-কে তিনটি ইয়ামানের সাহুলী গ্রামের সাদা সূতী কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। যেগুলোর মধ্যে জামা ও পাগড়ী ছিল না।"[২]

তবে সক্ষম না হলে একটি বা দু'টি কাপড় দিয়ে কাফন দেয়াও জায়েয আছে। যেমনটি রসূল (ﷺ) মুস'আব ইবনু উমায়ের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ক্ষেত্রে করেছিলেন। নতুন কাপড়ের ব্যবস্থা করতে না পারলে পুরাতন জামা বা অন্য কাপড় দিয়েও কাফন দেয়া যাবে।

(৩) তিনটি কাপড়ের একটি হিবারাহ কাপড় হওয়া উত্তম। কারণ, জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ যখন মারা যাবে তখন কিছুটা সংগতি থাকলে হিবারা [কাতান অথবা সূতি] দিয়ে যেন কাফন দেয়।"[৩]

---

[১] হাদীসটি আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বাইহাক্বী (৩/২৪৫), আহমাদ (২২২০) ও আয-যিয়া "আল-মুখতারাহ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ আবী দাঊদ" (৪০৬১), "সহীহ্ নাসাঈ" (৫৩২৩), "সহীহ্ তিরমিযী" (৯৯৪), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৪৭২), "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (১৬৩৮) ও "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৪০৬২)।

[২] এ হাদীসটি বুখারী (১২৬৪, ১২৭১, ১২৭২, ১২৭৩), মুসলিম (৯৪১), আবূ দাঊদ (৩১৫১), নাসাঈ (১৮৯৮, ১৮৯৯), তিরমিযী (৯৯৬), ইবনু মাজাহসহ (১৪৬৮) আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন।

[৩] হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ আবী দাঊদ" (৩১৫০), "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৪৫৫, ৬৫৮৫), হাদীসটি বাইহাক্বীও (৩/৪০৩) বর্ণনা করেছেন।

(৪) কাফনের কাপড়ে তিনবার সুগন্ধি লাগানো জায়েয আছে। কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "তোমরা যদি মৃত ব্যক্তিকে সুগন্ধি লাগাতে চাও তাহলে তাকে তিনবার সুগন্ধি লাগাও।"[১] (এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই)।

তবে ইহরাম অবস্থায় থাকলে তাকে সুগন্ধি দেয়া যাবে না।[২]

(৫) কাফনের কাপড়ের ব্যাপারে কোন প্রকার অপচয় করা না-জায়েয। তিনের অধিক দেয়াও না-জায়েয। কারণ রসূল (ﷺ)-কে তিনটি কাপড় দিয়েই কাফন দেয়া হয়েছিল। আর বেশী কাপড় দেয়ার মাঝে মৃত ব্যক্তির কোন প্রকার উপকারিতা নেই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য (১) ঃ মহিলা ও পুরুষের কাফনের কাপড়ের সংখ্যায় পার্থক্যের ব্যাপারে কোন সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়নি বিধায় এ সম্পর্কে কোনই সহীহ্ হাদীস নেই।

লাইলা বিনতু কায়েফ আস-সাকাফিয়ার হাদীসে রসূল (ﷺ)-এর মেয়েকে পাঁচটি কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেটিকে আবূ দাঊদ (৩১৫৭) ও ইমাম আহমাদ তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (২৬৫৯৪) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, লুংগী, জামা, ওড়না, চাদর ও সম্পূর্ণ শরীরকে পরিবেষ্টনকারী একটি কাপড় দিয়ে কাফন পরানো হয়েছিল। কিন্তু হাদীসটির সনদ সহীহ নয়। কারণ তার সনদে নূহ ইবনু হাকীম আস-সাকাফী নামক বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি মাজহুল (অপরিচিত) যেমনটি ইবনুল কাত্তান ও হাফেয ইবনু হাজার প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বলেছেন। এর সনদে আরো সমস্যা রয়েছে সেগুলো হাফেয

---

[১] এর দ্বারা কাফনের কাপড়ে সুগন্ধি দেয়াকেই বুঝতে হবে। হাদীসটি ইমাম আহমাদ, ইবনু আবী শাইবাহ্ (৪/৯২), ইবনু হিব্বান তার "সহীহ্" গ্রন্থে (৭৫২), হাকিম (১/৩৫৫) ও বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন ঃ হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্, হাফেয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন ঃ তারা দু'জন যেরূপ বলেছেন, হাদীসটি সেরূপই। ইমাম নাবাবীও "আল-মাজমূ'" গ্রন্থে (৫/১৯৬) হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

[২] এ মর্মে বুখারী (১২৬৫) ও মুসলিম (১২০৬) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

যাইলা'ঈ হানাফী "হিদায়া"-র তাখরীজ গ্রন্থ "নাসবুর রায়া"-র (২/২৫৮,/ ২/১৭৫) মধ্যে আলোচনা করেছেন।[১] "মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্মাল"-এর তাখরীজকারী শাইখ শু'য়াইব আল-আরনাউত বলেন ঃ সনদের মধ্যে নূহ ইবনু হাকীম আস-সাকাফী মাজহূল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী হওয়ায় হাদীসটি দুর্বল। সুনানু আবী দাউদ ও মুসনাদু আহমাদে উক্ত নাম্বারে উল্লেখিত দুর্বল হাদীসের মধ্যে লুংগি, জামা, ওড়না, চাদর ও দ্বিতীয় আরেকটি কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল মর্মে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়া নাবী ((ﷺ)-এর মেয়ে যায়নাবের গোসলের ঘটনায় যে এসেছে ঃ "তিনি তাকে পাঁচটি কাপড় দিয়ে কাফন দিয়েছিলেন" এ বর্ণনাটি শায বা মুনকার।[২]

এ ছাড়াও রসূল (ﷺ)-কে সাত কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল মর্মে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেটি সহীহ্ নয়, বরং মুনকার- দুর্বল বর্ণনাকারী নির্ভরয়োগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন। যার হাদীস হাদীসশাস্ত্রের নীতি অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়।[৩]

বিশেষ দ্রষ্টব্য (২) ঃ কাফনের কাপড়ের ক্ষেত্রে তিনটি সমান মাপের কাপড় বিছিয়ে দিয়ে গোসলের পরে তার উপরে মৃত ব্যক্তিকে শুইয়ে দিয়ে একটির পর একটি কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে পেঁচানো শুরু করবে। নারী-পুরুষের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। পেঁচানোর পরে প্রয়োজন মাফিক ফিতা কেটে ফিতা দিয়ে কাফনের কাপড়সহ মৃত ব্যক্তিকে বেঁধে দিবে। কোন কোন এলাকার হুজুররা বলে থাকেন যে, তিনটি বাঁধন দিতে হবে। কথাটি সঠিক নয় বরং প্রয়োজন মাফিক বেজোড় সংখ্যায় পাঁচ বা সাতটি বাঁধন দিলেও কোন সমস্যা নেই।

---

[১] হাদীসটিকে শাইখ আলবানীও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "য'ঈফ আবী দাউদ" (৩১৫৭) ও "ইরওয়াউল গালীল" (৭২৩)।

[২] এ সম্পর্কে শাইখ আলবানী "সিলসিলাতুয য'ঈফাহ অল-মাওযূ'আহ" গ্রন্থে (৫৮৪৪) বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

[৩] দেখুন "নাসবুর রায়া" (২/২৬১-২৬২)।

খাটলি [কফিন] বহন করা ও তার অনুসরণ করে চলা

১। খাটলি বহন করা এবং তার অনুসরণ করে চলা ওয়াজিব। এটি মুসলিমদের উপর মৃত মুসলিম ব্যক্তির প্রাপ্য।[১]

অনুসরণ করা দু'ভাবে হতে পারে। (ক) মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট থেকে সলাত শেষ করা পর্যন্ত। (খ) মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট থেকে দাফন শেষ করা পর্যন্ত। উভয়টি রসূল (ﷺ) হতে সাব্যস্ত হয়েছে। তবে দ্বিতীয়টি বেশী উত্তম। কারণ বুখারী (৪৭, ১৩২৪,১৩২৫), মুসলিম (৯৪৫), আবূ দাউদ (৩১৬৮), নাসাঈ (১৯৯৪, ১৯৯৫,১৯৯৬), তিরমিযী (১০৪০), ও ইবনু মাজাহসহ (১৫৩৯) অন্যান্য গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় যে ব্যক্তি কোন মৃত মুসলিম ব্যক্তির খাটলির [কফিনের] অনুসরণ করবে সলাত আদায় করা পর্যন্ত [অর্থাৎ তার জানাযার সলাতে অংশ গ্রহণ করবে] তার এক কীরাত সমপরিমাণ সাওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে তার জন্য দু'কীরাত পরিমাণ সাওয়াব হবে...।" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে ঃ "প্রতিটি কীরাত উহুদ পাহাড়ের সমান।"

২। জানাযার [কফিনের] অনুসরণের বিষয়টি পুরুষদের সাথেই খাস। মহিলারা এ ফযীলতে শরীক হবে না। এ মর্মে উম্মু আতিয়াহ্ হতে বর্ণিত হাদীসের কারণে। তিনি বলেন ঃ "রসূল (ﷺ) আমাদেরকে [মহিলাদেরকে] খাটলির [কফিনের] অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, তবে নিষেধের ক্ষেত্রে আমাদের উপর কঠোরতা করা হয়নি।" (অর্থাৎ নিষেধটি হারাম পর্যায়ের ছিল না, তবে অনুসরণ না করাই উত্তম)।[২]

৩। জানাযার [কফিনের] অনুসরণ করা অবস্থায় উঁচু স্বরে [আওয়াজ করে] কান্নাকাটি করা এবং আগুনের টুকরা [বা আগুন] নিয়ে তার অনুসরণ করা না-জায়েয। এ মর্মে আবূ দাউদ (৩১৭১) ও আহমাদ (৯২৩১) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি দুর্বল হলেও অন্য মারফূ' হাদীস এবং মওকূফ আসার দ্বারা এর শাহেদ থাকার কারণে

---

[১] এ মর্মে বুখারী (১২৪০) ও মুসলিমসহ (২১৬২) অন্যান্য গ্রন্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

[২] হাদীসটি বুখারী (১২৭৮), মুসলিম (৯৩৮), আবূ দাউদ (৩১৬৭), ইবনু মাজাহ্ (১৫৭৭) ও আহ্মাদসহ (২৬৭৫৮) অনেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।[১] দুঃখজনক হলেও সত্য বর্তমান যুগে আমাদের মুসলিম সমাজ কবর কেন্দ্রিক অনৈসলামিক কৃষ্টি কালচারে ভরে গেছে। যার প্রমাণ মৃত ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে মোমবাতি জ্বালানোর প্রথাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪। জানাযার [কফিনের] সামনে কোন প্রকার যিক্‌র-আযকার করা যাবে না। বরং যিক্‌র করা বিদ্‌'আত। কারণ, রসূল (ﷺ)-এর সাথীগণ খাটলির নিকট উঁচু স্বরে কথা বলাকে অপছন্দ করতেন।[২] এছাড়া এরূপ করলে খ্রীষ্টানদের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। কারণ, তারা ইঞ্জীলের কিছু অংশ এবং তাদের যিক্‌রগুলো মৃত ব্যক্তির খাটলির [কফিনের] নিকট উঁচু আওয়াজে, দীর্ঘ সুরে, চিন্তিত হয়ে পাঠ করে থাকে। এর চেয়ে আরো নিকৃষ্ট হচ্ছে মৃত ব্যক্তিকে বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে বিদায় জানানো যেমনটি কোন কোন ইসলামী রাষ্ট্রে কাফেরদের অন্ধ অনুসরণ করে করা হয়ে থাকে।

ইমাম নাবাবী বলেন ঃ সালাফগণ জানাযা বা খাটলি বা কফিনের সাথে চলার সময় চুপ থাকতেন। অতএব নিশ্চুপ থাকাই হচ্ছে সঠিক। ক্বিরাআত ও যে কোন ধরনের যিক্‌রসহ অনুরূপ কিছু বলা যাবে না। ...বর্তমান যুগে দামেস্কসহ বিভিন্ন এলাকায় অজ্ঞরা যে কফিন বা খাটলির নিকট কুরআনসহ অন্য কিছু পাঠ করে থাকে তা পাঠ করা আলেমদের ঐকমত্যের সিদ্ধান্তে হারাম।[৩]

৫। মৃত ব্যক্তির কফিন নিয়ে দ্রুত চলবে তবে এমন দ্রুত নয় যা দোড়ানো বুঝায়। এ মর্মে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রসূল (ﷺ) বলেন ঃ "তোমরা কফিন নিয়ে দ্রুত চল, কারণ যদি সৎ ব্যক্তির কফিন হয় তাহলে তাকে কল্যাণের দিকে দ্রুত পৌঁছে দিবে আর যদি সৎ না হয় তাহলে

---

[১] এ মর্মে কেউ বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৪৭)।

[২] এটি সহীহ সনদে বাইহাক্বী (৪/৭৪), ইবনুল মুবারাক "আল-যুহুদ" (৮৩) গ্রন্থে এবং আবূ নো'য়াইম (৯/৫৮) বর্ণনা করেছেন।

[৩] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" মাসআলা নং ৪৮।

তোমাদের কাঁধ থেকে খারাপ ব্যক্তিকে দ্রুত নামিয়ে ফেলবে।"[১] আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার মৃত্যুর সময় এ অসিয়্যাতই করেছিলেন, যেমনটি ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।[২]

আলেমগণ দ্রুত চলাকেই মুস্তাহাব মনে করেছেন তবে দ্রুত চলার কারণে মৃত ব্যক্তির শারীরিক কোন পরিবর্তন অথবা মৃতের অন্য কোন সমস্যার আশংকা থাকলে সে ক্ষেত্রে আসতে আসতেই নিয়ে যাবে।

শাইখ আলবানী বলেন ঃ হাদীসের শব্দের বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, দ্রুত চলা ওয়াজিব। ইবনু হায্মও এ কথাই বলেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন ঃ বর্তমান যুগে লোকেরা যে এক কদম এক কদম করে চলে তা নিকৃষ্টতম বিদ'আত, সুন্নাত বিরোধী কাজ এবং কিতাবধারী ইয়াহুদ [ও খ্রীষ্টানদের] অনুসরণ করার অন্তর্ভুক্ত।[৩]

৬। খাটলির [কফিনের] সামনে, পেছনে, ডানে, বামে সর্ব দিক দিয়েই চলা জায়েয আছে। আর আরোহণকারীরা পেছনে চলবে। তবে সকলেরই পেছনে পেছনে চলা উত্তম। কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করার নির্দেশ দিতেন, যা পেছন থেকেই হয়ে থাকে।[৪]

৭। জানাযা [কফিন] অতিক্রম করার সময় তার জন্য দাঁড়ানো সম্পর্কিত হাদীসের হুকুম রহিত হয়ে যাওয়ায়, জানাযা [কফিন] নিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়ানো যাবে না। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথম দিকে দাঁড়িয়েছিলেন অতঃপর পরবর্তীতে তিনি বসে থাকেন এবং বসে থাকার নির্দেশ প্রদান করেন।[৫]

---

[১] হাদীসটি বুখারী (১৩১৫), মুসলিম (৯৪৪), তিরমিযী (১০১৫), নাসাঈ (১৯১০, ১৯১১), আবূ দাউদ (৩১৮১) ও ইবনু মাজাহ (১৪৭৭) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

[২] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৪৯, পৃঃ ৯৩) এবং "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (৪৪৪)।

[৩] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৪৯, পৃঃ ৯৪)।

[৪] এ মর্মে তিরমিযী (১০৩১, ১০০৭, ১০০৮, ১০০৯), নাসাঈ (১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৮) ও ইবনু মাজাহ্ (১৪৮১, ১৪৮৩) ও আবূ দাউদ (৩১৭৯) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[৫] এ মর্মে ইমাম মুসলিম (৯৬২), ইবনু মাজাহ্, ইমাম মালেক, ইমাম শাফে'ঈ "আল-উম্ম" গ্রন্থে, ইমাম আহমাদ, ইমাম ত্বহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসগুলো শাইখ আলবানী "আহকামুল জানায়েয" গ্রন্থে (৫৫) নং মাসআলার মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

জানাযার সলাতের হুকুম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

● মৃত মুসলিম ব্যক্তির জানাযার সলাত আদায় করা ফারযে কিফায়াহ্। কারণ, নাবী (ﷺ) কিছু হাদীসের মধ্যে জানাযার সলাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু নিজে কারো কারো জানাযার সলাত আদায় করা থেকে বিরত থেকেছেন। যদি ফারযে আইন হত তাহলে তিনি বিরত থাকতেন না।[১]

দু'ব্যক্তির জানাযার সলাত আদায় করা ওয়াজিব নয়

(১) অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান। কারণ রসূল (ﷺ) তাঁর ছেলে ইব্রাহীমের জানাযার সলাত আদায় করেননি। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন ঃ আঠারো মাসের সন্তান নাবী (ﷺ)-এর ছেলে ইব্রাহীম মারা গেলে রসূল (ﷺ) তার জানাযার সলাত আদায় করেননি।"[২]

(২) যুদ্ধের ময়দানের শহীদ। কারণ, নাবী (ﷺ) উহুদ যুদ্ধের শহীদ এবং অন্য শহীদদের জানাযার সলাত আদায় করেননি। এ মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৩]

তবে ওয়াজিব না হলেও অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং শহীদের সলাত আদায় করা না-জায়েয– বিষয়টি এরূপ নয়।

---

[১] এ মর্মে আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ্, নাসাঈ, তিরমিযী হাদীস বর্ণনা করেছেন, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩৩৪৩), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (২৪০৭, ২৪১৫), "সহীহ্ নাসাঈ" (১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৩) ও সহীহ্ তিরমিযী" (১০৬৯, ১০৭০), বুখারী ও মুসলিম শরীফেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে দেখুন, "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী" (২৯১৭)।

[২] হাদীসটি আবূ দাউদ (৩১৮৭) ও আহমাদ (২৫৭৭৩) বর্ণনা করেছেন, হাদীসটিকে ইবনু হায্ম সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। আর শাইখ আলাবানী "সহীহ্ আবী দাউদ" গ্রন্থে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। আরো দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৫৮)।

[৩] এ মর্মে আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকিম, বাইহাক্বী ও আহমাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, শাইখ আলবানী তাদের থেকে বর্ণিত হাদীসকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩১৩৫) ও "সহীহ্ তিরমিযী" (১০১৬), আরো দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৩২)।

যাদের জানাযার সলাত আদায় করা শারী'আত কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে তাদের বিবরণ ঃ

(১) অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে-মেয়ে যদিও পূর্ণাঙ্গরূপ ধারণ করার পূর্বেই মায়ের পেট থেকে পড়ে গিয়ে মারা যেয়ে থাকে। এ মর্মে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "শিশুর [জানাযার] সলাত আদায় করা যাবে। (অন্য বর্ণনায় এসেছে) পেট থেকে পড়ে যাওয়া সন্তানেরও জানাযার সলাত আদায় করা যাবে। তার পিতা-মাতার জন্য মাগফিরাত ও রহমাত কামনা করে দু'আ করতে হবে।"[১]

শিশুর জানাযা আদায় করা সম্পর্কে অন্য ভাষায় দ্বিতীয় হাদীসটি ইমাম মুসলিম (২৬৬২) বর্ণনা করেছেন, এটি ইমাম নাসাঈ (১৯৪৭) ও আবূ দাঊদও (৪৭১৩) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের মধ্যে এসেছে আনসারী এক শিশুকে জানাযার সলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে নাবী (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে আসা হলে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বললেন ঃ এ শিশুর জন্য সুসংবাদ, সেতো জান্নাতী পাখীগুলোর একটি পাখী। সে কোন মন্দ কর্ম করেনি এবং মন্দ কর্ম তাকে স্পর্শও করেনি। এ কথা শুনে রসূল (ﷺ) বললেন ঃ আরো কিছু হে আয়েশা? [অতঃপর বললেন] ঃ আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করেন এবং তার অধিবাসীদেরকে সৃষ্টি করেন এমতাবস্থায় যে, তারা তাদের পিতাদের পিঠেই ছিল। আর জাহান্নাম সৃষ্টি করেন এবং তার অধিবাসীদেরকে সৃষ্টি করেন এমতাবস্থায় যে, তারা তাদের পিতাদের পিঠেই ছিল।"

ইমাম নাবাবী বলেন ঃ মুসলিম আলেমগণ এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ (ইজমা') করেছেন যে, মুসলিমগণের শিশু সন্তান মারা গেলে সে (সন্তান) জান্নাতী। এ কারণে উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, সম্ভবত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) কোন প্রকার প্রমাণ ছাড়া অকাট্যভাবে দ্রুততার সাথে সে কথা

---

[১] এ মর্মে আবূ দাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও আহমাদ (১৭৭০৯) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্ দেখুন, "সহীহ্ আবী দাঊদ" (৩১৮০), "সহীহ্ নাসাঈ" (১৯৪২, ১৯৪৩, ১৯৪৮) "সহীহ্ তিরমিযী" (১০৩১) ও "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (১৬৬৭)।

বলার কারণে রসূল (ﷺ) তাকে এভাবে বলতে নিষেধ করেছিলেন, অথবা এটি ছিল মুসলিমগণের সন্তানরা যে জান্নাতী এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

কারণ অন্য এক হাদীসের মধ্যে এসেছে, আবূ হুরাইরাহ্ হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "মু'মিনদের [অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ মুসলিমদের] সন্তানরা জান্নাতের একটি পাহাড়ে থাকবে, ইব্‌রাহীম এবং সারাহ্ কিয়ামাত দিবসে তাদের পিতাদের নিকট ফিরিয়ে দেয়ার [পূর্ব] পর্যন্ত তাদের দেখা-শুনার দায়িত্ব পালন করবেন।" [১] এরূপ ভাবার্থের হাদীস বুখারীতেও মি'রাজের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে।

অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ "কোন মুসলিম পিতা-মাতার অপ্রাপ্তবয়স্ক তিনটি সন্তান মারা গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জান্নাত দিবেন এবং তাঁর রহমাত দ্বারা তাদের পিতা-মাতাকেও জান্নাত দান করবেন। এ সন্তানরা জান্নাতের কোন এক দরজায় অবস্থান করবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দেয়া হলে তারা বলবে ঃ আমাদের পিতা-মাতা জান্নাতে প্রবেশ করুক, এর পরে। এ সময় তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা এবং তোমাদের পিতা-মাতা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ কর।[২]

এছাড়া অন্য হাদীসের মধ্যে এসেছে ঃ রসূল (ﷺ) বলেন ঃ "যে মহিলার তিনটি সন্তান মারা যাবে তারা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে ঢালস্বরূপ হয়ে যাবে। এক মহিলা বলল ঃ যদি দু'টি সন্তান মারা যায়? তিনি বললেন ঃ যদি দু'টি সন্তান মারা যায় তাহলেও।"[৩] এ হাদীসদ্বয়ও প্রমাণ করছে যে, মুসলিমগণের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানরা জান্নাতী হবে। এ হাদীস দু'টি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১] হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (১০২৩) ও "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (১৪৬৭), হাদীসটিকে হাকিমও সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

[২] হাদীসটি ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন, দেখুন "সহীহ্ নাসাঈ" (১৮৭৬) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (১৯৯৭)।

[৩] এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (১০২, ১২৫০), মুসলিম (২৬৩৪) ও আহমাদ (১০৯০৩) বর্ণনা করেছেন।

হাদীসের বাহ্যিকতা থেকে বুঝা যায় যে, মায়ের পেট থেকে পড়ে যাওয়া সেই সন্তানের সলাত আদায় করা শারী'আত সম্মত যার মাঝে আত্মার প্রবেশ ঘটানো হয়েছে। আর তা হয় চার মাস পূর্ণ হয়ে মারা গেলে। অতএব এর পূর্বে যদি মারা যায় তাহলে সলাত আদায় করতে হবে না। কারণ এমতাবস্থায় তাকে মৃত হিসেবে গণ্য করা হবে না। এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে বর্ণিত হাদীস, এতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ ...অতঃপর (তিন চল্লিশ (১২০) দিন পূর্ণ হওয়ার পরে) তার নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করা হবে ... সে তার মাঝে আত্মার প্রবেশ ঘটাবে।"[১] কারণ এর পূর্বে তার মাঝে তো আত্মার অনুপ্রবেশ ঘটানোই হয়নি, অতএব যেহেতু তার আত্মাই নেই সেহেতু তাকে মৃত বলা যায় না।

কোন কোন আলেম শর্ত দিয়েছেন যে, যদি জীবিত অবস্থায় মায়ের পেট থেকে পড়ার পরে মারা যায় তাহলে নিম্নের হাদীসের কারণে জানাযার সলাত আদায় করতে হবে। এতে বলা হয়েছে যে, "মায়ের পেট থেকে পড়ে যাওয়া সন্তান যদি চিৎকার করে তাহলে তার সলাত আদায় করতে হবে এবং তাকে ওয়ারিস বানাতে হবে।" কিন্তু এ হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। (অতএব মৃত অবস্থায় পেট থেকে বের হলেও তার সলাত আদায় করা যাবে)।[২] তবে হাদীসটি "তার সলাত আদায় করতে হবে" এ অংশটুকু ছাড়া "আওয়াজ করে মারা গেলে তাকে ওয়ারিস বানাতে হবে" এ অংশটুকু সহীহ্ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।[৩]

উল্লেখ্য যেনার দ্বারা ভূমিষ্ট হওয়া সন্তানেরও জানাযার সলাত আদায় করা যাবে।[৪]

---

[১] হাদীসটি বুখারী (৩২০৮, ৩৩৩২, ৭৪৫৪) ও মুসলিম (২৬৪৩) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটিকে শাইখ আলবানী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "য'ঈফ জামে'ইস সাগীর" (৩৬৩), হাদীসটিকে অন্য মুহাদ্দিসগণও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "নাসবুর রায়া" (২/২৭৭), "আত-তালখীস" (৫/১৪৬-১৪৭) ও "আল-মাজমূ'" (৫/২৫৫)।

[৩] দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (১৫৩), "সহীহ্ আবী দাউদ" (২৯২০) ও "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৩২৮)।

[৪] দেখুন "ফতহুল বারী" (১৩৫৮ নং হাদীসের ব্যাখ্যা)।

এখানে একটি বিষয় আলোচনার দাবী রাখে আর সেটি হচ্ছে কাফের ও মুশরিকদের সন্তানরা কি জাহান্নামী না জান্নাতী?

রসূল (ﷺ) এক হাদীসের মধ্যে বলেছেন ঃ

(مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ)

কোন শিশুই ফিতরাত (ইসলাম) ব্যতীত অন্য কোন অবস্থায় ভূমিষ্ট হয় না। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদ বা খ্রীষ্টান অথবা অগ্নিপূজক বানায়।"[১]

আর আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন কালামে পাকের মধ্যে বলেছেন ঃ

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾

"কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।"[২] অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন জাতির নিকট রসূল প্রেরণ না করেই তাদের প্রতি শাস্তি প্রদান করবেন না। অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি এমন কোন জায়গা পাওয়া যায় যেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছার পূর্বেই সেখানকার লোকজন মারা গেছে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। এ আয়াত থেকে এরূপই বুঝা যায় যে, কোন জ্ঞানী [প্রাপ্তবয়স্ক] ব্যক্তিকে তার নিকট ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। অতএব যার জ্ঞান না হওয়া অবস্থায় মৃত্যু হবে তার ক্ষেত্রে তো শাস্তি না হওয়ার বিষয়টি আরো যুক্তিযুক্ত।

আরেকটি হাদীসের মধ্যে এসেছে ঃ

عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

---

[১] হাদীসটি ইমাম বুখারী (১৩৫৮, ১৩৫৯) ও মুসলিম (২৬৫৮) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

[২] (সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ১৫)।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে মুশরিকদের সন্তানদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি উত্তরে বলেন ঃ (জীবিত থাকলে) তারা কী কর্ম করত সে সম্পর্কে আল্লাহ্ই বেশী জানেন।"[১]

এ হাদীস থেকে কোন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। তবে এরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করত এবং ভাল কাজ করত তাহলে তো জান্নাতী হত আর মুশরিক থেকে গেলে তারা জাহান্নামী হত।

কিন্তু সব ধরনের সংশয়কে দূর করে দিচ্ছে নিম্নোক্ত হাদীস, যেটি আনাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ أولاد المشركين خدم أهل الجنة "মুশরিকদের (অপ্রাপ্তবয়স্ক) সন্তানরা জান্নাতীদের খাদেম।"[২]

এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা কালামে মাজীদের মধ্যে বলেছেন ঃ

﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا﴾

"তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন বিক্ষিপ্ত মুণি-মুক্তা।"[৩] এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সালমান আল-ফারেসী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন ঃ এর দ্বারা মুশরিকদের সন্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে, তারাই হবে জান্নাতীদের খাদেম। যদিও অন্য মতামতও রয়েছে। অতএব অপ্রাপ্তবয়স্ক মুশরিকদের সন্তানরাও জান্নাতী হবে, তবে খাদেম হিসেবে।

(২) আল্লাহ্র পথের শহীদদেরও জানাযার সলাত আদায় করা যাবে। এ মর্মে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৪] কোন কোন শহীদের সলাত আদায় করা হয়েছে আবার অনেকের জানাযার সলাত আদায় করা হয়নি। উভয় ধরনের হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণে শহীদদের জানাযার সলাত আদায় করা ওয়াজিব নয় বরং ইচ্ছা করলে আদায় করতে পারবে আবার যদি আদায় না

---

[১] এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (১৩৮৪) ও মুসলিম (২৬৬০) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

[২] হাদীসটিকে শাইখ আলবানী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (২৫৮৬) ও "সিলসিল্যাহ্ সহীহাহ্" (১৪৬৮)।

[৩] (সূরা দাহার (ইনসান) ঃ ১৯)।

[৪] দেখুন "সহীহ্ নাসাঈ" (১৯৫৩) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (১৩৩৬)।

করা হয় তাতেও কোন সমস্যা নেই। তবে সম্ভব হলে সলাত আদায় না করার চেয়ে সলাত আদায় করাই উত্তম।[১]

(৩) যে ব্যক্তিকে অপরাধের কারণে শারী'আত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তির মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে তারও জানাযার সলাত আদায় করা যাবে, ইমরান ইবনু হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কতৃর্ক বর্ণিত হাদীসের কারণে ঃ এতে বর্ণিত হয়েছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়া জুহায়নাহ্ গোত্রের এক মহিলার প্রতি শারী'আত কর্তৃক নির্ধারিত হদ কায়েমের পরে তার জানাযার সলাত আদায় করেছিলেন।[২]

(৪) ফাসেক (পাপের সাথে জড়িত) ব্যক্তিরও জানাযার সলাত আদায় করা যাবে। যেমন সলাত ত্যাগকারী (শাইখ আলবানীর মতানুসারে) এবং যাকাত আদায় না-কারী। তবে শর্ত হচ্ছে সলাত এবং যাকাতকে যে আল্লাহ্ ফরয করেছেন সে যদি তা বিশ্বাস করে থাকে তাহলে। [কিন্তু সলাত ত্যাগকারী আর যাকাত আদায় না-কারী সলাত এবং যাকাতকে ফরয হিসেবে বিশ্বাস করত কি করত না এরূপ প্রমাণ দেয়া তো কঠিন। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করলে তো সে সলাত আদায় করত এবং যাকাতও দিত। অতএব বিশ্বাস করা আর না করার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে হবে কর্মের দ্বারা]। অনুরূপভাবে যেনাকারী, মদখোর ও এরূপ ফাসেকদেরও সলাত আদায় করা যাবে। তবে শাস্তিস্বরূপ মানুষকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট বিদ্বানগণের এদের সলাত আদায় না করাই উচিত, যেমনটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছেন।

আবূ কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কোন ব্যক্তির জানাযার জন্য ডাকা হলে তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। তারা যদি তার প্রশংসায় ভাল কিছু বলত তাহলে তিনি তার জানাযার সলাত আদায় করতেন অন্যথায় তার পরিবারের দায়িত্বে ছেড়ে

---

[১] বিস্তারিত দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৫৯)।

[২] হাদীসটি ইমাম মুসলিম (১৬৯৬), আবূ দাউদ (৪৪৪০), তিরমিযী (১৪৩৫), নাসাঈ (১৯৫৭), আহমাদ (১৯৩৬০, ১৯৪২৪, ১৯৪৫২) ও দারেমী (২৩২৫) বর্ণনা করেছেন।

দিতেন। তিনি সলাত আদায় করতেন না, এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন।[১]

● **যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে তার জানাযার সলাত আদায় করা যাবে কি যাবে না এ মর্মে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন।** কেউ কেউ বলেছেন ঃ সেই সব ব্যক্তিদের জানাযার সলাত আদায় করা যাবে যে কিবলামুখী হয়ে সলাত আদায় করেছে এবং আত্মহত্যাকারীরও সলাত আদায় করা যাবে। সুফইয়ান সাওরী ও ইসহাক ইবনু রাহ্ওয়াই এ মত প্রকাশ করেছেন। আর ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেছেনঃ আত্মহত্যাকারীর জানাযার সলাত ইমাম সাহেব আদায় করবে না, ইমাম ব্যতীত অন্য কেউ সলাত আদায় করবে।

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ বলেন ঃ যে ব্যক্তি (ইমাম) ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আত্মহত্যাকারী, খিয়ানাতকারী, ঋণ পরিশোধ না-কারীর (যদি তার পক্ষ থেকে কেউ ঋণ পরিশোধ না করে তাহলে) সলাত আদায় না করবে, তার সলাত আদায় না করাকে ভাল কর্ম হিসেবে গণ্য করা হবে। আর সে যদি গোপনে তার জন্য দু'আ করে আর বাহ্যিকভাবে জানাযায় অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে তাহলে এরূপ করাই উত্তম।[২]

মোটকথা আত্মহত্যাকারীর জানাযার সলাত আদায় করা যাবে তবে প্রধান ইমাম তার সলাত আদায় করবেন না। তার সলাত আদায় করবে অন্যরা।

কারণ, জাবের ইবনু সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, এক রোগী ... আত্মহত্যা করার পর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সংবাদ দেয়া হলে তিনি বললেন ঃ "তাহলে আমি তার সলাত আদায় করব না।"[৩]

---

[১] হাদীসটিকে শাইখ আলবানী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (৩৫১৭) ও "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৫৯), হাদীসটিকে হাকিম ও ইমাম যাহাবীও সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

[২] "আল-ইখতিয়ারিয়্যাত" (৫২)।

[৩] এ হাদীসটি বিস্তারিতভাবে আবূ দাউদ (৩১৮৫) বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩১৮৫)। আর সংক্ষেপে ইমাম মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্, হাকিম, আহমাদ, বাইহাক্বী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীসে রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "তাহলে আমি তার সলাত আদায় করব না।" তাঁর এ কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, অন্যদেরকে তিনি সলাত আদায় করতে নিষেধ করেননি। অন্যদের পক্ষ থেকেও তার সলাত আদায় করা নিষেধ হলে অবশ্যই তিনি তা ব্যাখ্যা করে বলে দিতেন।

● এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে রসূল (ﷺ) ঋণ পরিশোধ না-কারী ব্যক্তির সলাত নিজে আদায় না করলেও সহাবীদেরকে তিনি আদায় করতে বলেছিলেন ঃ "তোমরা তোমাদের সাথীর সলাত আদায় কর... ।"[১]

খিয়ানাত করা সম্পর্কেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তবে হাদীসটি দুর্বল। খিয়ানত করা কাবীরাহ্ গুনাহ্ অনুরূপভাবে আত্মহত্যা করাও কাবীরাহ্ গুনাহ। অতএব আত্মহত্যাকারী কাবীরাহ্ গুনাহে জড়িত হিসেবে তারও জানাযার সলাত আদায় করা যাবে।

(৫) এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সলাতও আদায় করতে হবে যে তার ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ ছেড়ে যায়নি। কারণ, রসূল (ﷺ) প্রথম দিকে তার জানাযার সলাত আদায় করেননি, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তারও সলাত আদায় করেছেন। এ মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

আবূ কাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমি যদি তার পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করি তাহলে কি আপনি তার সলাত আদায় করবেন? তিনি বললেন ঃ তুমি যদি পূর্ণরূপে তার ঋণ আদায় কর তাহলে আমি তার সলাত আদায় করব। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আবূ কাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজে গিয়ে তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করলেন। এরপর রসূল (ﷺ) বললেন ঃ তুমি তার ঋণ পরিশোধ করেছো? সহাবী বললেন ঃ হ্যাঁ।

---

[১] এ মর্মে আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ্, নাসাঈ, তিরমিযী হাদীস বর্ণনা করেছেন, দেখুন "সহীহ্ আবী দাঊদ" (৩৩৪৩), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (২৪০৭, ২৪১৫), "সহীহ্ নাসাঈ" (১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৩) ও সহীহ্ তিরমিযী" (১০৬৯, ১০৭০), বুখারী ও মুসলিম শরীফেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে দেখুন, "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী" (২৯১৭)]।

অতঃপর রসূল (ﷺ) তার জন্য দু'আ করলেন এবং তার জানাযার সলাত আদায় করলেন।"[১]

অন্য হাদীসে আবূ হুরাইরাহ্ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রসূল (ﷺ)-এর নিকট কোন ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তিকে [তার জানাযার সলাতের জন্য] নিয়ে আসা হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন ঃ সে কি তার ঋণ পরিশোধের জন্য কিছু রেখে গেছে? যদি বলা হত সে ঋণ পরিশোধের মত সম্পদ রেখে গেছে তাহলে তিনি তার সলাত আদায় করতেন। অন্যথায় তার সলাত আদায় না করে বলতেন ঃ "তোমরা তোমাদের সাথীর সলাত আদায় কর। এরপরে যখন আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন এলাকায় ইসলামকে জয়ী করলেন ... তখন বললেন ঃ "যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যাবে [অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ আর পরিশোধ করার মত কিছু রেখে যায়নি (বুখারীঃ ৬৭৩১)] তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যদি কোন সম্পদ ছেড়ে যেয়ে থাকে তাহলে তা তার ওয়ারিসদের জন্য।"[২]

এ থেকে বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি মারা যায় আর তার যদি ঋণ থাকে যা তার ছেড়ে যাওয়া সম্পদ থেকে পরিশোধ করা সম্ভব নয়, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকের তা পরিশোধ করা উচিত এবং ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ইমাম তার জানাযার সলাতও আদায় করবেন। কারণ, পরবর্তীতে রসূল (ﷺ) এভাবেই ঋণ পরিশোধ করে সলাত আদায় করেছেন।

(৬) কোন ব্যক্তির সলাত আদায় না করার পূর্বেই যদি দাফন করা হয়ে গিয়ে থাকে অথবা কিছু লোক সলাত আদায় করে থাকে আর কিছু লোক সলাত আদায় না করে থাকে তাহলে কবরকে সামনে করে তারা [অবশিষ্টরা] তার সলাত আদায় করতে পারবে। তবে [অথবার ক্ষেত্রে] পূর্বে যে ইমাম সলাত আদায় করেছে সে ইমাম অবশিষ্টদের নিয়ে সলাত আদায় করবে না। ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ এমন এক ব্যক্তি মারা গেল রসূল (ﷺ) যাকে দেখতে যেতেন। তারা তাকে রাতের বেলা দাফন করে ফেললেন। অতঃপর যখন সকাল হল তখন তারা রসূল (ﷺ)-কে সংবাদ জানালেন। এ সময় তিনি বললেন ঃ কোন বস্তু আমাকে

---

[১] অনুরূপ হাদীস ইমাম নাসাঈ, তিরমিযী, দারেমী, ইবনু মাজাহ্ ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন। পূর্বোক্ত হাদীসটির নম্বরগুলো দ্রষ্টব্য। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৫৯)।

[২] হাদীসটি ইমাম বুখারী (৫৩৭১), মুসলিম (১৬১৯) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

তার সংবাদ জানাতে বাধা প্রদান করেছে? তারা বলল ঃ রাতের বেলা ছিল আর রাতটি অন্ধকারও ছিল, এ কারণে আমরা আপনাকে কষ্ট দেয়া পছন্দ করিনি। অতঃপর তিনি তার কবরে এসে [জানাযার] সলাত আদায় করেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ তিনি আমাদের ইমামাত করেন আর আমরা তার পেছনে কাতারবন্দী হয়ে যায়। অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ তিনি বলেন ঃ আমিও তাদের একজন ছিলাম। আরেক বর্ণনায় এসেছে ঃ "তিনি চারটি তাকবীর দেন।"[১]

অন্য হাদীসের মধ্যে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ এক মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিত, সে মারা গেলে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে না জানিয়েই তাকে তারা কবর দিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখতে না পেয়ে কয়েকদিন পর তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে জানানো হল যে, সে মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে সংবাদ দেওনি কেন? তারা বলল ঃ সে রাতে মারা গিয়েছিল তাই আপনাকে জাগ্রত করা অপছন্দ করে আমরাই তাকে দাফন করে দিয়েছি। ... তিনি তার কবর কোথায় জানতে চাইলেন, অতঃপর তাঁকে যখন জানানো হল তখন তিনি তার কবরের সামনে জানাযার সলাত আদায় করলেন।[২]

এছাড়াও এ বিষয়ে আরো সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(৭) কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি এমন কোন দেশে মারা যায় যেখানে তার জানাযার সলাত আদায় করার মত কেউ নেই, তাহলে অন্য দেশের মুসলিম জামা'আত গায়েবানা জানাযার সলাত হিসেবে তার জন্য সলাত আদায় করতে পারবে। কারণ, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাজাশীর গায়েবানা জানাযার সলাত আদায় করেছিলেন।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, নাজাশী যেদিন মারা যান সেদিন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় লোকদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করে বলেন ঃ তোমাদের ভাই (অন্য বর্ণনায় এসেছে) আল্লাহ্র সৎবান্দা

---

[১] এ হাদীসটি বুখারী (১২৪৭, ১৩১৯, ১৩২১, ১৩২৬), মুসলিম (৯৫৪), তিরমিযী (১০৩৭), নাসাঈ (২০২৩, ২০২৪), আবূ দাঊদ (৩১৯৬), ইবনু মাজাহ্ (১৫৩০) ও আহমাদ (৩১২৪) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

[২] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি বুখারী (১৩৩৭, ৪৫৮, ৪৬০), মুসলিম (৯৫৬) ও ইবনু মাজাহ্ (১৫২৭) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

তোমাদের যমীন ছাড়া ভিন্ন যমীনে মারা গেছে, অতএব তোমরা দাঁড়াও তার জন্য সলাত আদায় কর। (অন্য বর্ণনায় এসেছে) তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর ...।[১]

ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ্ "যাদুল মা'আদ" গ্রন্থে বলেন ঃ

নাবী (ﷺ)-এর সুন্নাত এরূপ ছিল না যে, তিনি তাঁর অগোচরে মৃত্যু বরণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযার সলাত আদায় করতেন। বহু মুসলিমের মৃত্যু হয়েছে যারা অন্যত্র মারা গেছেন, কিন্তু তিনি তাদের কারোরই গায়েবানা জানাযার সলাত আদায় করেননি। তাঁর থেকে সহীহ্ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি [শুধুমাত্র] নাজাশীর জানাযার সলাত আদায় করেছেন সেই পদ্ধতিতে যে পদ্ধতিতে উপস্থিত মৃত ব্যক্তির জন্য সলাত আদায় করা হয়ে থাকে।

এ কারণেই আলেমগণ মতভেদ করেছেন ঃ

- ইমাম শাফে'ঈ ও আহমাদ বলেছেন ঃ অন্যত্র মৃত্যু বরণকারী প্রত্যেকের গায়েবানা জানাযার সলাত আদায় করা তাঁর উম্মাতের জন্য সুন্নাত এবং শারী'আত সম্মত কাজ।

- ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক বলেন ঃ গায়েবানা যানাযার সলাত শুধুমাত্র নাজাশীর সাথেই খাস ছিল, অন্য কারো জন্য এ সলাত আদায় করা না-জায়েয।

- আর ইবনু তাইমিয়্যাহ্ বলেন ঃ সঠিক হচ্ছে এই যে, যদি কোন মুসলিম এমন কোন দেশে মারা যায় যেখানে তার সলাত আদায় করার কেউ নেই, তাহলে তার জন্য গায়েবানা জানাযার সলাত আদায় করতে হবে। যেরূপ নাবী (ﷺ) নাজাশীর গায়েবানা সলাত আদায় করেছিলেন। কারণ তিনি কাফেরদের মাঝে মারা গিয়েছিলেন, যার জন্য সেখানে কেউ সলাত আদায় করেনি। তবে যেখানে মারা যাবে সেখানে যদি তার সলাত আদায় করা হয়ে থাকে তাহলে তার গায়েবানা সলাত আদায় করতে হবে না। কারণ, কতিপয় মুসলিম তার সলাত আদায় করার কারণে জানাযার সলাত যে ফরয ছিল তা আদায় হয়ে গেছে। কারণ, নাবী (ﷺ) গায়েবানা

---

[১] এ মর্মে বর্ণিত হাদীস ইমাম বুখারী (১২৪৫, ১৩১৮, ১৩২৮, ১৩৩৩, ৩৮৮০, ৩৮৮১), মুসলিম (৯৫১), নাসাঈ (১৯৭২, ১৯৮০) ও আহমাদ (৭৭১৯, ৯৩৬৩, ৯৩৭১) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

জানাযার সলাত আদায় করেছেন আবার ছেড়ে দিয়েছেন, তার কর্ম এবং ছেড়ে দেয়া উভয়টিই সুন্নাত। (আল্লাহ্ই বেশী ভাল জানেন)। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল এর মাযহাবে তিনটি মতামত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ মত হচ্ছে এটি যেটি ব্যাখ্যা সহকারে উল্লেখ করা হল।

শাইখ আলবানী বলেন ঃ ইবনু তাইমিয়্যাহ্ এর মতকে শাফে'ঈ মাযহাবের কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেমগণও পছন্দ করেছেন। আল্লামাহ্ খাত্তাবী "মা'আলিমুস সুনান" গ্রন্থে বলেন ঃ নাজাশী একজন মুসলিম ছিলেন, রসূল (ﷺ)-কে সত্য নাবী জেনে তিনি তার প্রতি ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু তিনি তার এ ঈমান আনার সংবাদকে গোপন রেখেছিলেন। আর কোন মুসলিম যখন মারা যায় তখন মুসলিমদের উপর তার জানাযার সলাত আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু নাজাশী কাফেরদের মাঝে ছিলেন, তার নিকট জানাযার সলাত আদায় করার মাধ্যমে তার হক্ব আদায় করার মত কেউ উপস্থিত ছিল না। এ কারণে রসূল (ﷺ) তার জানাযার সলাত আদায় করাকে অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন। কারণ তিনিই তার নাবী এবং তার অভিভাবক এবং তিনিই তার ব্যাপারে ছিলেন সবার চেয়ে বেশী হক্বদার। আল্লাহ্ই বেশী জানেন, তবে এ কারণেই রসূল (ﷺ) তার গায়েবানা জানাযার সলাত আদায় করেন।

আর এ কারণেই কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি এমন কোন দেশে মারা যায় যেখানে তার জানাযার সলাত আদায় করা হয়েছে। তার ক্ষেত্রে অন্য কোন দেশে থাকা মুসলিমরা গায়েবানা জানাযার সলাত আদায় করবে না। তবে যদি জানা যায় যে, তার জানাযার সলাত আদায় করা হয়নি তাহলে সুন্নাত হচ্ছে এই যে, তার গায়েবানা জানাযা আদায় করতে হবে। দূরত্বের কারণে তা ত্যাগ করা যাবে না এবং এ গায়েবানা সলাত যখন আদায় করবে তখন কিবলামুখী হয়ে সলাত আদায় করবে, যে দেশে মারা গেছে সে দিকে মুখ করে সলাত আদায় করবে না।

শাইখ আলবানী বলেন ঃ কেউ কেউ বলেছেন ঃ গায়েবানা জানাযার সলাত আদায় করা শুধুমাত্র নাবী (ﷺ)-এর সাথেই খাস ছিল, অন্য কারো জন্য গায়েবানা জানাযা আদায় করা ঠিক নয়। কারণ, রসূল (ﷺ)-এর

নিকট নাজাশী এরূপ ছিলেন যে তিনি তাকে দেখছেন। কারণ, কোন কোন হাদীসের মধ্যে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, তাঁর জন্য যমীনকে বরাবর করে সমতল ভূমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, এ কারণে তিনি নাজাশীর অবস্থানস্থল দেখতে পাচ্ছিলেন। এরূপ কথা সঠিক নয় বরং বাতিল। ইমাম নাবাবী "আল-মাজমূ" (৫/২৫৩) গ্রন্থে বলেন ঃ এরূপ কথা ধারণাপ্রসূত। এছাড়া নাবী (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে এরূপ ভাবার্থের যে হাদীস বর্ণনা করা হয়ে থাকে সেটি সহীহ্ নয় বরং দুর্বল। হাদীসের হাফেযগণ এরূপ হাদীসকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। যাদের মধ্যে ইমাম বুখারী ও বাইহাক্বীও রয়েছেন।

নাবী (ﷺ)-এর কোন কর্মকে তাঁর জন্যই খাস করতে হলে এ খাস করণের সমর্থনে দলীল উপস্থাপন করতে হবে আর এখানে এরূপ কোন গ্রহণযোগ্য দলীল পাওয়া যাচ্ছে না। অতএব যে কারণে তিনি নাজাশীর জানাযার সলাত আদায় করেছিলেন সে কারণ উপস্থিত থাকলে অন্যদের ক্ষেত্রেও একইভাবে সলাত আদায় করা যাবে।

খোলাফায়ে রাশেদীন প্রমুখ সহাবীগণ যখন মারা যান তখন অন্যত্র অবস্থানকারী কোন মুসলিম তাদের গায়েবানা জানাযার সলাত আদায় করেননি। তাদের গায়েবানা জানাযার সলাত আদায় না করায় সবার ক্ষেত্রে গায়েবানা জানাযার সলাত আদায় করা শারী'আত সম্মত না হওয়াকে আরো শক্তিশালী করছে। কারণ সুন্নাত মনে করে তারা যদি গায়েবানা সলাত আদায় করতেন তাহলে তাদের থেকে তা মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হত।[১]

গায়েবানা জানাযার সলাত আদায় না করে মুসলিম মৃত ব্যক্তির উপকারে আসবে এরূপ যে সব কর্ম সহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, দু'আসহ সেগুলো করাই উত্তম ও সঠিক।

কাফের এবং সেই সব মুনাফিক যারা অন্তরে কুফ্র লুকিয়ে রেখে মুখে ঈমানের কথা বলে তাদের জানাযার সলাত আদায় করা এবং তাদের জন্য ক্ষমা ও রহমাত প্রার্থনা করা হারাম

কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

---

[১] এ সম্পর্কে শাইখ আলবানী "আহকামুল জানায়েয" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, দেখুন (মাসআলা নং ৫৯)।

﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾

"আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে কখনও তার [জানাযার] সলাত আদায় করবেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। কারণ তারা তো আল্লাহ্‌র প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রসূলের প্রতিও। বস্তুত তারা নাফারমান অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।"[১]

আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমি এক ব্যক্তিকে তার মুশরিক পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুনে বললাম ঃ তুমি তোমার পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছো অথচ তারা দু'জন মুশরিক! সে বলল ঃ ইব্‌রাহীম (আঃ) তার পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন অথচ সে মুশরিক ছিল আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন ঃ আমি এ ঘটনা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে উপস্থাপন করলাম। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেন ঃ

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ (١١٤)

"নাবী ও মু'মিনদের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা যদিও তারা আত্মীয় হয়, তাদের নিকট এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামী (১১৩) ইব্‌রাহীম কর্তৃক স্বীয় পিতার জন্য মাগফিরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তাঁর সাথে করেছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর কাছে এ কথা প্রকাশ পেল যে, সে

---

[১] (সূরা তাওবাহ্ ঃ ৮৪)।

আল্লাহ্‌র শত্রু, তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইব্‌রাহীম ছিলেন বড় কোমলহৃদয়, সহনশীল।"[১] [২]

এ মর্মে রসূল (ﷺ)-এর চাচা আবূ তালিবের মৃত্যু এবং তার ব্যাপারে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ হওয়ার ঘটনা বুখারী (১৩৬০) ও মুসলিম (২৪) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

জানাযার সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব যেরূপ ফরয সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করা ওয়াজিব।

রসূল (ﷺ) সর্বদাই জানাযার সলাত (জামা'আতের সাথে) আদায় করেছেন। এছাড়া তিনি নিজে যেভাবে সলাত আদায় করেছেন সেভাবে সলাত আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "তোমরা সেভাবে সলাত আদায় কর যেভাবে আমাকে সলাত আদায় করতে দেখছো।"[৩]

আর রসূল (ﷺ)-এর জানাযার সলাত সহাবীগণ জামা'আতের সাথে আদায় না করে একাকী আদায় করেছিলেন। এটি এমন এক বিশেষ ঘটনা ছিল যার কারণ জানা যায় না। এ কারণে জানাযার সলাতের জামা'আত কায়েম করা থেকে বিরত থাকা জায়েয হবে না। কারণ রসূল (ﷺ) সর্বদাই জানাযার সলাত জামা'আতের সাথে আদায় করেছেন।

ইমাম নাবাবী বলেন ঃ কোন প্রকার মতভেদ ছাড়াই একাকী জানাযার সলাত আদায় করা জায়েয আছে, তবে সুন্নাত হচ্ছে জামা'আতের সাথে আদায় করা।[৪]

---

[১] (সূরা আত-তাওবাহ্ ঃ ১১৩-১১৪)।

[২] এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (১০৮৮), তিরমিযী (৩১০১), নাসাঈ (২০৩৬), ইবনু জারীর ও হাকিম বর্ণনা করেছেন, হাদীসটির সনদ হাসান। হাকিম হাদীসটির সনদকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন এবং যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৬০)।

[৩] এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (৬৩১, ৬০০৮, ৭২৪৬) বর্ণনা করেছেন।

[৪] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৬১)।

• তিন ব্যক্তি হলেই জানাযার সলাতের জামা'আত কায়েম করা যাবে। কারণ আব্দুল্লাহ্ ইবনু আবী ত্বলহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, উমায়ের ইবনু আবী ত্বলহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন মারা যায় তখন আবূ ত্বলহাহ্ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে [সলাতের জন্য] আহবান জানালে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপস্থিত হন। অতঃপর তিনি তাদের বাড়ীতে সলাত আদায় করেন। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সামনে এগিয়ে যান আর আবূ ত্বলহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পেছনে আর আবূ ত্বলহার পেছনে উম্মু ত্বলহা দাঁড়ায়। তাদের সাথে আর কেউ ছিল না।"[১]

শাইখ আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি শুধুমাত্র মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্। হাদীসটির একটি শাহেদ রয়েছে যেটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে সেটিকে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন।[২]

জানাযার সলাতে লোকের সংখ্যা বেশী হওয়ার ফাযীলাত

• জানাযার সলাতে যত বেশী মুসলিমদের সমাগম হবে মৃত ব্যক্তির জন্য তা ততো বেশী উত্তম ও উপকারী। কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "কোন মৃত ব্যক্তির জন্য একশত জনের [প্রকৃত] মুসলিম দল সলাত আদায় করে যদি তার জন্য সুপারিশ করে তাহলে তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবূল করা হবে।"[৩]

• কখনও কখনও মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা করে দেয়া হয় যদি এক শতেরও কম সংখ্যক এরূপ মুসলিম ব্যক্তি জানাযার সলাতে অংশ গ্রহণ করে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যারা কখনও আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক [অংশীদার স্থাপন] করেনি। কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি মারা যায় আর তার জানাযাতে এরূপ চল্লিশ ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করে

---

[১] হাদীসটি হাকিম (১/৩৬৫) এবং তার থেকে বাইহাক্বী (৪/৩০, ৩১) বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন ঃ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্।

[২] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৬২)।

[৩] হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৯৪৭), নাসাঈ (১৯৯১), তিরমিযী (১০২৯) ও আহমাদ (১৩৩৯৩, ২৩৫১৮, ২৩৬০৭, ২৪১৩৬) বর্ণনা করেছেন।

(তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে) যারা কখনও আল্লাহ্‌র সাথে শির্ক করেনি তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যাপারে তাদের সুপারিশ কবূল করবেন।"[১]

জানাযার সলাত আদায়ের ক্ষেত্রে ইমামের পেছনে তিন ও তিনের অধিক কাতার করা মুস্তাহাব। কারণ এ মর্মে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

(১) আবূ উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ "রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাত ব্যক্তিকে নিয়ে জানাযার এক সলাত আদায় করেন, তিনি দু'জন দু'জন করে তাদেরকে তিন কাতারে দাঁড় করিয়েছিলেন।"[২]

(২) মালেক ইবনু হুবাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে যদি তিন কাতার মুসলিম তার সলাত আদায় করে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেন।"[৩]

এ কারণে এ হাদীসটির ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যে, যেহেতু পূর্বে তিন কাতার করা সম্পর্কে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেহেতু এ হাদীসের তিন কাতার সম্পৃক্ত অংশটুকুকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। ফাযীলাতকে নয়। (আল্লাহ্ই বেশী জানেন)।

---

[১] হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৯৪৮), আবূ দাউদ (৩১৭০), ইবনু মাজাহ্ (১৪৮৯) ও আহমাদ (২৫০৫) বর্ণনা করেছেন। দেখুন "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (১৬৬০)।

[২] হাদীসটি ইমাম ত্বাবারী "আল-মুজামুল কাবীর" গ্রন্থে (৭৭৮৫) বর্ণনা করেছেন। আলবানী বলেন ঃ পরের হাদীসটি শাহেদ হিসেবে আসার কারণে এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য।

[৩] এ হাদীসটিকে শাইখ আলবানী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "য'ঈফ আবী দাউদ" (৩১৬৬), "য'ঈফ জামে'ইস সাগীর" (৫২২০), "য'ঈফ তারগীব অত-তারহীব" (২০৫৮), তিনি "য'ঈফ আবী দাউদ" এর মধ্যে মওকূফ হিসেবে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। যদিও হাদীসটিকে হাকিম ও যাহাবী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, আর ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাবাবী হাসান আখ্যা দিয়েছেন। হাফেয ইবনু হাজার আসকালানীও হাসান আখ্যা দেয়াকে সমর্থন করেছেন। এর সনদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন তিনি যদি স্পষ্ট করে হাদীস শ্রবণ করার কথা বলেন ঃ তাহলে তার হাদীস হাসান হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়। কিন্তু এখানে তিনি তা করেননি। অতএব সহীহ্ তো দূরের কথা কীভাবে হাদীসটি হাসান হয়! দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৬৪)।

• **জানাযার সলাতের ইমামের সাথে যদি মাত্র একজন হয় তাহলে সে অন্যান্য সলাতের ন্যায় ইমামের বরাবরে ডানে দাঁড়াবে না। বরং সে ইমামের পেছনে দাঁড়াবে।** যেমনটি পূর্বে আবূ তুলহার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কারণ, রসূল (ﷺ) সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন আর আবূ তুলহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন আর উম্মু তুলহা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আবূ তুলহার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের সাথে আর কেউ ছিলেন না।

• **দায়িত্বশীল অথবা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিই অভিভাবকের চেয়ে মৃত ব্যক্তির ইমামাত করার বেশী হকদার।** আবূ হাযেম হতে বর্ণিত হাদীসের কারণে, তিনি বলেন ঃ হাসান ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যেদিন মারা যান সেদিন হুসাইন ইবনু আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সা'ঈদ ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জানাযার সলাত আদায়ের জন্য এগিয়ে যেতে বলেন এবং বলেন ঃ এটা যদি সুন্নাত না হত তাহলে আমি আপনাকে এগিয়ে দিতাম না। সে সময় সা'ঈদ মদীনার আমীর ছিলেন ...।"[১]

• **কিন্তু যদি দায়িত্বশীল বা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি উপস্থিত না হয় তাহলে কিতাবুল্লাহ্ বেশী পাঠকারী (অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে পাঠকারী) ব্যক্তি জানাযার সলাতের ইমামাত করবেন।**[২]

• **যদি পুরুষ এবং নারী মিলে বহু লোকের কফিন একত্রিত হয়ে যায় তাহলে তাদের সবার জন্য এক সাথেই সলাত আদায় করা যাবে। তবে পুরুষদেরকে যদিও তারা ছোট হয় ইমামের নিকটবর্তী রাখতে হবে আর মহিলাদেরকে তাদের পেছনে রাখতে হবে।** এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নয় জনের এক সাথে জানাযার সলাত আদায় করেছেন। তিনি পুরুষদেরকে ইমামের

---

[১] হাদীসটি হাকিম (৩/১৭১), বায্যার (৮১৪), ত্বারানী ও বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে শাইখ আলবানী বিস্তারিত আলোচনা করেছেন দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৬৬)।

[২] এ মর্মে ইমাম মুসলিম (৬৭২, ৬৭৩), নাসাঈ (৮৪০, ৭৮০), আবূ দাউদ (৫৮২), ইবনু মাজাহ্ (৯৮০) ও তিরমিযী (২৩৫) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৬৭)।

নিকটবর্তী রাখেন আর মহিলাদেরকে কিবলার দিকে রাখেন। কফিনগুলোকে এক কাতারে রেখেছিলেন। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর স্ত্রী [আর] আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মেয়ে উম্মু কুলসুম এবং তার ছেলে যায়েদেরও এক সাথে জানাযার সলাত আদায় করা হয়েছিল। সেদিন সা'আদ ইবনুল 'আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ইমামাত করেছিলেন। সেখানে লোকদের মধ্যে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও আবূ কাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উপস্থিত ছিলেন। ছেলেটিকে ইমামের নিকটবর্তী রাখা হয়েছিল। এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি এ অবস্থার প্রতিবাদ করলাম। অতঃপর ইবনু আব্বাস, আবূ হুরাইরাহ্, আবূ সা'ঈদ ও আবূ কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর দিকে তাকিয়ে বললাম ঃ এটা কী? তারা সকলে বললেন ঃ এটিই সুন্নাত।"[১]

- **তবে প্রত্যেকের পৃথক পৃথকভাবে সলাত আদায় করাও জায়েয আছে।** কারণ এটিই আসল পদ্ধতি। ইমাম নাবাবী "আল-মাজমূ'" গ্রন্থে (৫/২২৫) বলেন ঃ আলেমগণ এ মর্মে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, উত্তম হচ্ছে ঃ প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথকভাবে সলাত আদায় করা।

- মসজিদেও জানাযার সলাত আদায় করা জায়েয আছে। কারণ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে "সা'আদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন মারা যান তখন তিনি তার কফিন মসজিদে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন যাতে তিনি তার জানাযার সলাত আদায় করতে পারেন। কিন্তু লোকেরা তা প্রত্যাখ্যান করলে তিনি বললেন ঃ "লোকেরা কত দ্রুত ভুলে যাচ্ছে! অথচ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুহায়েল ইবনু বাইযার জানাযার সলাত মসজিদেই আদায় করেছেন।" ইমাম মুসলিমের অন্য বর্ণনায় সুহায়েলের ভাইয়ের কথাও বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুহায়েল ইবনু বাইযা এবং তার ভাইয়ের জানাযার সলাত মুসজিদের মধ্যেই আদায় করেছেন।"[২] এ হাদীস থেকে আরেকটি বিষয় জানা যাচ্ছে যে, মহিলারাও জানাযার সলাত আদায় করতে পারবে।

---

[১] হাদীসটি আব্দুর রায্যাক (৩/৪৬৫/৬৩৩৭), নাসাঈ (১৯৭৮), ইবনুল জারূদ "আল-মুনতাকা" গ্রন্থে, দারাকুতনী (১৯৪) ও বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ নাসাঈ" (১৯৭৮) ও "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৬৮)।

[২] এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৯৭৩), তিরমিযী (১০৩৩), নাসাঈ (১৯৬৭, ১৯৬৮), আবূ দাঊদ (৩১৮৯, ৩১৯০), ইবনু মাজাহ্ (১৫১৮) ও আহমাদ (২৩৯৭৭, ২৪৪৯৩) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন]।

- **<u>তবে উত্তম হচ্ছে মসজিদের বাইরে জানাযার সলাতের জন্য নির্দিষ্ট করা স্থানে জানাযার সলাত আদায় করা।</u>** যেমনটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ছিল। এ মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেমন ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, ইয়াহূদরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে তাদের এক পুরুষ আর এক নারীকে নিয়ে আসল যারা যেনা করেছিল। তিনি তাদের দু'জনকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন মসজিদের পাশে জানাযার স্থানের নিকটে (অর্থাৎ জানাযার সলাত আদায় করার স্থানের নিকটে)।"[১] এছাড়াও আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মসজিদের পাশে জানাযার সলাতের স্থান নির্দিষ্ট ছিল।

- **<u>কবরের মাঝে জানাযার সলাত আদায় করা না-জায়েয।</u>** কারণ আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, "রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরের মাঝে জানাযার সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।"[২]

জানাযার সলাত আদায়ের পদ্ধতি

- **<u>ইমাম সাহেব পুরুষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার মাথার বরাবরে দাঁড়াবেন আর মহিলার ক্ষেত্রে তার মাঝামাঝি দাঁড়াবেন।</u>**

এ মর্মে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

(১) আবূ গালিব আল-খায়্য়াত্ব বলেন ঃ আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এক ব্যক্তির জানাযার সলাত আদায় করছিলেন সে সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি সে ব্যক্তির মাথার নিকটে (বরাবরে) দাঁড়ালেন (অন্য বর্ণনায় এসেছে খাটলির মাথার বরাবরে)। তাকে যখন নিয়ে যাওয়া হল তখন কুরাইশী অথবা আনসারী এক মহিলাকে নিয়ে আসা হল। তাকে বলা হল ঃ হে আবূ হামযা! এটি অমুকের মেয়ে অমুকের কফিন, আপনি তার সলাত আদায় করুন। তিনি তার (মহিলার) মাঝ বরাবরে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলেন।

---

[১] হাদীসটি ইমাম বুখারী (১৩২৯, ৪৫৫৬) বর্ণনা করেছেন।

[২] হাদীসটি ইবনুল আ'রাবী তার "আল-মু'জাম" গ্রন্থে আর ত্ববারানী "আল-মু'জামুল আওসাত" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ মর্মে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৭২)।

আমাদের মাঝে [বিশিষ্ট তাবে'ঈ মৃত্যু সাল ৯৪ হিজরী] 'আলা ইবনু যিয়াদ আল-আদাবী ছিলেন। তিনি যখন পুরুষ এবং মহিলার জানাযার সলাতের ক্ষেত্রে দাঁড়ানোতে ভিন্নতা দেখলেন তখন বললেন ঃ হে আবূ হামযা! আপনি পুরুষ এবং মহিলার ক্ষেত্রে যেভাবে দাঁড়ালেন রসূল (ﷺ) কি এভাবেই দাঁড়াতেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন ঃ আমাদের দিকে আলা ইবনু যিয়াদ তাকিয়ে বললেন ঃ তোমরা মুখস্থ করে নাও।[১]

(২) সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ "উম্মু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) নেফাস অবস্থায় মারা গেলে রসূল (ﷺ) যখন তার জানাযার সলাত আদায় করলেন আমিও তাঁর পেছনে সলাত আদায় করলাম। রসূল (ﷺ) সলাত আদায়ের জন্য তার [মহিলার] মাঝ বরাবরে দাঁড়িয়েছিলেন।"[২]

অতএব আমরা উপরোক্ত হাদীস থেকে অবগত হলাম যে, পুরুষের মাথার বরাবরে দাঁড়াতে হবে আর মহিলার মাঝামাঝি দাঁড়াতে হবে এবং এটিই হচ্ছে সুন্নাত।

চার তাকবীরে সালাত আদায় করবেন

পাঁচ হতে নয় পর্যন্ত তাকবীর দিয়ে জানাযার সালাত আদায় করার কথাও সহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তবে চার তাকবীরের হাদীসগুলো সংখ্যায় বেশী হওয়ায় এটিকেই আমরা অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি। পাঁচ থেকে নয় তাকবীর দিয়ে সলাত আদায় করার হাদীসগুলো কেউ জানতে চাইলে দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৭৪)।[৩]

---

[১] হাদীসটি আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্, বাইহাক্বী, ত্বয়ালিসী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ আবী দাঊদ" (৩১৯৪), "সহীহ্ তিরমিযী" (১০৩৪) ও "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্" (১৪৯৪)।

[২] হাদীসটি মুসলিম (৯৬৪), বুখারী (৩৩২, ১৩৩১, ১৩৩২), তিরমিযী (১০৩৫), নাসাঈ (১৯৭৬, ১৯৭৯), আবূ দাঊদ (৩১৯৫), ইবনু মাজাহ্ (১৪৯৩) ও আহমাদ (১৯৬৪৯, ১৯৭০১) বর্ণনা করেছেন।

[৩] আর চার তাকবীরের হাদীসগুলো দেখুন বুখারী (১২৪৫, ১৩১৮, ১৩৩৩, ৩৮৮১), মুসলিম (৯৫১), তিরমিযী (১০২২), নাসাঈ (১৯৭২, ১৯৮০), আবূ দাঊদ

● প্রথম তাকবীর বলে দু'হাত উঠিয়ে হাতের উপর হাত বা বুকের উপর দু'হাত রাখবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জানাযার সলাতে প্রথম তাকবীর দিয়ে তাঁর দু'হাত উঠান এবং তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখেন।[১]

এছাড়া হাতের উপর হাত দিয়ে বুকের উপর রাখা মর্মে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[২]

অপর পক্ষে নাভির নিচে বা উপরে হাত রাখা মর্মে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে সকলের ঐকমত্যের সিদ্ধান্তে সে হাদীস দুর্বল, যেমনটি ইমাম নাবাবী ও আল্লামা যায়লা'ঈ হানাফী প্রমুখ বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ বলেছেন।[৩]

প্রথম তাকবীর দেয়ার পর নিম্নোক্ত হাদীসের কারণে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করবে ঃ

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ [وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ؟] فَقَالَ:[إنما جهرت] لتعلموا أنها سُنَّةٌ [وَحَقٌّ].

তুলহা ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনে আউফ বলেন ঃ "আমি ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করলাম, তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন, [সাথে আরেকটি সূরাও পাঠ করলেন এবং আওয়াজ করে আমাদেরকে শুনিয়ে পাঠ করলেন। তিনি যখন (সলাত) শেষ করলেন,

---

(৩২০৪), ইবনু মাজাহ্ (১৫৩৪) ও আহমাদ (৭১০৭, ৭৭১৯, ৭৮২৫, ৮৩৭৭, ৯৩৬৩)।

[১] হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, হাদীসটিকে শাইখ আলবানী হাসান আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ তিরমিযী" (১০৭৭)।

[২] এ সম্পর্কে কেউ বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৭৬)।

[৩] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৭৬)।

আমি তার হাত ধরে তাকে প্রশ্ন করলাম] তিনি উত্তরে বললেন ঃ [আমি আওয়াজ করে পাঠ করেছি] যাতে করে তোমরা জানতে পারো যে তা (ফাতিহা পাঠ করা) সুন্নাত [ও হক্ব (সঠিক)]"।[১]

প্রথম বন্ধনীর অংশটুকু নাসাঈতে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। অন্য একটি সূরা পাঠ করার কথা ইবনু জারূদও উল্লেখ করেছেন। তাদের দু'জনই তৃতীয় (শেষ) বন্ধনীর শব্দটি সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় বন্ধনীর অংশটুকু হাকিম অন্য সূত্রে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

উক্ত হাদীস হতে বুঝা গেল যে সলাতুল জানাযার কিরা'আত আওয়াজ করে পাঠ করা যায়। তবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) তা শিক্ষা দেয়ার জন্য জোরে পাঠ করেছিলেন। যেমনটি হাদীসের ভাষা হতে বুঝা গেছে। তাই আবূ উমামা ইবনু সাহাল (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে চুপে চুপে কিরা'আত করাই উত্তম ঃ

"أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثًا وَالتَّسْلِيمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ.

তিনি বলেন ঃ "জানাযার সালাতের মধ্যে প্রথম তাকবীরে চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পাঠ করাই সুন্নাত। অতঃপর তিন তাকবীর দিবে এবং শেষ তাকবীরে সালাম ফিরবে"।[২]

পাঠকবৃন্দ! আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সূরা ফাতিহা পাঠ করার বুখারী শরীফসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বিশুদ্ধ হাদীস থাকা সত্ত্বেও অনেকে সূরা

---

[১] হাদীসটি বুখারী (১৩৩৫), আবূ দাউদ (৩১৯৮), নাসঈ (১৯৮৭, ১৯৮৮), তিরমিযী (১০২৬, ১০২৭), ইবনু মাজাহ (১৪৯৫), ইবনুল জারূদ "আল-মুনতাকা" (২৬৪) গ্রন্থে, দারাকুতনী (১৯১) ও হাকিম (১/৩৫৮-৩৮৬) বর্ণনা করেছেন।

[২] হাদীসটি নাসাঈ (১৯৮৯) ও তার থেকে ইবনু হায্‌ম "আল-মাজমূ'" (৫/১২৯) গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি হাফেয ইবনু হাজার "ফতহুল বারী" গ্রন্থে বলেছেন। তার পূর্বে ইমাম নাবাবী "আল-মাজমূ'" (৫/৩৩) গ্রন্থে বলেছেন, তবে তিনি একটু বাড়িয়ে 'বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী' সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। হাদীসটি ইমাম ত্বহাবীও "আল-মুশকিলুল আসার" (১/২৮৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী "সহীহ্ নাসাঈ" গ্রন্থে (১৯৮৯) সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন।

ফাতিহা পাঠ করেন না। অথচ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানাযার সলাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। যেমনটি তিরমিযীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে স্পষ্টভাবে এসেছে। নিঃসন্দেহে জানাযার সলাতে যারা সূরা ফাতিহা পড়েন না তারা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত বিরোধী কাজ করেন। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ওজুহাত দাঁড় করানোর সুযোগ নেই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ সলাতুল জানাযায় তাকবীরে তাহরীমার পরে সলাত আরম্ভের দু'আ হিসেবে কোন দু'আ বা দু'আ ইসতিফতা পড়তে হবে না। কারণ তা কোন হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। অতএব দু'আ ইসতিফতা পড়া বিদ'আত। যারা আল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী ... বা অন্য কোন দু'আ পড়েন এখন থেকে তা ত্যাগ করা উচিত।

অতঃপর দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করবে।

এর দলীল আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস, তিনি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এক সাথী হতে বর্ণনা করেছেন–

"أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات (الثلاث) ...".

"জানাযার সলাতের সুন্নাত হচ্ছে এই যে, ইমাম (১ম) তাকবীর দিবে, অতঃপর প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা মনে মনে পাঠ করবে তারপর পরের তিন তাকবীরে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করবে এবং মৃতের জন্য খালেস নিয়্যাতে দু'আ করবে। সেগুলোর মধ্যে কুরআন পাঠ করবে না ...।"[১]

---

[১] এটি ইমাম শাফে'ঈ "আল-উম্ম" গ্রন্থে (১/২৩৯-২৪০), তার সূত্রে বাইহাক্বী (৪/৩৯) এবং ইবনুল জারূদ "আল-মুনতাকা" গ্রন্থে (২৬৫) যুহ্‌রী সূত্রে আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম শাফে'ঈ বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথীগণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত না হলে [কোন কিছুকে] সুন্নাত ও হক্ব হিসেবে আখ্যা দেন না।[১]

আমরা তাশাহ্হুদে যে দুরূদ ইব্‌রাহীমিয়াহ পাঠ করে থাকি সে দুরূদই দ্বিতীয় তাকবীরের পর পাঠ করতে হবে।

● **তৃতীয় তাকবীর ও চতুর্থ তাকবীরের পর ইখলাসের সাথে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করবে।** কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

''إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ.

"তোমরা যখন মৃত ব্যক্তির জন্য সলাত আদায় করবে তখন তার জন্য খালেসভাবে দু'আ করবে"।[২]

তৃতীয় তাকবীরের পরে বর্ণিত দু'আগুলো নিম্নরূপ

عَنْ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ:

''اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ [وفي رواية: كما ينقى] الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا [وفي

---

[১] উক্ত হাদীসটি হাকিমও (১/৩৬০) বর্ণনা করেছেন। তার থেকেও বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসটিকে শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আর হাফেয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন ঃ তারা দু'জন যেরূপ বলেছেন হাদীসটি সেরূপই। [দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৭৯)।

[২] হাদীসটি আবূ দাউদ (৩১৯৯), ইবনু মাজাহ্ (১৪৯৭), ইবনু হিব্বান তার "সহীহ্" (৭৫৪) গ্রন্থে ও বাইহাক্বী (৪/৪০) আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী হাসান ও সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ আবী দাউদ" (৩১৯৯), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৪৯৭) ও "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (১৬৭৪)]

رواية زوجة] خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

(১) আউফ ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক জানাযার সলাত আদায় করা অবস্থায় যে দু'আ বলেন তার সে দু'আ থেকে আমি হেফ্য করেছি, তিনি বলেন ঃ

"আল্লাহুম্মাগফির লাহু অ-রহামহু অ-আফিহি অ-'ফু আনহু অ- আকরিম নুযুলাহু অ-অস্সি' মুদখালাহু অ-গসিলহু বিল মায়ে অস-সালযি অ-লবারদি, অ-নাক্কিহি মিনাল খাত্বাইয়া কামা নাক্কায়তাস সাওবাল (অন্য বর্ণনায় এসেছে, কামা ইয়ুনাক্কাস সাওবাল) আবইয়াযু মিনাদ দানাসি, অ-আবদিলহু দারান খায়রান মিন দারিহি অ-আহলান খায়রান মিন আহলিহি অ-যাওজান (অন্য বর্ণনায় এসেছে, অ-যাওজাতান) খায়রান মিন যাওযিহি অ-আদখিলহুল জান্নাতা অ-আ'ইযহু মিন আযাবিল কাবরি অ-মিন আযাবিন নারি।"[১]

(٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا

اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

(২) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন জানাযার সলাত আদায় করতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফির লি-হাইয়্যিনা অ-মাইয়্যিতিনা অ-শাহিদিনা অ-গাইবিনা অ-সাগীরিনা অ-কাবীরিনা অ-যাকারিনা অ-উনসানা, আল্লাহুম্মা মান আহ্ইয়াইতাহু মিন্না ফাআহ্ইহি আলাল ইসলাম অ-মান তাঅফ্ফায়তাহু

---

[১] এটি মুসলিম (৯৬৩), নাসাঈ (১৯৮৩, ১৯৮৪), ইবনু মাজাহ্ (১৫০০) ও আহমাদ (২৩৪৫৫) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

মিন্না ফাতাঅফ্ফাহু আলাল ঈমান, আল্লাহুম্মা লা-তাহরিমনা আজরাহু অ-লা তুযিল্লানা বা'দাহু।"[১]

(٣) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَمْدِ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

(৩) অসিলাহ্ ইবনু আসকা' (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিয়ে এক মুসলিম ব্যক্তির (জানাযার) সলাত আদায় করলেন। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ

"আল্লাহুম্মা ইন্না ফুলানাবনা ফুলানিন ফী যিম্মাতিকা ফাকিহি ফিতনাতাল কাবরি। [বর্ণনাকারী] আব্দুর রহমান বলেন ঃ তিনি বলেন ঃ ... মিন যিম্মাতিকা অ-হাবলি জিওয়ারিকা ফাকিহি মিন ফিতনাতিল কাবরি অ-আযাবিন নারি অ-আন্তা আহ্লুল অফাই অ-লহামদি, আল্লাহুম্মা ফাগফির লাহু অ-রহামহু ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রহীম"। (দাগ দেয়া শব্দের স্থলে নাম উল্লেখ করতে হবে. . . . .)।[২]

(د) عن يزيد بن ركانة بن المطلب قال: (كان رسول الله ﷺ إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال:

---

[১] এটি ইবনু মাজাহ্ (১৪৯৮), আবূ দাউদ (৩২০১), আহমাদ (৮৫৯১, ১৭০৯৪, ১৭০৯৫), তিরমিযী (১০২৪) ও বাইহাক্বী (৪/১৪)। হাদীসটিকে হাকিম ও হাফেয যাহাবী শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। শাইখ আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি তারা দু'জন যেরূপ হুকুম লাগিয়েছেন সেরূপই। দেখুন, "আহকামুল জানায়েয" (মাসলআলা নং ৮১)।

[২] এটি আবূ দাউদ (৩২০২), ইবনু মাজাহ্ (১৪৯৯), আহমাদ (১৫৫৮৮) ও ইবনু হিব্বান তার "সহীহ" গ্রন্থে (৭৫৮) সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন।

"اللهم عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِه، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ حَسَنَاتِه، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ).

(৪) ইয়াযীদ ইবনু রুকানা ইবনিল মুত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কারো জানাযার সলাত আদায় করার জন্য দাঁড়াতেন তখন বলতেন ঃ

"আল্লাহুম্মা আবদুকা অ-বনু আমাতিকা ইহ্‌তাজা ইলা রহমাতিকা, অ-আনতা গানিউন আন আযাবিহি, ইন কানা মুহসিনান ফা-যিদ হাসানাতিহি, অ-ইনকানা মুসীআন ফাতাজাঅয আনহু।"[১]

শাওকানী (নাইলুল আওতার" গ্রন্থে (৪/৫৫) বলেন ঃ যখন বাচ্চার জানাযাহ পড়ানো হয় তখন মুসল্লী বলবে ঃ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفاً وَفَرَطاً وَأَجْراً." "আল্লাহুম্মাজ আলহু লানা সালাফান অ-ফারাতান অ-আজরান।"[২]

শাইখ আলবানী বলেন ঃ বাইহাক্বীর নিকট আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর এ হাদীসের সনদটি হাসান। এর উপর 'আমল করতে কোন সমস্যা নেই। যদিও এটি মওকূফ, তবে তা করতে হবে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত মনে না করে। কারণ সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করলে ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে এটি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়েছে। তবে শিশুর ক্ষেত্রে উত্তম হচ্ছে দু'নম্বর দু'আটি। কারণ এতে শিশুর কথাও বর্ণিত হয়েছে।[৩]

● **চতুর্থ তাকবীর ও সালামের মধ্যে যদি ইমাম সাহেব দু'আ করতে চান তাহলে করতে পারবেন।**

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আউফা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে শেষ তাকবীর ও সালামের মধ্যে দু'আ করার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে।[৪]

---

[১] এটি তাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে (২২/২৪৯/৬৪৭) ও হাকিম (১/৩৫৯) বর্ণনা করে বলেছেন ঃ সনদটি সহীহ্। হাফেয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

[২] এটি বাইহাক্বী আবূ হুরাইরাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

[৩] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৮১)।

[৪] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৮২)।

● অতঃপর ফরয সলাতের ন্যায় ডান ও বাম উভয় দিকে সালাম প্রদান করবে। কারণ আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ "তিনটি অভ্যাস লোকেরা ছেড়ে দিয়েছে যেগুলো রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করতেন। সেগুলোর একটি হচ্ছে জানাযার সলাতে (অন্যান্য) সালামের ন্যায় সালাম প্রদান।"[১]

তবে শুধুমাত্র ডান দিকে সালাম দেয়াও জায়েয আছে। কারণ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"أن رسول الله ﷺ صلى علي جنازة، فكبر عليها أربعاً، وسلم تسليمة واحدة.

"রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চার তাকবীরে জানাযার সালাত আদায় করলেন, অতঃপর (শেষে) একবার সালাম দিলেন।"[২]

এছাড়া আলী ইবনু আবী তালেব, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ, আব্দুল্লাহ ইবনু আবী আউফা, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে সহীহ্ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে তারা জানাযার সালাতে এক সালাম দিতেন।[৩]

● আবূ উমামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসে এসেছে, জানাযার সলাতে চুপিস্বরে সালাম প্রদান করা সুন্নাত। পেছনের ব্যক্তিরাও চুপি স্বরে সালাম দিবে।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেও সাব্যস্ত হয়েছে "তিনি জানাযার সলাতে চুপিস্বরে সালাম দিতেন।"[৪]

তবে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে সাব্যস্ত হয়েছে ঃ "তিনি যখন জানাযার সালাত আদায় করতেন তখন পেছনের ব্যক্তিদেরকে শুনিয়ে সালাম দিতেন।"[১]

---

[১] হাদীসটি বাইহাক্বী (৪/৪৩) হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাবাবী "আল-মাজমূ'" গ্রন্থে (৫/২৩৯) বলেন ঃ হাদীসটির সনদ ভাল। দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৮৩)।

[২] এটি দারাকুতনী (১৯১), হাকিম (১/৩৬০) ও তার থেকে বাইহাক্বী (৪/৪৩) বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন ঃ এর সনদটি হাসান যেমনটি তিনি তার "আত-তা'লীকাতুল যিয়াদ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

[৩] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৮৪)।

[৪] এটি বাইহাক্বী (৪/৪৩) হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

উকবাহ ইবনু আমের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসের কারণে যে তিনটি সময়ে সলাত আদায় করা যায় না সে তিনটি সময়ে জানাযার সলাতও আদায় করা না-জায়েয। তবে বিশেষ প্রয়োজনে আদায় করা যাবে। তিনি বলেন ঃ

"রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে তিনটি সময়ে সলাত আদায় করতে এবং আমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কবর দিতে নিষেধ করতেন। স্পষ্টভাবে সূর্য কিছুটা না উঠা পর্যন্ত, দুপুরের সময় সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং সূর্য পশ্চিমে সম্পূর্ণরূপে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত।"[২]

বাইহাক্বীর বর্ণনায় এসেছে ঃ উকবাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল রাত্রে দাফন করা যাবে কি? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে রাতে দাফন করা হয়েছিল। এটির সনদ সহীহ্।

ইমাম মালেক "আল-মুওয়াত্তা" গ্রন্থে (১/২৮৮) বাইহাক্বীর সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু আবী হারমালা হতে বর্ণনা করেছেন যে, যায়নাব বিনতু আবী সালামাহ মারা গেলে ... ফজরের সলাতের পর আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার পরিবারের সদস্যদেরকে বললেন ঃ তোমরা এখন জানাযার সালাত আদায় করতে পার অথবা সূর্য কিছু উঁচুতে উঠার পর আদায় করতে পার"। এ সনদটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্।

এছাড়া ইমাম মালেক ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ আসর ও সকালের সলাতের পর জানাযার সলাত আদায় করা যাবে যদি সে দু'ওয়াক্তের সলাত নির্দিষ্ট ওয়াক্তে আদায় করা হয়ে থাকে। এর সনদটিও সহীহ্।[৩]

---

[১] এটিও বাইহাকী (৪/৪৩) বর্ণনা করেছেন। সনদটি সহীহ্। বিস্তারিত দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৮৫)।

[২] হাদীসটি মুসলিম (৮৩১), আবূ আওয়ানাহ তার "সাহীহ" (১/৩৮৬) গ্রন্থে, আবূ দাউদ (৩১৯২), নাসাঈ (৫৬০, ৫৬৫, ২০১৩), তিরমিযী (১০৩০), ইবনু মাজাহ (১৫১৯), বাইহাক্বী (৪/৩২), আহমাদ (১৬৯২৬) ও দারেমী (১৪৩২) বর্ণনা করেছেন।

[৩] বিস্তারিত দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৮৭)

তবে রাতে দাফন না করে দিনের বেলা দাফন করাই সঠিক সিদ্ধান্ত। কারণ জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসের মধ্যে এসেছে রাতের বেলা কবর দেয়া এবং জানাযার সলাত আদায় করার ব্যাপারে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। তবে বিশেষ জরুরাতের কারণে (বাধ্য হতে হলে) রাতেও সলাত আদায় ও দাফন করা যাবে।[১]

ইবনু মাজার বর্ণনায় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ "বাধ্য না হলে তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে রাতে দাফন কর না।"[২] অতএব গ্রহণযোগ্য কোন কারণ না থাকলে রাতে দাফন না করাই উচিত। আবূ বাক্‌রসহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কতিপয় সহাবীকে রাতে দাফন করা হয়েছিল তা কারণ বশতই করা হয়েছিল।[৩]

উল্লেখ্য রাতের বেলা দাফন করতে বাধ্য হতে হলে তা জায়েয আছে যদিও কবরে বাতি নিয়ে নামতে হয়। কারণ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেছেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তিকে রাতে কবরে নামিয়ে ছিলেন এবং কবরকে আলোকিতও করেছিলেন।[৪]

দাফন সংক্রান্ত মাসায়েল

১। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ওয়াজিব যদিও সে কাফের হয়। এ মর্মে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

(ক) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এক দল সাথী হতে বর্ণিত হয়েছে যাদের মধ্যে আবূ ত্বলহা আল-আনসারীও (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

"أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ ...

---

[১] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৯৪৩), নাসাঈ (১৮৯৫, ২০১৪), আবূ দাউদ (৩১৪৮), ইবনু মাজাহ্ (১৫২১) ও আহমাদ (১৩৭৩২, ১৪৮৬৩) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটিও সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৫২১)।

[৩] বিস্তারিত দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৯২)।

[৪] এ হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ (১৫২০) ও তিরমিযী (১০৫৭) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হাসান, দেখুন "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৫২০) ও "সহীহ্ তিরমিযী" (১০৫৭)।

"নাবী (ﷺ) বদর যুদ্ধের দিন ২৪ জন নিহত কুরাইশ নেতাকে ঢেকে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে তাদেরকে বদরের নিকৃষ্ট কুয়ায় ফেলে দেয়া হয়েছিল... ।"[১]

(খ) আলী ইবনু আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ

لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو طَالِب أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ (الضال) قَدْ مَاتَ قَالَ اذْهَبْ فَوَارِه ثُمَّ لاَ تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي قَالَ فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ لاَ تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي قَالَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ فَدَعَا لِي بِدَعَوَات ....

"যখন আবূ তালেব মৃত্যুবরণ করল, তখন আমি নাবী (ﷺ)-এর নিকটে আসলাম। অতঃপর তাঁকে বললাম ঃ আপনার বৃদ্ধ (ভ্রষ্ট) চাচা মারা গেছে। তিনি বললেন ঃ যাও তাকে ঢেকে ফেল। অতঃপর কোন কিছু না করে আমার কাছে আস। [আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বললেন ঃ ঢেকে (দাফন করে) ফেললাম অতঃপর তাঁর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ যাও গোসল কর। তারপর কোন কিছু না করে আমার কাছে আস। [আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)] বললেন ঃ আমি গোসল করলাম অতঃপর তাঁর নিকট আসলাম। তিনি আমার জন্য দু'আ করলেন .... ।"[২]

সহীহ্ বর্ণনায় সাব্যস্ত হয়নি যে, তিনি তাঁর চাচাকে গোসল করানোর নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও বাইহাক্বী এ মর্মে অধ্যায় রচনা করেছেন।[৩]

২। কাফেরকে মুসলিম ব্যক্তির সাথে কবর দেয়া যাবে না। বরং মুসলিমকে মুসলিমদের কবরস্থানে আর কাফেরকে কাফেরদের কবরস্থানে দাফন করতে হবে। নাবী (ﷺ)-এর যুগ হতে এরূপ আমলই হয়ে আসছে।

---

[১] হাদীসটি ইমাম বুখারী (৩৯৭৬) ও আহমাদ (১২০৬২) বর্ণনা করেছেন।

[২] সম্পূর্ণ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (৮০৯) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩২১৪), "সহীহ্ নাসাঈ" (২০০৬)।

[৩] এ মর্মে বিস্তারিত দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৮৭)।

৩। মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থানে দাফন করাই হচ্ছে সুন্নাত। কারণ রসূল (ﷺ) মৃত ব্যক্তিদেরকে মসজিদে নাবাবীর নিকটবর্তী বাকী' নামক কবরস্থানেই দাফন করতেন। এ ব্যাপারে মুতাওয়াতির বর্ণনায় হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৪। তবে নাবী ও শহীদগণকে সে স্থানেই কবর দিতে হবে যেখানে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে। কারণ যখন রসূল (ﷺ)-এর মৃত্যু হয় তখন তাঁর দাফনের ব্যাপারে সকলে মতভেদ করলে আবূ বাক্‌র (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ আমি রসূল (ﷺ)-কে এমন কিছু বলতে শুনেছি যা ভুলে যায়নি। তিনি বলেন ঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন নাবীকে মৃত্যু দেন তখন সে স্থানেই তাঁর মৃত্যু ঘটান যেখানে তিনি নিজের দাফন করাকে পছন্দ করেন। এ কারণে তারা তাঁকে তাঁর বিছানার স্থলেই দাফন করেন।"[১]

আর শহীদদেরকে যেখানে শহীদ হয়েছে সে স্থানে দাফন করার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (১৪৮৫৭) ও দারেমী (৪৫) সহীহ্ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

৫। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া পূর্বে আলোচিত তিনটি সময়ে দাফন করা (কবর দেয়া) না-জায়েয। কারণ, হাদীসের মধ্যে স্পষ্টভাবেই তিনটি সময়ে কবর দিতে নিষেধ করা হয়েছে। [মুসলিম (৮৩১)]।

৬। কবর বেশ গর্ত, প্রশস্ত ও সুন্দর করে তৈরি করা ওয়াজিব। এ মর্মে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি উল্লেখ করা হল ঃ

عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا ﴿وأعمقوا﴾ ﴿وأحسنوا﴾ وَادْفِنُوا الاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ فِي الْقَبْرِ وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا.

হিশাম ইবনু আমের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ "যখন উহুদের ময়দানে কতিপয় মুসলিম শাহাদাত বরণ করলেন আর অনেক লোককে ক্ষতবিক্ষত হতে হল। তখন রসূল (ﷺ) বললেন ঃ গর্ত কর

---

[১] হাদীসটি তিরমিযী (৯৩৯) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ তিরমিযী" (৯৩৯), "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৫৬৪৯) ও "মুখতাসারুস সামায়েল"।

(কবর খনন কর), প্রশস্ত করে খনন কর, {বেশী করে গর্ত কর} {সুন্দর করে গর্ত কর} এবং এক কবরে দু'জন, তিনজন করে দাফন কর। আর আগে (কিবলার দিকে) তাকেই রাখো যে কুরআন বেশী জানে।"[১]

৭। দু'পদ্ধতির কবর তৈরি করা যায়। একটি হচ্ছে লাহ্‌দ কবর আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে শাক্ক। শাক্ক কবর হচ্ছে সাধারণত আমরা বাংলাদেশীরা যেভাবে কবর খনন করে থাকি, এ কবরে লম্বালম্বি একটিই গর্ত হয়। কিন্তু লাহ্‌দ কবরে লম্বালম্বি একটি গর্ত হওয়ার পর নিচে গিয়ে পশ্চিম দিকে আরেকটি পার্শ্ব গর্ত করা হয়। এ ধরনের কবরে প্রথম গর্ত থেকে মৃতের লাশ পার্শ্ব গর্তে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এরূপ লাহ্‌দ কবর তৈরি করাই উত্তম। আমাদের দেশে এরূপ করা হয় না, সম্ভবত মাটি শক্ত হওয়ার কারণে। রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগ থেকেই এ দু'ধরনের কবরের প্রচলন হয়ে আসছে। রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্যও এ লাহ্‌দ কবর তৈরি করা হয়েছিল।[২] উহূদ যুদ্ধের শহীদদের জন্যও লাহ্‌দ কবর করা হয়েছিল।

সা'আদ ইবনু আবী ওক্কাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজের জন্যে নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ন্যায় লাহ্‌দ কবর তৈরি করার জন্য অসিয়াত করে গিয়েছিলেন।[৩]

এক হাদীসের মধ্যে রসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ লাহ্‌দ কবর আমাদের জন্য আর শাক্ক কবর আমরা ব্যতীত অন্যদের জন্য।[৪]

---

[১] হাদীসটি নাসাঈ (২০১৫, ২০১৬, ২০১৮) বন্ধনীর মধ্যের ভাষাগুলো তারই, (কোন কোনটি অন্যরাও বর্ণনা করেছেন), আবূ দাউদ (৩২১৫), ইবনু মাজাহ (১৫৬০), তিরমিযী (১৭১৩) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ নাসাঈ", "সহীহ্ আবী দাউদ", "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্" ও সহীহ্ তিরমিযী"।

[২] দেখুন "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৫৫৭)।

[৩] এ মর্মে বর্ণিত আসারটি ইমাম মুসলিম (৯৬৬), ইবনু মাজাহ্ (১৫৫৬), নাসাঈ (২০০৭), ও আহমাদ (১৪৯২, ১৬০৪) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

[৪] এ হাদীসটি আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ্ ও তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩২০৮), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৫৫৪), "সহীহ্ নাসাঈ" (২০০৯) ও "সহীহ্ তিরমিযী" (১০৪৫)।

৮। প্রয়োজনের তাগিদে দু'জন অথবা আরো বেশী সংখ্যক মৃত ব্যক্তিকে একই কবরে দাফন করাতে কোন সমস্যা নেই। তবে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে কিবলার দিকে রাখতে হবে। এ মর্মে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উহুদ যুদ্ধের মৃত ব্যক্তিদের দু'জনকে (অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনজনকে) একই কাপড়ে একত্রিত করেছেন (একই কাপড়ে কাফন দিয়েছেন)। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ তাদের কোন ব্যক্তি কুরআন বেশী গ্রহণকারী (পাঠকারী)? যখন দু'জনের একজনের দিকে ইশারা করা হত তখন তাকে তার অপর সাথীর আগে [কিবলার দিকে] কবরে (লাহ্দে) রাখা হত। আর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে সময় বলতেন ঃ কিয়ামাতের দিন আমি তাদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি তাদেরকে তাদের রক্ত সহকারে দাফন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাদেরকে গোসল করানো হয়নি এবং তিনি তাদের সলাতও আদায় করেননি। [জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন ঃ আমার আব্বা ও আমার চাচাকে সেদিন একই কবরে দাফন করা হয়েছিল।"[১]

উল্লেখ্য, হাদীসে একই কাপড়ে দু'জন অথবা তিনজনকে যে কাফন দিয়েছেন বলা হয়েছে, এর দ্বারা এরূপ বুঝা ঠিক হবে না যে, দু'জন বা তিনজনকে এক কাপড়েই জড়িয়ে দিয়ে ছিলেন। বরং একজনের কাপড় কেটে দু'জন অথবা তিনজনকে কাফন পরানো হয়েছে। কারণ যদি একই কাপড়ে দু'জন বা তিনজনকে জড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে যে ব্যক্তি কুরআন বেশী পাঠকারী তাকে কিবলার দিকে এগিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। অতএব হাদীসের ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, একজনের কাপড়ে দু'জন বা তিনজনকে কেটে কেটে কাফন পরিয়েছেন। এ সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে।

৯। মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর দায়িত্ব পালন করবে পুরুষরা। যদিও মৃত ব্যক্তি মহিলা হয়। নাবী ((সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যামানা হতে অদ্যাবধি এরূপ আমলই হয়ে আসছে। এ মর্মে আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে হাদীস বর্ণিত

---

[১] হাদীসটি ইমাম বুখারী (১৩৪৮), তিরমিযী (১০৩৬), নাসাঈ (১৯৫৫), আবূ দাঊদ (৩১৩৮) ও ইবনু মাজাহ্ (১৫১৪) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

হয়েছে। যার বিবরণ কিছু পরেই আসবে ইন্‌শাআল্লাহ। কারণ, পুরুষরা বেশী শক্তিশালী, আর মহিলাদের পরপুরুষের সামনে পর্দাহানি হওয়ার আশঙ্কা আছে, যা না-জায়েয।

১০। মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রাই তাকে কবরে নামানোর দায়িত্ব পালন করবে, আলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসের কারণে। রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর নিকটজনরাই কবরে নামিয়েছিলেন। তারা ছিলেন ঃ আলী, আব্বাস, ফায্‌ল ও সালেহ্ (রাঃ)।[১]

১১। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দাফন করা জায়েয। কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-কে দাফন করার কামনা করেছিলেন। এ মর্মে সহীহ্ সনদে ইমাম আহমাদ (২৪৫৮৯) হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের মধ্যে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ "... আমি তোমাকে প্রস্তুত করতাম এবং তোমাকে দাফন করতাম।" অতএব এ হাদীসের পরে কোন আলেম জায়েয বললেন আর কোন আলেম বললেন না-জায়েয, এরূপ মতামতের আর কোন গুরুত্ব নেই।

১২। তবে দাফনের ক্ষেত্রে সুন্নাত হচ্ছে এই যে, সে ব্যক্তিই কবরে নামবে যে পূর্ব রাতে কোন স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি তার কোন স্ত্রীর সাথে পূর্ব রাতে সঙ্গমে মিলিত হয়ে থাকে তাহলে নিম্নোক্ত হাদীসের কারণে সে কবরে নামবে না ঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُول اللهِ ﷺ قَالَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ قَالَ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَان قَالَ فَقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَانْزِلْ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا.

আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ

---

[১] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি হাকিম (১/৩৬২), তার থেকে বাইহাক্বী (৪/৫৩) সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে হাকিম ও যাহাবী সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৯৭)।

"আমরা রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন এক মেয়ের দাফনের সময় উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন কবরের পাড়ে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্য হতে কি এমন কেউ আছো যে বিগত রাতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়নি। আবূ ত্বলহা বললেন ঃ আমি [হে আল্লাহর রসূল]! তিনি তাকে কবরে নামতে বললেন। অতঃপর তিনি তার কবরে নেমেছিলেন।"[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ

রুকাইয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) যখন মারা যান তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ "সেই ব্যক্তি কবরে নামবে না যে [বিগত] রাতে তার পরিবারের সাথে সঙ্গমে মিলিত হয়েছে। এ কারণে উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কবরে নামেননি।[২]

দ্বিতীয় বর্ণনায় যে, রুকাইয়্যার কথা বলা হয়েছে আসলে এ বর্ণনাটি বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবনু সালামার সন্দেহের কারণেই হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখানে উম্মু কুলসূম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হবে। কারণ রুকাইয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) যখন মারা যান তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদর যুদ্ধে ছিলেন, তিনি উপস্থিত ছিলেন না।[৩]

উক্ত হাদীস প্রমাণ করছে যে, পিতা বা স্বামী বা ভাইও যদি থাকে তাহলেও তারা পূর্ব রাতে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে থাকলে, তারা কবরে না নেমে অন্যদের কবরে নামাই হচ্ছে সুন্নাত যদিও অন্যরা মাহরাম না হয়।

শাইখ আলবানী বলেন ঃ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আমি যে সব ফিকহের কিতাব সম্পর্কে অবগত হয়েছি সেগুলোর কোনটিতেই এ সুন্নাতটি সম্পর্কে কোনই আলোচনা করা হয়নি।

এছাড়া উক্ত হাদীস আরো প্রমাণ করছে যে, মহিলা হলেও তাকে নামানোর জন্য কবরে পুরুষরাই নামবে। এমনকি সে যদি মাহরামও না হয় তাহলে তাতে কোন সমস্যা নেই। কারণ আবূ ত্বলহা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মেয়েদের জন্য মাহরাম ছিলেন না। যদি মহিলাদের জন্য কবরে মহিলাকে নামানো জায়েয হত তাহলে রুকাইয়্যা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-এর বোন ফাতিমা

---

[১] হাদীসটি বুখারী (১২৮৫), আহমাদ (১১৮৬৬)। এছাড়া অন্য মুহাদ্দিসগণও বর্ণনা করেছেন।

[২] এটি ইমাম আহমাদ (১২৯৮৫) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

[৩] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৯৯)।

(রাযিয়াল্লাহু আনহা)সহ অন্যান্য মহিলারা ছিল। কিন্তু রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে কবরে নামার জন্য বলেননি।[১]

১৩। মৃত ব্যক্তিকে কবরের পায়ের দিক থেকে নামানোই হচ্ছে সুন্নাত। আবূ ইসহাক হতে বর্ণিত হাদীসের কারণে, তিনি বলেন ঃ হারিস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) অসিয়্যাত করে গিয়েছিলেন যে, তার সলাত যেন আব্দুল্লাহ্ ইবনু ইয়াযীদ আদায় করেন। ফলে তিনিই তার সলাত আদায় করেছিলেন। অতঃপর তিনি তাকে কবরের পায়ের দিক দিয়ে নামিয়ে বলেন ঃ এটিই হচ্ছে সুন্নাত।"[২] তিনি যে বলেন ঃ 'এটিই হচ্ছে সুন্নাত' এর দ্বারা এটি যে নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত তা প্রমাণিত হচ্ছে।

শাইখ আলবানী বলেন ঃ এর সাক্ষী স্বরূপ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রমুখ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এরূপ নির্দেশই দিয়েছিলেন। মক্কা মদীনায় এরূপ আমলই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[৩]

১৪। কবরে মৃতের সম্পূর্ণ শরীরকে ডান কাত করে রাখতে হবে। (যেভাবে আমরা ডান কাত হয়ে শুয়ে থাকি ঠিক সেভাবে কাত করে দিতে হবে)। চেহারা ও তার দু'পায়ের আংগুলগুলো কিবলামুখে থাকবে। কারণ, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগ হতে অদ্যাবধি এরূপ আমলই হয়ে আসছে। যমীনের উপরের সকল কবর স্থানেই এরূপ করতে হবে। ইবনু হায্‌ম এর "আল-মুহাল্লা" (৫/১৭৩) গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে এরূপই এসেছে।[৪]

উল্লেখ্য বর্তমানে আরব দেশগুলোতে এভাবেই আমল হয়ে আসছে অথচ আমাদের ভারতবর্ষে এর উপর আমল না করে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে মুখটি কিবলার দিকে কাত করে দেয়ার চেষ্টা করা হয়।

---

[১] এ মর্মে বিস্তারিত দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ৯৯)।

[২] হাদীসটি ইবনু আবী শাইবাহ্ "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (৪/১৩০), আবূ দাউদ (৩২১১) ও বাইহাক্বী (৪/৫৪) বর্ণনা করে বলেছেন ঃ এর সনদটি সহীহ্। হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩২১১)।

[৩] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১০০ ও "তালখীসু আহকামিল জানায়েয")।

[৪] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১০১)।

পাঠকবৃন্দ! আমাদেরও পূর্ব আমল ছেড়ে দিয়ে এখন হতে উপরোক্ত পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা শুরু করা উচিত।

১৫। কবরে রাখার সময় নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে ঃ

"بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ، أَوْ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ."

"বিসমিল্লাহি অ-আলা সুন্নাতে রসূলিল্লাহ্ অথবা বিসমিল্লাহি অ-আলা মিল্লাতে রসূলিল্লাহ্।"

এর দলীল ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত হাদীস ঃ

"যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হত তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন ঃ বিসমিল্লাহি অ-আলা সুন্নাতে রসূলিল্লাহ্"।[১] অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ তিনি বলেন ঃ "তোমরা যখন তোমাদের মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখবে তখন বলবে ঃ "বিসমিল্লাহি অ-আলা মিল্লাতে রসূলিল্লাহ্।"[২]

তবে তিরমিযীর বর্ণনায় (১০৪৬) ঃ 'বিসমিল্লাহি অ-বিল্ল্যাহি অ-আলা মিল্লাতি রসূলিল্লাহি, বিসমিল্লাহি অ-বিল্ল্যাহি [অ-আলা সুন্নাতি রসূলিল্লাহ্]'-ও বর্ণিত হয়েছে। ইবনু মাজার এক বর্ণনায় ঃ বিসমিল্লাহি অ-ফী সাবীলিল্লাহি অ-আলা মিল্লাতি রসূলিল্লাহি'-ও বর্ণিত হয়েছে।[৩]

১৬। যারা কবরের নিকটে থাকবে তাদের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে এই যে, তারা দু'হাত ভরে কবরের উপর তিন খাবলা মাটি দিবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلاَثًا.

---

[১] এটি আবূ দাউদ ও আহমাদ (৫২১১, ৫৩৪৭, ৬০৭৬) বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩২১৩)।

[২] এটিও ইমাম আহমাদ (৪৭৯৭, ৪৯৭০) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া দেখুন ইবনু মাজাহ্ (১৫৫০, ১৫৫৩), তিরমিযী (১০৪৬), ইবনু হিব্বান "সাহীহ" গ্রন্থে (৭৭৩), হাকিম (১/৩৬৬), বাইহাক্বী (৪/৫৫)। ইমাম হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। শাইখ আলবানী বলেন ঃ তারা দু'জনে যেরূপ বলেছেন হাদীসটি সেরূপই।

[৩] সবগুলোই সহীহ, দেখুন "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্ (১৫৫০), "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৪৭৯৬), "সহীহ্ তিরমিযী" (১০৪৬) ও "ইরউওয়াউল গালীল" (৭৪৭)।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, "রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানাযার সালাত আদায় করলেন। অতঃপর মৃত ব্যক্তির কবরের নিকট এসে তার মাথার দিক হতে তার উপর তিন খাবলা মাটি দিলেন।"[১]

পরবর্তী যুগের কোন কোন আলেম প্রথম খাবলার সময় "মিনহা খালাকনাকুম" দ্বিতীয় খাবলার সময় "অ-ফীহা নু'ঈদুকুম" এবং তৃতীয় খাবলার সময় "অ-মিনহা নুখরেজুকুম তারাতান উখরা" বলাকে মুস্তাহাব মনে করে থাকেন। কিন্তু বিশুদ্ধ সূত্রে এর কোন শার'ঈ ভিত্তি নেই।

কারণ, এর সমর্থনে "মুসনাদু আহমাদ" (২১১৬৩) গ্রন্থে বর্ণিত আবূ উমামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত যে হাদীসটি দ্বারা দলীল দেয়া হয় সেটি খুবই দুর্বল। বরং বানোয়াট ও জাল। কারণ, এর সনদে ওবাইদুল্লাহ্ ইবনু যাহ্র, 'আলী ইবনু ইয়াযীদ ইবনে জাদ'আন এবং আল-কাসেম নামক তিনজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইমাম নাবাবী বলেন ঃ আলী ইবনু যায়েদ, কিন্তু তিনি আসলে আলী ইবনু যায়েদ নন বরং তিনি হচ্ছেন আলী ইবনু ইয়াযীদ।

হাদীসটি সকল ইমামের ঐকমত্যে খুবই দুর্বল, বরং ইবনু হিব্বানের নিকট বানোয়াট। ইবনু হিব্বান বলেন ঃ

'ওবাইদুল্লাহ্ নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করতেন। আর তিনি যখন আলী ইবনু ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন তখন মহা বিপদ নিয়ে এসেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ যখন কোন হাদীসের সনদে উপরোক্ত তিন বর্ণনাকারী একত্রিত হবেন তখন জানতে হবে যে, সে হাদীসটি তাদের হাতেই তৈরিকৃত'।

মোটকথা হাদীসটি কমপক্ষে খুবই দুর্বল। এরূপ সনদের হাদীসের উপর আমল করা না-জায়েয। যেমনটি হাফেয ইবনু হাজার বলেছেন।

দাফনের পরে যে সব কর্ম করা সুন্নাত

<u>১। যমীন থেকে কবরের উপরের ভাগকে এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করতে হবে। যমীনের সাথে বরাবর করে রাখবে না।</u> যাতে বুঝা যায় যে,

---

[১] হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাবাবী বলেন ঃ সনদটি ভাল। শাইখ আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৫৬৫) ও "ইরউওয়াউল গালীল" (৭৫১)।

এটি একটি কবর। ফলে মানুষের চলাচল করা থেকে কবরটি রক্ষিত থাকবে। কারণ "... রসূল (ﷺ)-এর কবর যমীন হতে এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করা হয়েছিল।"[১]

২। কবরের উপরের অংশটিকে কুঁজ আকারে করে দিতে হবে। কারণ সুফিয়ান আত-তাম্মার বলেন ঃ "আমি নাবী (ﷺ) {আবূ বাকর ও উমার (رضي الله عنهما)} এর কবর মুসান্নাম (কুঁজ) অবস্থায় দেখেছি।"[২]

৩। দাফনকৃত ব্যক্তির কবরের মাথার নিকটে কবরকে চিহ্নিত করার জন্য একটি পাথর রাখা সুন্নাত। যাতে করে তার পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে তার নিকট কবর দেয়া যায়। কারণ "উসমান ইবনু মায'উন (رضي الله عنه)-কে দাফন করার পর রসূল (ﷺ) এক ব্যক্তিকে একটি পাথর নিয়ে আসতে বললেন, কিন্তু সে ব্যক্তি পাথরটি নিয়ে আসতে অপারগ হলে তিনি নিজে পাথরটি বহন করে তার মাথার নিকটে রেখে দিয়ে বলেছিলেন ঃ এর দ্বারা আমার ভাইয়ের কবরকে চিহ্নিত করলাম। আমার পরিবারের যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবে তাকে তার নিকট দাফন করব।"[৩]

৪। কবরের নিকট দাঁড়িয়ে কবরের মধ্যের প্রশ্নোত্তরগুলোর শিক্ষামূলক তালকীন দেয়া যাবে না। কারণ এ মর্মে বর্ণিত হাদীস সহীহ্ নয়। ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ "যাদুল মা'আদ" (১/২০৬) গ্রন্থে এরূপই বলেছেন। আর ইমাম নাবাবী প্রমুখ বিদ্বানগণ এ মর্মে বর্ণিত হাদীসকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে মুনকার আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সিলসিলাতুস য'ঈফাহ্" (৫৯৯)। সান'আনী "সুবুলুস সালাম" (২/১৬১) গ্রন্থে বলেন ঃ বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ মর্মে বর্ণিত

---

[১] হাদীসটি ইবনু হিব্বান তার "সহীহ্" (২১৬০) গ্রন্থে এবং বাইহাক্বী (৩/৪১০) হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।

[২] এ হাদীসটি বুখারী (১৩৯০) ও বাইহাক্বী (৪/৩) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া ইবনু আবী শাইবাহ ও আবূ নো'য়াইম "আল-মুস্তাখরাজ" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি "আত-তালখীস" গ্রন্থে এসেছে। বন্ধনীর মধ্যের অংশ তাদের দু'জনেরই বর্ণনাকৃত।

[৩] হাদীসটি আবূ দাউদ (৩২০৬), তার থেকে বাইহাক্বী (৩/৪১২) হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি হাফেয ইবনু হাজার "ফতহুল বারী" গ্রন্থে (৫/২২৯) বলেছেন। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী হাসান আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩২০৬) ও "মিশকাত (তাহ্কীক্ব আলবানী)" (১৭১১)।

হাদীসকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। অতএব এরূপ আমল করা বিদ্‘আত। বহু লোকে করে বলে এরূপ আমল করার ব্যাপারে ধোঁকায় পড়া যাবে না। কারণ বহু লোকে করাটা কোন দলীল নয়। এরূপ কথা ইসলাম সম্পর্কে না জানা লোকদের দলীল।

বরং দাফনের পর কবরের নিকট দাঁড়িয়ে তার স্থিতিশিলতার জন্য ও তাওহীদের উপর অটল থাকার জন্য দু‘আ করবে এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। উপস্থিত ব্যক্তিদেরকেও এরূপ করার জন্য নির্দেশ দিবে। কারণ উসমান ইবনু আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মৃত ব্যক্তির দাফন কার্য শেষ করতেন, তখন তার নিকট দাঁড়িয়ে বলতেন ঃ "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য স্থিতিশিলতা প্রার্থনা কর। কারণ তাকে এক্ষণি প্রশ্ন করা হবে।"[১]

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এখানে একটি বিষয় জানা প্রয়োজন যে, অনেকে দাফনের পরে কবরের নিকট দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে দলবদ্ধভাবে দু‘আ করা যাবে মর্মে এ হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন। কিন্তু যারা এরূপ বলে থাকেন তারা হাদীসের ভাষা না বুঝেই বলে থাকেন। কারণ সম্মিলিতভাবে দু'হাত তুলে দু‘আ করার কথা কিন্তু এ হাদীসে নেই এবং রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেভাবে দু‘আ করতেও বলেননি। যদি সেভাবে দু‘আ করতে বলতেন তাহলে তো তিনি নিজেই হাত তুলে দু‘আ করতেন আর তাঁর সাথে সাথে সহাবীগণও দু‘আ করতেন এবং আমীন আমীন বলতেন। কিন্তু তারা এরূপ কিছু

---

[১] হাদীসটি আবূ দা‘উদ (৩২২১), হাকিম (১/৩৭০), বাইহাক্বী (৪/৫৬), আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ "যাওয়ায়েদুয যুহদ" (পৃঃ ১২৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেন ঃ সনদটি সহীহ। যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইমাম নাবাবী বলেন ঃ সনদটি ভাল। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩২২১), "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৯৪৫), "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (১৩৩) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (৩৫১১)।

করেননি ফলে তা বর্ণিতও হয়নি। যদি এরূপ সম্মিলিত দু'আ তারা করতেন তাহলে অবশ্যই তা বর্ণিত হত। বরং সকলের প্রতি তাঁর নির্দেশটি ছিল পৃথক পৃথকভাবে দু'আ করার। এর পরেও যদি কেউ বলেন যে, না করা যাবে তাহলে তা হবে বিদ'আত এবং আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকামূলক- হাদীসে কি এসেছে আর কিসের দলীল দিচ্ছেন এরূপ মুখের জোরের কথা।

৫। দাফন করার সময় মৃত ব্যক্তির কবরের নিকট উপস্থিত লোকদের মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরের অবস্থাকে স্মরণ করানোর লক্ষ্যে কিছু সময় অবস্থান করা জায়েয আছে।

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ [مستقبل القبلة]، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ [فجعل ينظر إلى السماء، وينظر إلى الأرض، جعل يرفع بصره ويخفضه، ثلاثاً]، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.[ثم قال: اللهم إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ] [ثلاثاً]....

কারণ, বারা ইবনু আযেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ আমরা নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে আনসারী এক ব্যক্তির জানাযার উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম। আমরা যখন তার কবরের নিকট গেলাম তখন পর্যন্ত তার জন্য লাহ্‌দ কবর তৈরি করা সমাপ্ত হয়নি। এ সময় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) {কিবলামুখী হয়ে} বসে পড়লেন, আমরাও তার আশ-পাশে এমনভাবে বসে গেলাম যেন আমাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তাঁর হাতে একটি কাঠ ছিল তিনি (তা দিয়ে) যমীনে হালকাভাবে প্রহার করছেন। {তিনি আসমানের দিকে আবার যমীনের দিকে তাকানো শুরু করলেন, তিনি তাঁর দৃষ্টি একবার উপরে আবার নীচে করছেন, তিনবার এরূপ করলেন}। অতঃপর মাথা উঠিয়ে বললেন ঃ তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। দু'বার অথবা তিন বার এ কথাটি

বললেন। {অতঃপর তিনি তিনবার বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি ... ।"[১]

আবূ দাউদ ও ইবনু মাজার বর্ণনায় "কিবলামুখী হয়ে" বসার কথাটি এসেছে।[২]

<u>৬। গ্রহণযোগ্য সঠিক উদ্দেশ্যে মৃতকে কবর থেকে উঠানো জায়েয আছে।</u> যেমন গোসল ও কাফন দেয়ার পূর্বেই দাফন করে দিয়ে থাকলে। কারণ জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ

"أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ فَاللهُ أَعْلَمُ وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا.

"রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে কবরে প্রবেশ করানোর পর তার কবরের নিকটে আসলেন। অতঃপর তাঁর নির্দেশে তাকে কবর হতে বের করা হল। তিনি তাকে তাঁর দু'হাটুর উপরে রাখলেন এবং তাঁর থুথু মিশ্রিত ফু দিলেন এবং তাঁর জামা তাকে পরিয়ে দিলেন। আল্লাহ্ই বেশী

---

[১] হাদীসটি আবূ দাউদ (৪৭৫৩), আহমাদ (১৮০৬৩), হাকিম (১/৩৭-৪০) ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ (২০০১) ও ইবনু মাজাহ (১৫৪৯) পাখি বসে আছে পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৪৭৫৩), "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (১৬৩০) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (৩৫৫৮)। হাদীসটিকে হাকীম ও যাহাবী বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। শাইখ আলবানী বলেন ঃ তারা দু'জনে যেরূপ বলেছেন আসলে সেরূপই। ইবনুল কাইয়্যিম "ই'লামুল মুওয়াক্কে'য়ীন" (১/২১৪) ও "তাহযীবুস সুনান" (৪/৩৩৭) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন এবং তিনি আবূ নো'য়াইম ও অন্যদের উদ্ধৃতিতে সহীহ্ আখ্যাদানের কথা উল্লেখ করেছেন।

[২] এ ভাষাটিও সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩২১২), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৫৪৮) ও "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী" (১৭১৩)।

জানেন। রসূল (ﷺ) আব্দুল্লাহ্ ইবনু উবাই-এর জামা আব্বাস (রাঃ)-কে পরিয়েছিলেন।"[১]

সবার জানা আছে যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনু উবাই ইবনু সালূল মুনাফিক ছিল। অতএব সম্ভবত রসূল (ﷺ) তার কবরের নিকটে গিয়ে তাকে নিজ জামা পরিয়ে দিয়েছিলেন সূরা তাওবার ৮৪ নং আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে। অথবা কোন কাপড় না থাকায় চাচা আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব (রাঃ)-কে যেহেতু বদরের দিন ইবনু সালূলের জামা পরিয়েছিলেন সে কারণে তিনি তাঁর নিজের জামা তাকে পরিয়ে ঋণ পরিশোধ করেন।[২]

৭। কোন ব্যক্তির জন্য মৃত্যুর পূর্বেই কবর খনন করে রাখা পছন্দনীয় কাজ নয় (সুন্নাতী ত্বরীকা নয়)। কারণ নাবী (ﷺ) ও তাঁর সাথীগণ এরূপ করেননি। এছাড়া মানুষ কোথায় মৃত্যুবরণ করবে তা কেউ জানে না।

সমবেদনা প্রকাশ করার শার'ঈ বিধান

কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্য মাগফিরাত কামনা করার সাথে সাথে তার পরিবার ও শোকার্ত আত্মীয় স্বজনকে সুন্দর কথা ও বাণীর দ্বারা সমবেদনা জানানো এবং সান্ত্বনা প্রদান করা এবং ধৈর্য ধারণ করতে বলা শরী'আত সম্মত কাজ। এছাড়া তাদের সার্বিক জীবন যেন মঙ্গলজনক থাকে এর জন্য দু'আ করাও উচিত। ইমাম নাসাঈ ও আহমাদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তির সন্তান মারা গেলে রসূল (ﷺ) চিন্তিত সে ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে সমবেদনা প্রকাশ এবং সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন।[৩]

---

[১] হাদীসটি বুখারী (১৩৫০), মুসলিম (২৭৭৩), নাসাঈ (১৯০১, ২০১৯, 2020), ইবনুল জারূদ (২৬০), বাইহাক্বী (৩/৪০২), আহমাদ (১৪৫৬৮, ১৪৬৫৭) বর্ণনা করেছেন।

[২] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১০৬)।

[৩] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "সহীহ্ নাসাঈ" (২০৮৮) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (২০০৭)।

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে "রসূল (ﷺ) তাঁর সহাবীদেরকে সঙ্গে নিয়ে সন্তান হারা এক মহিলাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তাকে আল্লাহ্ ভীতির এবং ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।"[১]

উল্লেখ্য বিপদে পড়া মু'মিন ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দেয়ার ফাযীলাত বর্ণনা করে একটি সহীহ্ অথবা হাসান হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যদিও সেটিকে শাইখ আলবানী পূর্বে "য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ" গ্রন্থে (৬১০) দুর্বল আখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সেটিকে "সিলসিল্যাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (১৯৫) সহীহ্ আর "সহীহ্ ইবনু মাজাহ্" (১৬০১), "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৫৭৫২) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (৩৫০৮) গ্রন্থে হাসান আখ্যা দেন। সেটি হচ্ছে– রসূল (ﷺ) বলেন ঃ "কোন মু'মিন ব্যক্তি তার বিপদগ্রস্ত ভাইকে সান্ত্বনা দিলে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তাকে মর্যাদার লেবাস পরিধান করাবেন।" এটি ছাড়া ইমাম তিরমিযী এবং ইবনু মাজাহ্সহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোনটিই সহীহ্ নয়।[২]

তবে শোক প্রকাশের ক্ষেত্রে লোকদের দু'টি বস্তু থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য

১। শোক জানানোর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যেমন কোন বাড়ী বা কবরস্থানে বা মসজিদে একত্রিত হওয়া (না-জায়েয)। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কোন স্থানেই একত্রিত হওয়া যাবে না।

২। শোক জানানোর জন্য আগত লোকদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা।

---

[১] এ হাদীসটি বায্যার ও হাকিম বর্ণনা করেছেন, হাদীসটিকে ইমাম যাহাবী ও হাকিম সহীহ্ আর শাইখ আলবানী হাসান আখ্যা দিয়েছেন। এছাড়া আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দেখুন "আহ্কামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১০৯)।

[২] দেখুন "য'ঈফ তিরমিযী" (১০৭৩, ১০৭৬), "য'ঈফ ইবনু মাজাহ্ (১৬০২), "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (১৭৩৭, ১৭৩৮), "য'ঈফ তারগীব অত-তারহীব" (২০৫০, ২০৫৯, ২০৬০) ও "সিলসিলাহ্ য'ঈফাহ্ অল-মওযূ'আহ্" (৪০৪৯, ৫০০২)।

কারণ জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ আল-বাজালী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ আমরা মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট একত্রিত হওয়া এবং দাফনের পরে এ উপলক্ষে খাদ্যের আয়োজন করাকে জাহেলী যুগীয় রীতিতে ক্রন্দনের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করতাম।[১]

● <u>সুন্নাত হচ্ছে এই যে, মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয় ও তার প্রতিবেশীরা তার পরিবারের জন্য খাদ্য তৈরি করে প্রেরণ করবে।</u> কারণ আব্দুল্লাহ ইবনু জাফার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ

"যখন জাফারের মৃত্যু সংবাদ আসল তখন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তোমরা জাফারের পরিবারের জন্য খাদ্য তৈরি কর, কারণ তাদের নিকট এমন সংবাদ এসেছে যা তাদেরকে ব্যস্ত করে রাখবে।"[২]

● <u>ইয়াতীম বাচ্চার মাথায় তিনবার হাত বুলানো এবং তার জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব।</u>[৩]

মৃত ব্যক্তি কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা উপকৃত হবে

প্রথমত ঃ দাফনের পরে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া ও খাদ্য তৈরি করাসহ প্রচলিত নিয়মে বিভিন্নরূপ

---

[১] হাদীসটি ইমাম আহমাদ (৬৮৬৬), ইবনু মাজাহ্ (১৬১২) বর্ণনা করেছেন, তার সনদটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ্। ইমাম নাবাবী "আল-মাজমূ'" গ্রন্থে (৫/৩২০) এবং বুসয়ারী "আয-যাওয়াইদ" গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। শাইখ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৬১২)।

[২] হাদীসটি আবূ দাউদ (৩১৩২), তিরমিযী (৯৯৮), ইবনু মাজাহ (১৬১০), ইমাম শাফে'ঈ "আল-উম্ম" গ্রন্থে (১/২৪৭), দারাকুতনী (১৯৪,১৯৭), হাকিম (১/৩৭২), বাইহাক্বী (৪/৬১), আহমাদ (১৭৫৪) বর্ণনা করেছেন। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটির সনদকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। ইবনুস সাকানও হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। আর শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ", "সহীহ্ তিরমিযী" ও "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্"।

[৩] এ মর্মে ইমাম আহমাদ (১৭৬৩), হাকিম (১/৩৭২) ও বাইহাক্বী (৪/৬০) {তার সনদটি হাসান} হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাকিম ও যাহাবী হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১১৩)।

অনুষ্ঠান করার বৈধতা কি ইসলাম দিয়েছে? একটু বিস্তারিত জানা প্রয়োজন।

(যদিও একটু পূর্বে বিষয়টি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে, তবুও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় পুনরায় আলোচনা করা হচ্ছে)। আমাদের সমাজে মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে কুলখানি, চল্লিশা, মৃত্যু বার্ষিকী, মিলাদ মাহফিল, দু'আ মাহফিলসহ বিভিন্নরূপ অনুষ্ঠান করার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এ সব অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে খানা তৈরি করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়, কিংবা কোন বাড়িতে খানার আয়োজন করে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের দা'ওয়াত দিয়ে দু'আর অনুষ্ঠান করা হয়, অথবা কোন স্থানে কুরআনের হাফেয ও আলেমদেরকে একত্রিত করে কুরআন তিলাওয়াতের ব্যবস্থা করে তাদের মাধ্যমে বিশেষ দু'আর অনুষ্ঠান করা হয়। ইত্যাদি।

কিন্তু বহুল প্রচলিত এসব কর্মকাণ্ডগুলোর ব্যাপারে ইসলাম কী বলে?
আমরা উক্ত বিষয়গুলোকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ

১। শোক জানানোর জন্য নির্দিষ্ট স্থানে যেমন কোন বাড়ী বা কবরস্থানে বা মসজিদে বা অন্য যে কোন স্থানে একত্রিত হওয়া। উদ্দেশ্য মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা ও তাকে স্মরণ করা।

২। শোক জানানোর জন্য আগত লোকদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা অথবা মৃত ব্যক্তির উপকার হবে এ বিশ্বাসে খানার আয়োজন করে মানুষকে দা'ওয়াত দিয়ে খাওয়ানো।

উল্লেখ্য এসব কর্মকাণ্ডকে ইসলামের প্রথম যুগে বিদ'আত হিসেবেই গণ্য করা হত। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা, সূরা ফাতিহা পাঠ করা, সূরা ইয়াসীন পাঠ করা, সূরা ইখলাস পাঠ করা, মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে দু'আ করার ন্যায় কর্মগুলোর সে যুগে কোন অস্তিত্বই ছিল না। সূরা ইয়াসীন ও ইখলাসসহ অন্য কোন সূরা পাঠ করার ব্যাপারে যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সবই দুর্বল, আমলযোগ্য নয়। অর্থাৎ নাবী (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে এরূপ কোন কর্মকাণ্ড করা হয়নি, সহাবীগণের যুগে হয়েছে এরূপ প্রমাণ পাওয়াও যায় না, বরং কেউ তা করলে তারা তার প্রতিবাদ করেছেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে সংক্ষেপে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হল ঃ

জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ্ আল-বাজালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ

"كُنَّا نَرَى الاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ.

"আমরা মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট একত্রিত হওয়া এবং দাফনের পরে এ উপলক্ষ্যে খাদ্যের আয়োজন করাকে জাহেলী যুগীয় ক্রন্দন বা বিলাপ হিসাবে গণ্য করতাম।"[১]

শাফেঈ মাযহাবের বিখ্যাত ফাকীহ ইমাম নাবাবী স্বীয় গ্রন্থ "আল-মাজমু'"-এর মধ্যে (৫/৩০৬) বলেন ঃ 'মৃত ব্যক্তির জন্য শোক জানানোর উদ্দেশ্যে [কোন স্থানে] বসাকে ইমাম শাফে'ঈ ও তার অনুসারীগণ মাকরূহ হিসেবে গণ্য করেছেন। শোক জানানোর উদ্দেশ্যে বসার দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজন কোন এক বাড়িতে একত্রিত হবে, অতঃপর যারা শোক (সমবেদনা) জানাতে চায় তারা তাদের নিকট উপস্থিত হবে। তারা বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির সম্মুখে যদি এরূপ অবস্থা এসে যায় তাহলে সেখান থেকে অন্য কাজের জন্য তার বেরিয়ে যাওয়া উচিত। শোক জানানোর উদ্দেশ্যে বসা যে মাকরূহ তাতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।'

ইমাম নাবাবী আরো বলেন ঃ আল্লামা শীরাযী, জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ্ আল-বাজালী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র হাদীস দ্বারা উক্ত কর্ম নবাবিস্কার (বিদ'আত) হওয়ার সমর্থনে দলীল গ্রহণ করেছেন।

হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ফাকীহ "হিদায়া" গ্রন্থের ভাষ্যকার ইবনুল হুমাম স্বীয় গ্রন্থ "শারহুল হিদায়াহ্"-র মধ্যে (১/৪৭৩) মৃত ব্যক্তির পরিবার কর্তৃক খানা তৈরি করে তার জন্য দাওয়াত দেয়াকে মাকরূহ (মাকরূহি তাহরীমী) হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এটি নিকৃষ্ট বিদ'আত।

হাম্বালী মাযহাবেও একই ধরনের কথা বলা হয়েছে, দেখুন "আল-ইনসাফ" (২/৫৬৫)।

---

[১] হাদীসটি ইমাম আহমাদ (৬৮৬৬) ও ইবনু মাজাহ (১৬১২) বর্ণনা করেছেন, ইবনু মাজার সনদটি শাইখায়নের শর্তানুযায়ী সহীহ। ইমাম নাবাবী "আল-মাজমূ'" গ্রন্থে (৫/৩২০) এবং বুসয়ারী "আয-যাওয়াইদ" গ্রন্থে হাদীসটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। শাইখ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৬১২)। আসলাম আল-ওয়াসিতী হাদীসটি "তারীখু ওয়াসিত" (পৃঃ ১০৭) গ্রন্থে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর বাণী হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমাদের একটি বিষয়ে ধারণা পরিস্কার হওয়া উচিত যে, কে কী বলল সেটি মুখ্য বিষয় নয় মুখ্য বিষয় হচ্ছে রসূল (ﷺ)-এর যুগে এবং সহাবীগণের যামানায় এরূপ রীতির প্রচলন ছিল কি ছিল না? যেহেতু প্রমাণিত হচ্ছে যে, এরূপ রীতির প্রচলন ছিল না বরং নিষেধের প্রমাণ মিলছে, অতএব এ সব কর্ম করা কোনক্রমেই শারী'আত সমর্থিত হতে পারে না।

সুন্নাত হচ্ছে এই যে, যেদিনে মারা যাবে সেদিন ও পরের রাতের জন্য মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা ও তার প্রতিবেশীরা তার (মৃত ব্যক্তির) পরিবারের জন্য খাদ্য তৈরি করে প্রেরণ করবে। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসটি একটু পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে, তাহলে গরীব-মিসকীনকে খাওয়ানো কি সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে না? এর উত্তরে বলব ঃ মৃত ব্যক্তির উপকারের নিয়্যাতে খানা তৈরি করা এবং তার জন্য আনুষ্ঠানিক কিছু করাকেই সহাবীগণের যুগে জাহেলী যুগীয় বিলাপ হিসেবে গণ্য করা হত। অতএব এখানে যখন খানা তৈরি করাই যাচ্ছে না, তখন খানাকে সাদাকার সাথে তুলনা করে প্রশ্ন আসার কোন সুযোগই নেই। সাদাকা করার ইচ্ছা করলে আপনি আপনার মৃত পিতা-মাতার নামে একজন মিসকীনকে [উদাহরণ স্বরূপ] দশ কেজি চাউল দিয়ে দিন। পিতা-মাতার নামে এটি সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে এবং তার সাওয়াব দ্বারা তারা উপকৃতও হবেন ইনশাআল্লাহ্।

আর নির্দিষ্ট তারিখে আপনি আপনার পিতা-মাতাকে স্মরণ করে খানা তৈরি করে আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ালে, এতে তাদের কোন উপকার তো হবেই না, বরং আপনার ক্ষতিই হবে। কারণ আপনি এমন একটি কর্মের সাথে সাওয়াবের আশায় জড়িয়ে পড়লেন যা রসূল (ﷺ)-এর যুগে ছিল না, সহাবীগণের যুগেও করা হত না। এটিই তো বিদ'আত, যে বিদ'আত সম্পর্কে রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ

"আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক বিদ্'আতির বিদ্'আতকে পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তাওবার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন'।[১]

অতএব বিদ'আতকে হালকা করে দেখার কোন উপায় নেই। কারণ আমরা উক্ত হাদীস থেকে জানতে পারলাম যে, বিদ'আতের সাথে জড়িত ব্যক্তি কোন গুনাহ থেকে তাওবা করতে চাইলে সে ব্যক্তির তাওবাই গ্রহণযোগ্য হবে না যে পর্যন্ত বিদ'আত হতে মুক্ত না হবে। এ বিষয়ে য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য, সেখানে বিদ'আতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য পিতা-মাতা বা মৃত আত্মীয় স্বজনকে সারা বছর ভুলে থেকে, মৃত্যু তারিখসহ নির্দিষ্ট কোন তারিখে স্মরণ করা বিদ'আত ও হারাম। ইসলামী শারীআতে এরূপ নির্দিষ্ট করণের কোনই প্রমাণ পাওয়া যাবে না। বরং তাদের জন্য সর্বদাই দু'আ করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

আমাদের সমাজে মৃত্যুর পরে চতুর্থ দিনে অথবা চল্লিশতম দিনে মিলাদ মাহফিলসহ বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সবগুলো নিকৃষ্টতম বিদ'আত। ইসলাম ধর্মে এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই, এ সবই হারাম। তা সত্ত্বেও কিছু মৌলভী আর মাদ্রাসার ছাত্ররা এ হারাম পন্থাকে কিছু পয়সা অর্জন আর খাওয়ার লোভে সমর্থন করে উপস্থিত হচ্ছেন। [নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক]। আল্লাহ্ সকলকে হিদায়াত দান করুন।

দ্বিতীয়ত ঃ মৃত ব্যক্তি কয়েকভাবে অন্যের কর্মের দ্বারা উপকৃত হতে পারে

(সে কর্মগুলো সুন্নাতি তরীকা হিসেবে প্রমাণিত ও দলীল নির্ভরশীল হওয়ায় প্রত্যেক মুসলিমের সেগুলো করাই উচিত)

---

[১] হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব" (১/১৩০ হাঃ নং ৫৪) এবং "সিলসিলাতুস সহীহাহ্" (১৬২০)।

(১) যে কোন মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক মৃত মুসলিম ব্যক্তির জন্য দু'আ। তবে গ্রহণযোগ্যতার শর্তাবলী বিদ্যমান থাকতে হবে। এর প্রমাণ সূরা হাশরের দশ নম্বর আয়াত ঃ

(وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ)

"আর যারা তাদের পরে আগমন করেছে, তারা বলে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।"[১]

আর রসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণী ঃ

"دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ.

"মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক তার অগোচরে থাকা [মুসলিম] ভাইয়ের জন্য দু'আ করলে তা গৃহীত হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত এক ফেরেশতা তার মাথার নিকটে থাকে, যখনই সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণ কামনা করে দু'আ করে, তখনই দায়িত্বপ্রাপ্ত সে ফেরেশতা বলেন ঃ আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ (দু'আ)।"[২]

এছাড়াও জানাযার সলাতে পঠিতব্য দু'আগুলো মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ ও ইসতিগফার।

(২) নযরের বকেয়া সওম মৃত ব্যক্তির অভিভাবক আদায় করলে তার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।

* عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا.

---

[১] (সূরা হাশ্র ঃ ১০)।

[২] হাদীসটি মুসলিম (২৭৩৩), ইবনু মাজাহ (২৮৯৫), আহমাদ (২১২০০, ২৭০১০) ও আবূ দাঊদ (১৫৩৪) বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে 'এক মহিলা সমুদ্র ভ্রমণকালীন সময়ে নযর মেনে ছিল যে, তাকে যদি আল্লাহ্ রক্ষা করেন তাহলে একমাস সওম পালন করবে। তাকে আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা করেন কিন্তু সওম আদায় করার পূর্বেই সে মারা যায়। তার মেয়ে অথবা তার বোন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকটে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে ... ... তিনি তাকে সেই মহিলার পক্ষ থেকে সওম আদায় করার নির্দেশ দিলেন।"[১]

শুধুমাত্র নযরের সওম আদায় করা মর্মে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত আসার ঃ

ما روت عمرة: أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين.

আম্রাহ বর্ণনা করেছেন যে, তার মা এমতাবস্থায় মারা গেল যে তার উপর রমাযানের কয়েকটি সওম রয়ে যায়। তাই সে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)-কে বলল ঃ আমি কি তার পক্ষ থেকে [বকেয়া সওম] আদায় করব? তিনি বললেন ঃ না, বরং প্রতি দিনের বিনিময়ে একজন করে মিসকীন ব্যক্তিকে অর্ধ সা' সাদাকাহ্ কর।[২]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.

সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ "যখন কোন ব্যক্তি রমাযান মাসে অসুস্থ হবে, অতঃপর সওম আদায় না করতে পেরে মারা যাবে, তার পক্ষ হতে খাদ্য খাওয়াতে হবে।

---

[১] হাদীসটি ইমাম আহমাদ, (১৯০৪৮), আবূ দাউদ (২৮৭৭) ও নাসাঈ (৩৭৫৬) বর্ণনা করেছেন।

[২] এ আসারটি ইমাম ত্বহাবী "মুশকিলুল আসার" (৩/১৪২) গ্রন্থে এবং ইবনু হায্ম "আল-মুহাল্লা" (৭/৪) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনুত তুরকুমানী বলেছেন ঃ এটি সহীহ্। শাইখ আলবানী বলেন ঃ আসারটি এ সূত্রে সহীহ্, বাইহাক্বী ও ইবনু হাজার আসকালানী যে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন সেটি অন্য সূত্রের কারণে। দেখুন "আহ্কামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১১৪)।

তার কাযা আদায় করতে হবে না। তবে তার যদি নযরের সওম বকেয়া থেকে যায় তাহলে তার পক্ষ হতে তা তার অভিভাবক আদায় করবে।"[১]

আবূ দাউদ "আল-মাসায়েল" (৯৬) গ্রন্থে বলেন ঃ আমি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালকে বলতে শুনেছি, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে একমাত্র নযরের সওমই আদায় করা যাবে।

উল্লেখ্য আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত যে হাদীসের মধ্যে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার উপরে সওম থাকা অবস্থায় মারা যাবে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক সে সওম আদায় করবে।" এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন। এর ভাবার্থ ব্যাপক ভিত্তিক, কিন্তু এর দ্বারা নযরের সওমকেই বুঝতে হবে, যেমনটি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ও ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বুঝেছিলেন। অতএব যেরূপ অন্যজনের পক্ষ থেকে সলাত আদায় করা যায় না অনুরূপভাবে রমাযানের সওমও আদায় করা যাবে না।

এছাড়া এ ব্যাপক ভিত্তিক হাদীসটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন স্বয়ং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আর তিনিই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, মৃত ব্যক্তির রমাযানের সওম কাযা করতে হবে না। এ ক্ষেত্রে তার পক্ষ হতে সাদাকাহ্ করতে হবে। তিনি عام (ব্যাপক ভিত্তিক) হাদীসকে ব্যাপক ভিত্তিক অর্থে বুঝেননি। অতএব বর্ণনাকারীর কথাই এখানে বেশী গুরুত্ব পাবে, কারণ এ সম্পর্কে তারই বেশী জানার কথা, আর ইবনু আব্বাসও (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার ন্যায় বুঝেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিঃ) তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ই'লামুল মুওয়াক্কে'ঈন" (৩/৫৫৪) গ্রন্থে আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তকেই সঠিক আখ্যা দিয়েছেন।

---

[১] এ আসারটি আবূ দাউদ (২৪০১) [বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী] সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন। অন্য সূত্রে ইবনু হায্ম "আল-মুহাল্লা" (৭/৭) গ্রন্থে বর্ণনা করে তার সনদটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। তৃতীয় একটি সূত্রে ইমাম ত্বহাবীও (৩/১৪২) বর্ণনা করেছেন। তবে মুদ্রকের পক্ষ হতে সেটির ভাষা হতে কিছু ছুটে গেছে। দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১১৪)।

তিনি "তাহযীবুস সুনান" (৩/২৭৯-২৮২) গ্রন্থেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।[১]

(৩) মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে তার অভিভাবক বা অন্য কেউ ঋণ আদায় করলে সেটিও গৃহীত হবে। অর্থাৎ এ আদায়ের ফলে মৃত ব্যক্তি দায়মুক্ত হয়ে যাবে। এ এক বিরাট প্রাপ্য। এর সমর্থনে বহু হাদীস রয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

(৪) সুসন্তান যেসব সৎ কর্ম করবে সেগুলোর বিনিময়ে মৃত পিতা-মাতা সন্তানের সমপরিমাণ সাওয়াব অর্জন করবে। তার [সন্তানের] সাওয়াবে কোন প্রকার ঘাটতিও করা হবে না। কারণ পিতা-মাতার সন্তান তাদেরই প্রচেষ্টা ও কামাইয়ের ফসল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى) "এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে।"[২]

আর আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হাদীসে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ.

"নিশ্চয় ব্যক্তির নিজের উপার্জন হতে খাদ্য গ্রহণ করাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা ভাল, আর তার সন্তান তার উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।" অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ "তোমাদের সন্তান তোমাদের উপার্জিত সর্বাপেক্ষা ভাল সম্পদ, অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানের উপার্জিত সম্পদ ভক্ষণ কর।" ইমাম আহমাদের এক বর্ণনায় (২৪৪৩০) এসেছে ঃ ".. অতএব তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে ভক্ষণ কর।"[৩]

---

[১] বিস্তারিত দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১১৪)।

[২] (সূরা নাজ্ম ঃ ৩৯)।

[৩] হাদীসটি নাসাঈ (৪৪৫২), ইবনু মাজাহ্ (২১৩৭, ২২৯০), আবূ দাউদ (৩৫২৮, ৩৫২৯), তিরমিযী (১৩৫৮), আহমাদ (২৩৫১২, ২৩৬১৫, ২৪৪৩০), হাকিম (২/৪২) ও দারেমী (২/২৪৭) বর্ণনা করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। হাফেয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩৫২৮)-সহ অন্যান্য সহীহ্ গ্রন্থগুলো।

(৫) সন্তান যদি পিতা-মাতার জন্য সাদাকাহ্ করে, দাস/দাসী মুক্ত করে, তাহলে তারাও এর সাওয়াব পাবে। এর সমর্থনে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا [و لم تُوْصِ] وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ [ولي أجر]؟ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ، [فتصدق عنها].

(ক) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বললেন ঃ আমার মা হঠাৎ করে মৃত্যুবরণ করেছেন [তিনি কোন প্রকার অসিয়্যাত করেননি], আমার ধারণা তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তাহলে সাদাকাহ্ করতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে সাদাকাহ্ করি তাতে কি তিনি সাওয়াব পাবেন [আর আমারও কি তাতে সাওয়াব হবে]? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। [তুমি তার পক্ষ হতে সাদাকাহ্ কর]।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

(খ) আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলল ঃ আমার পিতা সম্পদ রেখে মারা গেছেন, কিন্তু তিনি কোন অসিয়্যাত করেননি। আমি যদি এখন তার পক্ষ থেকে সাদাকাহ্ করি তাহলে তা কি তার গুনাহ্গুলোকে মোচন করবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ।"[২]

---

[১] এটি বুখারী (১৩৮৮), মুসলিম (১০০৪), আবূ দাউদ (২৮৮১), নাসাঈ (৩৬৪৯), ইবনু মাজাহ (২৭১৭), আল-মুয়াত্তা (২/২২৮, ১৪৯০), বাইহাক্বী (৪/৬২, ৬/২৭৭-২৭৮) ও আহমাদ (২৩৭৩০) বর্ণনা করেছেন। প্রথম বন্ধনীর মধ্যের বাক্য মুসলিমের বর্ণনায়, দ্বিতীয় বন্ধনীর বাক্যটি ইবনু মাজার বর্ণনায় এবং তৃতীয় বন্ধনীর বাক্যটি বুখারী ও ইবনু মাজার অন্য বর্ণনায় এসেছে।

[২] হাদীসটি মুসলিম (১৬৩০), নাসাঈ (৩৬৫২), ইবনু মাজাহ্ (২৭১৬), বাইহাক্বী (৬/২৭৮) ও আহমাদ (৮৬২৪) বর্ণনা করেছেন।

عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﷺ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

(গ) ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, সা'আদ ইবনু ওবাদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মা তার অনুপস্থিতিতে মারা গেলে তিনি বললেন ঃ "হে আল্লাহ্র রসূল! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা গেছে, আমি যদি তার পক্ষ থেকে কিছু সাদাকাহ্ করি তা কি তার উপকারে আসবে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ। সা'আদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন ঃ আপনাকে সাক্ষী রেখে আমি আমার ফলের বাগানটি তার নামে সাদাকাহ্ করলাম।"[১]

(৬) মৃত পিতা-মাতার পক্ষ থেকে সন্তান নফল হাজ্জ আদায় করলে তারা এর সাওয়াব পাবে, অন্য কেউ করলে পাবে না। তবে ফরয হাজ্জ সন্তান যেমন আদায় করতে পারবে, প্রয়োজনবোধে সন্তান ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে দিয়েও আদায় করানো যাবে। তবে সন্তান হোক আর অন্য ব্যক্তি হোক উভয়ের ক্ষেত্রেই বদল হাজ্জকারীকে অবশ্যই নিজের জন্য আগে হাজ্জ করতে হবে, তাহলেই সে অন্যের বদলি হাজ্জ আদায় করতে পারবে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذَلِكَ.

আম্র ইবনু শুয়াঈব ... হতে বর্ণিত ... হে আল্লাহ্র রসূল! আমার পিতা একশতটি দাসী মুক্ত করার জন্য অসিয়্যাত করেছিলেন। হিশাম তার পক্ষ থেকে পঞ্চাশটি মুক্ত করেছে আর পঞ্চাশটি অবশিষ্ট রয়েছে, আমি কি তার পক্ষ থেকে বাকী পঞ্চাশটি মুক্ত করে দিব (অর্থাৎ মুক্ত করলে কি তা তার

---

[১] এটি বুখারী (২৭৫৬), আবূ দাঊদ (২৮৮২), নাসাঈ (৩৬৫৪), তিরমিযী (৬৬৯), বাইহাক্বী (৬/২৭৮) ও আহমাদ (৩০৭০, ৩৪৯৪) বর্ণনা করেছেন।

পক্ষ হতে আদায় হবে)? রসূল (ﷺ) উত্তরে বললেন ঃ সে মুসলিম থেকে থাকলে তোমরা যদি তার পক্ষ থেকে দাস/দাসী মুক্ত কর বা সাদাকাহ্ কর বা তার পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায় কর, তাহলে তা (এগুলোর সাওয়াব) তার নিকট পৌঁছবে।"[১]

এ থেকে বুঝা গেল যে, কেউ যদি তার পিতা বা মাতার পক্ষ থেকে নফল হাজ্জ আদায় করে তাহলে হয়ে যাবে।

আমরা জেনেছি যে, মুসলিম পিতা-মাতাসহ অন্য যে কোন মুসলিম মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করতে পারব এবং এ দু'আ দ্বারা তারা উপকৃতও হবেন। কিন্তু যদি পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কোন মৃত ব্যক্তির নামে সাদাকাহ্ করি, তাহলে এর সাওয়াব সেই ব্যক্তির নিকট পৌঁছবে না। কারণ এ মর্মে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। আর এটিই সঠিক ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত।

ইয্য ইবনু আব্দিস সালাম "আল-ফাতাওয়া" (২/২৪ সন ১৬৯২) গ্রন্থে বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে কোন আমল করল, অতঃপর তা কোন মৃত বা জীবিত ব্যক্তির জন্য হাদিয়া করে দিল, তার সাওয়াব যার জন্য হাদিয়া করে দেয়া হল তার কাছে পৌঁছবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى)

"এবং মানুষ তাই পায়, যা সে করে।"[২]

যদি মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিয়্যাত করে শুরু করে তবুও তার পক্ষ হতে আদায় হবে না। একমাত্র দলীল দ্বারা যেগুলো যার পক্ষ থেকে করা প্রমাণিত হয়েছে সেগুলোই হবে যেমন সাদাকাহ্, সওম ও হাজ্জ"।

---

[১] এটি আবূ দাউদ (২৮৮৩), বাইহাক্বী (৬/ ২৭৯), আহমাদ (৬৭০৪)। তাদের সনদটি হাসান পর্যায়ভুক্ত। শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (২৮৮৩), "মিশকাত" (৩০৭৭) ও "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৫২৯১)]।

[২] (সূরা আন-নাজ্ম ঃ ৩৯)।

ইবনু কাসীর তার তাফসীর গ্রন্থে (وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাফে'ঈর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, কুরআন পাঠ করে মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে তার সাওয়াব হাদিয়্যা করে দিলে এর সাওয়াব তার নিকট পৌঁছবে না ...। কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ক্ষেত্রে তার উম্মাতের জন্য কোন প্রকারের নির্দেশনা প্রদান করেননি, তাদেরকে উৎসাহিত করেননি, কোন প্রকার ইঙ্গিতের মাধ্যমেও জানাননি। তাঁর কোন একজন সহাবী থেকেও বর্ণিত হয়নি। যদি এরূপ করা কল্যাণকর হত তাহলে অবশ্যই তারা এ ব্যাপারে অগ্রগামী হতেন ...। অধিকাংশ আলেম এবং হানাফী মাযহাবের একদল বিশেষজ্ঞ আলেমও একই মত দিয়েছেন যেমনটি যুবায়দী "শারহুল ইহ্ইয়া" গ্রন্থে (১০/৩৬৯) উল্লেখ করেছেন।[১]

আমাদের দেশে প্রচলিত পদ্ধতি হিসেবে বহু পিতা-মাতার সন্তান পয়সার বিনিময়ে মৌলভী এবং হাফেযদের দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত করিয়ে নিয়ে তার সাওয়াব তাদের পিতা-মাতার নামে বখশিয়ে দিয়ে থাকেন। এরূপ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বিদ'আতী, অনৈসলামিক পদ্ধতি। এরূপ কর্ম রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে এবং সহাবীদের যুগে ছিল না। সালাফগণ [পূর্ববর্তী প্রথম যুগের মুসলিমগণ] নফল সলাত আদায় করে, অথবা নফল সওম পালন করে, অথবা নফল হাজ্জ আদায় করে, অথবা কুরআন পাঠ করে এগুলোর সাওয়াব মুসলিম মৃত ব্যক্তিদের নামে বখশিয়ে দেয়ার ন্যায় কোন কর্ম করতেন না। অতএব যা সে যুগে ইসলামী কর্ম হিসেবে গণ্য ছিল না তা বর্তমান যুগেও ইসলামী কর্ম হতে পারে না। এটা যদি কোন ভাল আর উপকারী কাজ হত তাহলে অবশ্যই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জানিয়ে যেতেন। তাঁর না জানিয়ে যাওয়াই প্রমাণ করছে যে, এটি নবাবিস্কৃত বিদ'আতী কাজ।

কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক হাদীসের মধ্যে বলেছেন ঃ "সেই সত্ত্বার কসম যাঁর হাতে আমার আত্মা! আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছুর নির্দেশ

---

[১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ঃ শাইখ আলবানী রচিত "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১১৪) এবং আল্লামাহ সাইয়েদ মুহাম্মাদ রাশীদ রিযা রচিত "তাফসীরুল মানার" (৮/২৫৪-২৭০)। আল্লামাহ শাওকানী "নাইলুল আওতার" (৪/৭৯) গ্রন্থেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

দিতে ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে আর জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। আবার আমি তোমাদেরকে এমন কোন কিছু থেকে নিষেধ করতেও ছাড়িনি যা তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে আর জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে দিবে।"[১]

উল্লেখ্য, নিষেধের ক্ষেত্রে বহু কিছু সরাসরি নিষেধ করেছেন আবার বহু কিছু ব্যাপক ভিত্তিক দলীল দ্বারা নিষেধ করেছেন। আবার তিনি যা কিছু করতে বলেছেন সেগুলো ব্যতীত তিনি করতে বলেননি নতুনভাবে এরূপ কিছু চালু করাকে বিদ'আত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

অতএব মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন তিলাওয়াতসহ এরূপ দলীলহীন কর্মগুলোকে কেউ যদি ভাল বলেন তাহলে বলতে হয় যে, [নাঊযুবিল্লাহ্] রসূল (ﷺ) এ ভাল কাজটি গোপন করে গেছেন অথবা বলতে ভুলে গেছেন অথবা জানতেন না। কিন্তু এরূপ কেউ ধারণা করলে সে কি মুসলিম থাকবেন? এছাড়া বিদায় হাজ্জে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দেয়ার ঘোষণা দিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ কি- বিদ'আতীদের দৃষ্টিতে এটিসহ শবে বারাত, শবে মেরাজ ও রসূল (ﷺ)-এর জন্ম দিন উপলক্ষে বিশেষ আয়োজনসহ বহুবিদ দলীলহীন (তাদের দৃষ্টিতে) ভাল কর্মকাণ্ডগুলো সম্পর্কে তাঁর নাবীকে কোন দিক নির্দেশনা না দিয়েই ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলেন? একটু ভেবে দেখার আবেদন রাখলাম।

আমার মনে হয় আমাদের সমাজে সহীহ্ হাদীসের উপর আমল আর সহীহ্ হাদীসের চর্চা না থাকার কারণেই সমাজ থেকে সহীহ্ হাদীস নির্ভর সেই সব কর্মগুলো বিদায় নিয়েছে বা নিচ্ছে যেগুলো মুসলিম হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনুসরণ করা উচিত ছিল। আর সহীহ্ হাদীসের চর্চা থেকে আমরা বিমুখ হয়ে যাওয়ার সুযোগে বহু ক্ষেত্রেই অগ্রহণযোগ্য দলীল নির্ভর অথবা দলীলহীন কোন কোন ব্যক্তির কথা ভিত্তিক অনৈসলামিক আর বিজাতীয় অপসংস্কৃতিগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ঘটছে। আবার সঠিক

---

[১] হাদীসটি সহীহ্, এটিকে শাইখ আলবানী "তাহরীমু আলাতিত ত্বরবি" নামক গ্রন্থে (পৃ ঃ ১৭৬) উল্লেখ করেছেন।

ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে আমাদের সমাজের অনেকে এগুলোকে সহজভাবে ক্ষমা পাওয়ার উপায় হিসেবে গ্রহণও করছেন।

(৭) মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় সৎকর্ম হিসেবে বা সাদাকাহ্ জারিয়্যাহ্ হিসেবে কিছু ছেড়ে গিয়ে থাকলে তার সাওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন ঃ

(إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ)

"আমিই মৃতদের জীবিত করি এবং তারা যা কিছু [আখেরাতের জন্য] প্রেরণ করেছে এবং তাদের [দুনিয়ার] কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করি। আমি প্রত্যেক বস্তু স্পষ্টভাবে কিতাবে গুণে গুণে (সংরক্ষিত করে) রেখেছি।"[১]

হাদীসে এসেছে ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُـــهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "যখন কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তিনটি বস্তু ছাড়া (তার নিকট) সকল প্রকার আমলের সাওয়াব যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। সাদাকাহ্ জারিয়্যাহ, এমন জ্ঞান রেখে যাওয়া যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় ও এমন সৎসন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে।"[২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আবী কাতাদাহ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তার পিতা আবূ কাতাদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

[১] (সূরা ইয়াসীন ঃ ১২)।

[২] হাদীসটি ইমাম মুসলিম (১৬৩১), বুখারী "আল-আদাবুল মুফরাদ" গ্রন্থে (পৃঃ ৮), আবূ দাউদ (২৮৮০), নাসাঈ (৩৬৫১), তিরমিযী (১৩৭৬), আহমাদ (৮৬২৭), দারেমী (৫৫৯), ইমাম ত্বহাবী "আল-মুশকিলুল আসার" (১/৮৫) গ্রন্থে ও বাইহাক্বী (৬/২৭৮) বর্ণনা করেছেন।

বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরে যা কিছু ছেড়ে যায় তার মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে তিনটি বস্তু ঃ সুসন্তান যে তার (পিতা-মাতার) জন্য দু'আ করবে, এমন সাদাকাহ্ জারিয়্যাহ্ যার সাওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকবে এবং সেই জ্ঞান যার উপর তার মৃত্যুর পরে আমল করা হবে।"[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আমল ও নেক কর্মগুলোর মধ্য হতে যা কিছু তার নিকট পৌঁছবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে সেই জ্ঞান যা সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে ও প্রচার করেছে, সুসন্তান রেখে গেছে, সন্তানকে মুসহাফের (কুরআনের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছে, অথবা মসজিদ তৈরি করে রেখে গেছে, অথবা মুসাফিরের জন্য একটি ঘর তৈরি করে রেখে গেছে, অথবা (জনস্বার্থে) একটি নদী/নালা চালু করে গেছে, অথবা তার জীবিত থাকাকালীন সুস্থ অবস্থায় তার সম্পদ হতে সাদাকাহ্ বের করে গেছে, এসব কিছুর সাওয়াব তার মৃত্যুর পরে তার নিকট পৌঁছতে থাকবে।"[২]

---

[১] এটি ইবনু মাজাহ (২৪১), ইবনু হিব্বান তার "সহীহ্" গ্রন্থে (৮৪,৮৫), ত্বাবারানী "আল-মু'জামুস সাগীর" (পৃঃ ৭৯), ইবনু আব্দিল বার "জামে'উ বায়ানিল ইল্ম" গ্রন্থে (১/১৫) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদ সহীহ্ যেমনটি মুনযেরী "আত-তারগীব" (১/৫৮) গ্রন্থে বলেছেন। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (২৪১) ও "সহীহ্ আত-তারগীব অত-তারহীব" (৭৯, ১১৩)।

[২] হাদীসটি ইবনু মাজাহ (২৪২) হাসান সনদে, ইবনু খুযাইমাহ্ তার "সহীহ" গ্রন্থে (২৪৯০), বাইহাক্বী "শু'আবুল ঈমান" (৩৪৪৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী হাসান আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (২৪২),

পুরুষ ও মহিলা উভয়ের পক্ষ থেকে কবর যিয়ারাত প্রসঙ্গ

আমাদের জানা প্রয়োজন, কবর যিয়ারতের হুকুম কী? কবর যিয়ারাতের উপকারিতা কী? আর কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্য কী?

কবর যিয়ারাত করা মুস্তাহাব, শারী'আত সম্মত, ফরয নয় তবে তাতে উপকারিতা রয়েছে।

উপকারিতাগুলো নিম্নরূপ ঃ

(ক) এর দ্বারা যিয়ারাতকারী শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে তোলার সুযোগ পায়।

(খ) কবর যিয়ারাত আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

(গ) কবর যিয়ারাত কল্যাণকর কর্ম বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করে।

(ঘ) কবর যিয়ারাত অন্তরকে নরম করে।

(ঙ) কবর যিয়ারাত চোখে অশ্রু জল নিয়ে আসে।

এ উপকারিতাগুলো বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, নিম্নোক্ত হাদীসগুলোতে যা স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ্।

তবে এ যিয়ারাত তখনই বৈধ হবে যখন যিয়ারাতকারী নিম্নোক্ত শর্ত পূর্ণ করবে ঃ

(ক) কবরের নিকট এমন কিছু করবে না যা রাব্বুল আলামীনের ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যেমন- আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে কবরবাসীকে ডাকা ও তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

(খ) কবরবাসীর এরূপ প্রশংসা করবে না যে, অবশ্যই সে জান্নাতী।

এ মর্মে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসগুলোর দিকে আমরা যদি দৃষ্টি দেই, তাহলে সেগুলো হতেই উপরোল্লিখিত প্রশ্নোগুলোর উত্তর মিলে যাবে।

"মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী)" (২৫৪), "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (৭৭, ১১২, ২৭৫) ও "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (২২৩১)।

(١) عَنْ بُرَيْدَةَ الحصيب رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا [فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ]، [وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْراً]، [فَمَنْ أَرَادَ أَن يَزُوْرَ فَلْيَزُرْ، وَلاَ تَقُوْلُوْا هُجْرًا].

(১) বুরায়দাহ ইবনুল হুসায়েব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম, তবে এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারাত কর। [কারণ তা তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করাবে], [আর কবর যিয়ারাত তোমাদের পক্ষ থেকে কল্যাণজনক কর্মগুলো বৃদ্ধি করবে], [অতএব যে ব্যক্তি কবর যিয়ারাত করতে চাই সে যেন কবর যিয়ারাত করে, তবে তোমরা বাতিল কথা বল না]।[১]

ইমাম নাবাবী বলেন ঃ "الْهُجْرُ" আল-হুজর শব্দের অর্থ হচ্ছে বাতিল কথা।

তিনি আরো বলেন ঃ ইসলামের প্রথম যুগে কবর যিয়ারাত করা নিষেধ থাকার কারণ এই যে, জাহেলী যুগটা তাদের নিকটবর্তী ছিল এ কারণে তারা কখনও কখনও জাহেলী যুগের বাতিল কথাগুলো বলে ফেলত। অতঃপর যখন ইসলাম তার মূলের উপর স্থিতিশীল হল, তার বিধি বিধানগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত হল এবং তার নিদর্শনগুলো পরিচিতি লাভ করল তখন তাদের জন্য কবর যিয়ারাত করা বৈধ করে দেয়া হয়। তবে রসূল

---

[১] হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৯৭৭, ১৯৭৭), আবূ দাঊদ (৩২৩৫, ৩৬৯৮), বাইহাক্বী (৪/৭৭), নাসাঈ (৫৬৫৩, ২০৩২, ২০৩৩, ৪৪২৯, ৪৪৩০, ৫৬৫১, ৫৬৫২), তিরমিযী (১০৫৪), ইবনু মাজাহ (১৫৬০) ও আহমাদ (২২৪৯৪, ২২৪৪৯, ২২৫৪৩, ২২৫০৬) বর্ণনা করেছেন। (প্রথম বন্ধনী ও দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যের বর্ধিত অংশ দু'টি এবং তৃতীয় বন্ধনীর শেষাংশও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদও ১ম বন্ধনীর ন্যায় বর্ণনা করেছেন আর ইমাম নাসাঈ ২য় ও ৩য় বন্ধনীর বর্ধিত অংশদু'টি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযীও ১ম বন্ধনীর ন্যায় বর্ণনা করেছেন। তৃতীয় বন্ধনীর শেষাংশটি ইমাম মালেকও বর্ণনা করেছেন)।

(ﷺ) বৈধ করণের সাথে তাঁর "তবে তোমরা বাতিল কথা বল না' এ সতর্কতামূলক বাক্যটি জুড়ে দেন।[১]

শাইখ আলবানী বলেন ঃ সাধারণ লোকেরা বর্তমান যুগে কবর যিয়ারাতের সময় মৃত ব্যক্তিকে ডাকা ও তার দ্বারা অসীলা ধরে সাহায্য প্রার্থনা করাসহ যে সব কর্মগুলো করে থাকে নিঃসন্দেহে সেগুলো সর্ববৃহৎ বাতিল কথা।

অতএব আলেম সমাজের উচিত কবর যিয়ারাতের হুকুম ও তার শারী'আত সম্মত পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যগুলো জনসাধারণকে অবহিত করা।

এ কারণেই সান্'আনী "সুবুলুস সালাম" (২/১৬২) গ্রন্থে যিয়ারাত সংক্রান্ত হাদীসগুলো উল্লেখ করার পর বলেন ঃ

'এ সবগুলো কবর যিয়ারাত করা শারী'আত সম্মত হওয়ার এবং তার উদ্দেশ্যের প্রমাণ বহন করে। অতএব উল্লেখিত উদ্দেশ্য বাদ দিয়ে কেও যিয়ারাত করলে তা শারী'আত সম্মত হবে না'।

(٢) أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: (إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ﴿ولاتقولوا ما يسخط الرب﴾).

(২) আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম তবে এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারাত কর, কারণ তাতে শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে। [তবে তোমরা (যিয়ারাতের সময়) এমন কোন কথা বলবে না যা প্রতিপালকের ক্রোধের কারণ হয়ে যায়]।[২]

---

[১] "আল-মাজমূ' (৫/৩১০)।

[২] হাদীসটি ইমাম আহমাদ (১০৯০১) হাকিম (১/২৭৪-৩৭৫) এবং তার থেকে বাইহাক্বী (৪/৭৭) বর্ণনা করে বলেন ঃ হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্। হাফেয যাহাবীও তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি তেমনই যেমনটি তারা দু'জন বলেছেন। তিনি আরো বলেন ঃ হাদীসটি ইমাম বায্যারও বর্ণনা (৮৬১) করেছেন। আর হায়সামী "আল-মাজমা'" (৩/৫৮) গ্রন্থে বলেছেন ঃ হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ (হাদীস) বর্ণনাকারী।

ইমাম আহমাদের অন্য বর্ণনায় বুরায়দাহ্ আল-আসলামী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ (...... فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا عِظَةً وَعِبْرَةً) কারণ কবর যিয়ারাতের মধ্যে উপদেশ এবং শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।" (২২৫০৬)]

হাদীসটির শেষাংশ যা বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে ইবনু মাজার নিকট সেটি নিম্নের ভাষায় "মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দনের অধ্যায়ে" বর্ণিত হয়েছে ঃ (وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ) ".. .. .. আর আমরা এমন কথা বলব না যা প্রতিপালককে রাগান্বিত করবে।"[১]

(٣) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجراً).

(৩) আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম, তবে হ্যাঁ এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারাত কর। কারণ তা অন্তরকে নরম করে দেয়, চোখে অশ্রু এনে দেয় এবং আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু বাতিল কথা বলা হতে বিরত থাকো।"[২] এ বিষয়ে আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

---

[১] শাইখ আলবানী এটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৫৮৯), তিনি এটিকে "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" গ্রন্থে (২৩৪০) এবং "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" গ্রন্থে (১৭৩২) সহীহ্ও আখ্যা দিয়েছেন।

[২] শাইখ আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি হাকিম (১/৩৭৬) হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন এবং হাকিম ও আহমাদ (১৩০৭৫, ১৩২০৩) অন্য সূত্রে আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন, যার সনদে দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা তা মোচনযোগ্য। দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১১৫)।

পুরুষদের জন্য কবর যিয়ারাত শারী'আত সম্মত হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ না থাকলেও মহিলাদের কবর যিয়ারাত প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে, অতএব বিষয়টি দলীল ভিত্তিক আলোচনার দাবী রাখে।

আমরা পূর্বে অবগত হয়েছি যে, কবর যিয়ারাত করা মুস্তাহাব। এ মুস্তাহাব বিধানের ব্যাপারে পুরুষদের ন্যায় মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তাদের জন্যও কবর যিয়ারাত করা মুস্তাহাব। এর প্রমাণগুলো নিম্নে বিস্তারিত আলোচিত হল ঃ

প্রথমত ঃ আমরা উপরোক্ত আলোচনা হতে জানতে পেরেছি যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ব্যাপক ভিত্তিক ভাষায় বলেছেন ."فزوروها (القبور)" অর্থাৎ "তোমরা কবর যিয়ারাত কর।" তাঁর এ বাণী মহিলাদেরকেও সম্পৃক্ত করে। কারণ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রথমে যখন কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলেন, কোন সন্দেহ নেই সেই নিষেধের মধ্যে নারী-পরুষ সবাই সম্পৃক্ত ছিল। তিনি যখন বলেন ঃ "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম" তিনি এ নিষেধের মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়কেই বুঝিয়েছেন। অতঃপর তিনি যখন "তবে এখন হতে তোমরা কবর যিয়ারাত কর" এ বাণী দ্বারা যিয়ারাতের অনুমতি দান করলেন তখন নারী-পুরুষ সকলকেই সম্পৃক্ত করবে এটিই স্বাভাবিক।

এ ব্যাখ্যাকে শক্তি যোগাচ্ছে মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের একই হাদীসের শেষের বাক্যগুলো। কারণ তাতে 'فزوروها' "তোমরা কবর যিয়ারাত কর" শব্দের পরে বলা হয়েছে ঃ

"ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدالكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً.

"আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশ্ত তিন দিনের বেশী জমা রাখতে নিষেধ করেছিলাম, তবে তোমরা এখন তোমাদের ইচ্ছামত জমা রাখতে পার। আমি তোমাদেরকে... ।"

অতএব যখন কুরবানীর গোশ্‌ত এবং নাবীযের ব্যাপারে নিষেধ ও অনুমতি নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য, যাতে কোন প্রকার মতভেদও নেই, তখন কবর যিয়ারাতের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষ উভয়ই সম্বোধনের মধ্যে সম্পৃক্ত হবেন তাতে কোন প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না।

এর পরেও যদি কেউ বলেন যে, না যিয়ারাতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরুষদের সম্বোধন করা হয়েছে, তাহলে তিনি তা ঠিক করবেন না। কারণ এতে আরবী ভাষার ছন্দ বিনষ্ট হবে এবং তার সৌন্দর্য বিতাড়িত হবে। আর শুধুমাত্র পুরুষদেরকে যে বুঝানো হয়নি এর প্রমাণ বহন করছে নিম্নোক্ত আলোচনাও।

দ্বিতীয়ত ঃ যে উপকারিতা ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কবর যিয়ারাত শারী'আত সম্মত বলা হয়েছে "তা অন্তরকে নরম করে দেয়, চোখে অশ্রু এনে দেয়, আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়" তাতে নারীরাও পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। তাদেরকে এসব হতে বঞ্চিত করার কোনই অবকাশ নেই। কারণ এসব তাদের আখেরাতের জন্যও কল্যাণ নিয়ে আসবে।

তৃতীয়ত ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'টি হাদীসের মধ্যে নারীদেরকে কবর যিয়ারাতের অনুমতি দিয়েছেন, সে হাদীস দু'টি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বর্ণনা করেছেন।

١ــ عن عبد الله بن أبي مليكة : (أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت : لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم : ثم أمر بزيارتها) وفي رواية عنها : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور) .

১। আব্দুল্লাহ ইবনু আবী মুলায়কাহ হতে বর্ণিত হয়েছে, "আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) একদিন কবর স্থান হতে ফিরে আসলেন। আমি তাঁকে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! কোথা হতে আসলেন? তিনি বললেন ঃ আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাক্‌রের কবর হতে। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি

কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেননি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, অতঃপর তিনি যিয়ারাত করার নির্দেশ দিয়েছেন”। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে অন্য এক বর্ণনায় এসেছে ঃ “অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারাত করার অনুমতি প্রদান করেছেন।”[১]

٢ــ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ أُمِّي قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلْنَا بَلَى قَالَ قَالَتْ لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهَا عِنْدِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَاضْطَجَعَ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ فَلَيْسَ إِلاَّ أَنْ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ فَقَالَ مَا لَكِ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً قَالَتْ قُلْتُ لَا شَيْءَ قَالَ لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي قُلْتُ نَعَمْ فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي ثُمَّ قَالَ أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ قَالَتْ مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ نَعَمْ قَالَ

---

[১] হাদীসটি হাকিম (১/৩৭৬), বাইহাক্বী (৪/৭৮), ইবনু আব্দিল বার “আত-তামহীদ” গ্রন্থে (৩/২৩৩) বর্ণনা করেছেন। হাকিম হাদীসটির ব্যাপারে হুকুম লাগানো হতে চুপ থেকেছেন। হাফেয যাহাবী বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ্। বুসয়রী “আয-যাওয়াইদ” (১/৯৮৮) গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীসটির সনদ সহীহ, বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। শাইখ আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি সেরূপই যেমনটি তারা দু'জনে বলেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাটি ইমাম ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন, দেখুন “সহীহ্ ইবনে মাজাহ্” (১৫৭০)। হাফেয ইরাকী “তাখরীজুল ইহ্ইয়া” (৪/৪১৮) গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীসটি ইবনু আবিদ দুনিয়া “আল-কুবূর” গ্রন্থে এবং হাকিম ভাল সনদে বর্ণনা করেছেন।

فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْت فَنَادَانِي فَأَخْفَاهُ مِنْك فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْك وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْك وَقَدْ وَضَعْت ثِيَابَك وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْت فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَك وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي فَقَالَ إِنَّ رَبَّك يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ

২। মুহাম্মাদ ইবনু কায়েস ইবনে মাখরামা ইবনিল মুত্তালিব হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একদিন বললেন ঃ আমি কি আমার থেকে ও আমার মা থেকে তোমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করব না? আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত তিনি তার জন্মদাতা মাতাকে বুঝাচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন ঃ ... জিবরীল (আঃ) বলেন ঃ আপনার প্রতিপালক আপনাকে বাকী বাসীদের নিকট গিয়ে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন ঃ আমি বললাম হে আল্লাহর রসূল! কীভাবে তাদের জন্য প্রার্থনা করব? তিনি বললেন ঃ তুমি বলবে ঃ

"মু'মিন ও মুসলিম কবরবাসীগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অগ্রবর্তী এবং পরবর্তীদের প্রতি দয়া করুন। ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।"[১]

আব্দুর রায্যাকের বর্ণনায় এসেছে ঃ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) বলেন ঃ আমি নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করলাম কবরবাসীদের প্রতি সালামের ভাষা কীভাবে ব্যবহার করব? তখন তিনি উপরোক্ত ভাষা ....উল্লেখ করেন।

এ হাদীস দ্বারা হাফেয ইবনু হাজার "আত-তালখীস" গ্রন্থে (৫/২৪৮) মহিলাদের কবর যিয়ারাত করা জায়েয মর্মে দলীল গ্রহণ করেছেন। এ হাদীসটি প্রমাণ করছে যে, পুনরায় কবর যিয়ারাতের অনুমতি প্রদান

---

[১] হাদীসটি মুসলিম (৯৭৪), নাসাঈ (২০৩৭), আহমাদ (২৫৩২৭), আব্দুর রায্যাক (৩/৫৭০-৫৭১) বর্ণনা করেছেন।

পুরুষদের সাথে মহিলাদেরকেও সম্পৃক্ত করে। কারণ এ ঘটনাটি ছিল মদীনায়। কেননা, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সাথে মদীনাতেই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যৌবিক সম্পর্কের জীবন শুরু হয়েছিল যে ব্যাপারে কোন প্রকার মতভেদ নেই। আর নিষেধ সম্পর্কিত হাদীসটি ছিল ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায়। দৃঢ়তার সাথে আমরা এটিকেই প্রাধান্য দিচ্ছি যদিও কোনটিরই সরাসরি কোন তারিখ জানা যায় না। কারণ "আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম" এরূপ ভাষা মাদানী যুগের সাথে মিলে না, বরং মক্কী যুগের সাথে মিলে। এছাড়া এটি তাওহীদ ও আক্বীদাহ্ বিষয়ক বিধান যেগুলো সাধারণত মক্কী যুগেই নিষিদ্ধ হয়েছিল। কারণ তখনকার মুসলমানরাই শির্কী যুগের নিকটবর্তী ছিল। আর সে কারণেই রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেন। যাতে করে তা আবার শির্কের মাধ্যম না হয়ে যায়। অতঃপর ইসলাম যখন প্রত্যেকের হৃদয়ে গেথে গেল তখন তিনি কবর যিয়ারাতের অনুমতি প্রদান করেন। এছাড়া তিনি পুনরায় মদীনাতে নিষেধ করবেন তা দূরবর্তী কথা। অতএব নিষেধ ছিল মক্কায় আর যিয়ারাতের অনুমতি প্রদান ছিল মদীনায়।

এছাড়া মুসলিম শরীফসহ বহু বর্ণনাতেই এসেছে, একই হাদীসের মধ্যে কুরবানীর বিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর কুরবানীর বিধান মদীনাতেই শুরু হয়। কারণ, ঈদুল আযহার সলাত চালু হয় মদীনাতেই। অতএব অনুমতি সম্বলিত হাদীস নিষেধ পরবর্তী সময়েরই।

এখানে আরেকটি বুঝের বিষয় রয়েছে। সেটি হচ্ছে কুরবাণীর সুন্নাত যে বছর চালু হয় সে বছর গোশ্ত তিন দিনের বেশী জমা রাখা নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তী যে কোন বছরে তিন দিনের অধিক সময় গোশ্ত জমা রাখার অনুমতি প্রদান করেন। অতএব এ থেকে বুঝা যাচ্ছে কবর যিয়ারাতের অনুমতি মদীনার প্রথম যুগেই নয় আরো পরে অনুমতি দেয়া হয়েছে।

চতুর্থত ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মহিলাকে কবরের নিকট দেখে তার কর্মকে মৌন সমর্থন প্রদান প্রমাণ করে যে, মহিলারাও কবর যিয়ারাত করতে পারবে।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ''مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي ...

আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মহিলাকে একটি কবরের নিকট ক্রন্দনরতা অবস্থায় অতিক্রম করছিলেন। তিনি তাকে বললেন ঃ "আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ধৈর্যধারণ কর ... ।"[১]

হাফেয ইবনু হাজার "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে বলেন ঃ

এ হাদীস প্রমাণ করছে যে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে মহিলাকে কবরের নিকট অবস্থান করতে দেখে তাকে তিনি নিষেধ করেননি। আর তাঁর এ সমর্থন দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

হাফেয আয়নী "উমদাতুল ক্বারী" (৩/৭৬) গ্রন্থে বলেন ঃ

এ হাদীসটির মধ্যে সবার জন্য কবর যিয়ারাত করা জায়েয তার প্রমাণ মিলছে– যিয়ারাতকারী পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, যার কবর যিয়ারাত করা হচ্ছে সে মুসলিম হোক বা কাফের হোক তাদের মাঝে কোন প্রকার প্রার্থক্য বর্ণিত না হওয়ার কারণে।

ইমাম নাবাবী বলেন ঃ জামহুর ওলামার নিকট কাফেরের কবর যিয়ারাত করা জায়েয। আর "আল-হাবী" গ্রন্থের লেখক (আবুল হাসান আল-মাওয়ারদী) বলেন ঃ কাফেরের কবর যিয়ারাত করা বৈধ নয়। তার এ কথাটি ভুল। এ বিষয়ে একটু পরেই আলোচনা আসবে।

মোটকথা মহিলারাও পুরুষদের ন্যায় কবর যিয়ারাত করতে পারবে। উপরোক্ত আলোচনা এ প্রমাণই বহন করে।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সে মহিলার কবরের নিকটে অবস্থান করার ঘটনাটি আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বর্ণনা করেছেন তিনি একজন মাদানী সহাবী। কারণ, নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন তাকে তার মা উম্মু সুলাইম তাঁর নিকট নিয়ে আসেন, সে সময় আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বয়স ছিল দশ বছর। অতএব উক্ত মহিলার ঘটনাটি যে কবর যিয়ারাত নিষেধের পরের ছিল এতে তার প্রমাণ মিলছে। সাথে সাথে মহিলাদের কবর যিয়ারাত করা জায়েয হওয়ার প্রমাণও মিলছে। তা ছাড়া সে সময়ে যদি মহিলাদের জন্য কবর

---

[১] হাদীসটি ইমাম বুখারী (১২৫২, ১২৮৩), মুসলিম (৯২৬), আবূ দাঊদ (৩১২৪) ও আহমাদ (১২০৪৯) বর্ণনা করেছেন।

যিয়ারাত করা নিষিদ্ধ হত তাহলে অবশ্যই রসূল (ﷺ) সে মহিলাকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে দিতেন। শুধুমাত্র আল্লাহ্ ভীতি আর ধৈর্য ধারণ করার নির্দেশ প্রদান করতেন না।

তবে মহিলাদের জন্য বেশী বেশী কবর যিয়ারাত করা ঠিক হবে না। কারণ তা তাদেরকে শারী'আত বিরোধী কর্মের দিকে নিয়ে যেতে পারে। হতে পারে তারা চিৎকার করবে, বেপর্দা হয়ে যাবে, কবরগুলোকে পিকনিক স্পটের ন্যায় বসার স্থান বানিয়ে নিবে এবং অনর্থক কথাবার্তার দ্বারা সময়ের অপচয় করবে। যেমনটি আজকাল ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর বহু স্থানে দেখা যাচ্ছে।

কারণ রসূল (ﷺ) সহীহ্ হাদীসের মধ্যে বেশী বেশী (অধিকহারে) কবর যিয়ারাতকারী নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন।

"لعن رسول الله ﷺ (وفي لفظ: لعن الله) زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ.

"বেশী বেশী কবর যিয়ারাতকারী নারীদেরকে রসূল (ﷺ) অভিশাপ দিয়েছেন (অন্য বর্ণনায় এসেছে আল্লাহ তা'আলা অভিশাপ দিয়েছেন)।"[১]

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ কোন কোন বিদ্বান বলেছেন যে, এ হাদীসটি কবর যিয়ারাতের অনুমতি দানের পূর্বে বর্ণিত হাদীস। যখন তিনি অনুমতি প্রদান করেন তখন পুরুষদের সাথে মহিলারাও সম্পৃক্ত হয়ে যায়। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, তাদের ধৈর্য ক্ষমতা কম আর বিচলিত হয়ে যাওয়ার প্রবনতা বেশী হওয়ার কারণে তাদের কবর যিয়ারাত করাকে অপছন্দ করা হয়েছে।

উক্ত হাদীসে (زَوَّارَاتِ) "বেশী বেশী যিয়ারাতকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন" এর স্থলে (زَائِرَاتِ) "যিয়ারাতকারী মহিলাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন" এ ভাষাতেও আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ্, নাসাঈ ও তিরমিযী প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.

---

[১] হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (১০৫৬), ইবনু মাজাহ্ (১৫৭৪, ১৫৭৫, ১৫৭৬) ও ইমাম আহমাদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু (زَائِرَاتِ) এ ভাষায় বর্ণিত হাদীসটি সহীহ্ নয়, বরং দুর্বল। শাইখ আলবানী বলেন ঃ এ ভাষায় বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল, বরং এর বর্ণনাকারী আবূ সালেহকে কেউ কেউ মিথ্যুক হওয়ার দোষে দোষী করেছেন। আমি তার হাদীসটিকে "সিলসিলাহ্ য'ঈফা" গ্রন্থে (২২৩) উল্লেখ করে সেখানে তার ব্যাপারে ইমামগণের মন্তব্যগুলো উল্লেখ করেছি।

ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ "হাদীসের মধ্যে যে অভিশাপের ব্যাপারটি এসেছে সেটি সেই সব নারীদের ক্ষেত্রে যারা বেশী বেশী কবর যিয়ারাত করে। কারণ তারা অধিকহারে যিয়ারাত করলে তা তাদের স্বামীর হক আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, তারা বেপর্দা হয়ে যেতে পারে এবং চিৎকার করাসহ [শারী'আত সমর্থন করে না] এরূপ কিছুর সাথে জড়িয়ে যেতে পারে। তবে এসব কিছু থেকে নারীরা বেঁচে থাকলে, তাদেরকে যিয়ারাত করতে অনুমতি দানে বাধার কিছু নেই। কারণ নারী এবং পুরুষ উভয়ে মৃত্যুকে স্মরণ করার মুখাপেক্ষী।" অর্থাৎ পুরুষদের ন্যায় মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে তাদেরও হক রয়েছে এবং তারাও তার মুখাপেক্ষী।

আল্লামাহ্ শাওকানী "নায়লুল আওতার" (৪/৯৫) গ্রন্থে বলেন ঃ বাহ্যিকভাবে সাংঘর্ষিক হাদীসগুলোকে একত্রিত করে এরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা সবগুলোর উপরেই আমল করা উচিত।[১]

অতএব শুধুমাত্র শাইখ আলবানীই যে নারীদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে কবর যিয়ারাত করাকে জায়েয আখ্যা দিয়েছেন বিষয়টি এরূপ নয় বরং ইমাম কুরতুবী, সন'আনী ও আল্লামাহ্ শাওকানী প্রমুখ বিদ্বানগণও জায়েয আখ্যা দিয়েছেন।

কাফেরের কবর যিয়ারাত প্রসঙ্গ

শুধুমাত্র শিক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্যে কাফের ব্যক্তির কবর যিয়ারাত করা জায়েয আছে। এ মর্মে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

---

[১] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১১৬ ও ১১৭)।

١ــ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

১। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারাত করে কেঁদেছিলেন এবং তার আশ-পাশের লোকদেরকে কাঁদিয়েছিলেন। তিনি [রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] বলেন ঃ আমি আমার প্রতিপালকের নিকট মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর আমি তাঁর কাছে মায়ের কবর যিয়ারাত করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে অনুমতি দেন। অতএব তোমরা কবরগুলো যিয়ারাত কর। কারণ তা মৃত্যুকে স্মরণ করায়।[১]

٢ــ عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ﴿فِيْ سَفَرٍ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: فِيْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ﴾ فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَفَدَاهُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ قَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي الِاسْتِغْفَارِ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنْ النَّارِ ﴿وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّيْ فِي زِيَارَتِهَا فَأَذِنَ لِيْ﴾ وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا لِتُذَكِّرَكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا.

২। বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ আমরা [কোন এক সফরে অন্য বর্ণনায় এসেছে মক্কা বিজয়ের যুদ্ধে] নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে ছিলাম। তিনি এক স্থানে আমাদের সাথে অবতরণ করলেন, আমরা সংখ্যায় প্রায় এক হাজার মত ছিলাম। তিনি দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন, অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরে বসলেন এমতাবস্থায় তাঁর দু'চোখ দিয়ে অশ্রু পড়ছিল। উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর নিকট উঠে

---

[১] হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৯৭৬), আবূ দাউদ (৩২৩৪), ইবনু মাজাহ্ (১৫৭২), নাসাঈ (২০৩৪) ও আহমাদ (৯৩৯৫) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

গেলেন, তিনি তাঁকে পিতা ও মাতার উৎসর্গের কথা জানিয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার কী হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার আবদার করেছিলাম, তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। তাই তাকে আগুন হতে রক্ষার জন্য আমার দু'চোখ দয়াপ্রবণ হয়ে অশ্রু ঝরাচ্ছে। [আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তার কবর যিয়ারাত করার অনুমতি প্রার্থনা করি, তিনি আমাকে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেন]। আমি তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ে নিষেধ করেছিলাম- কবর যিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম, তবে এখন থেকে তোমরা কবর যিয়ারাত কর। কারণ কবর যিয়ারাত তোমাদের কল্যাণকর কর্ম করাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।[১]

এ হাদীসটি জীবিত অবস্থায় মুশরিকদের সাথে সাক্ষাৎ এবং মৃত্যুর পরে তাদের কবর যিয়ারাত করা জায়েয হওয়ার প্রমাণ বহন করছে। কারণ, যখন মৃত্যুর পরে তাদের কবর যিয়ারাত করা জায়েয তখন জীবিত অবস্থায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ জায়েয হওয়াটা আরো স্বাভাবিক।

এ হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে 'মক্কা বিজয়ের যুদ্ধে' যেটি ইমাম আহমাদ (২২৫২৯) বর্ণনা করেছেন। তা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, যিয়ারাতের অনুমতি প্রদান সম্পর্কিত হাদীসগুলো অনেক পরের আর নিষেধগুলো আগের। কারণ মক্কা বিজয় হয়েছিল অষ্টম হিজরীতে।

কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্য

১। যিয়ারাতকারী মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তিদের স্মরণ করার মাধ্যমে উপকৃত হবে। সে ভেবে দেখবে তাদের স্থান হয় জান্নাতে আর না হয় জাহান্নামে।

---

[১] হাদীসটি ইমাম আহমাদ (২২৪৯৪, ২২৫২৯), ইবনু আবী শাইবাহ (৪/১৩৯), হাকিম (১/৩৭৬), ইবনু হিব্বান (৭৯১), বাইহাক্বী (৪/৭৬) বর্ণনা করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। হাফেয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন ঃ হাদীসটির ব্যাপারে তারা দু'জন যে হুকুম লাগিয়েছেন হাদীসটি তেমনই।

২। মৃত ব্যক্তিকে উপকৃত করা। সালাম প্রদানের মাধ্যমে তার জন্য শান্তি কামনা করা, তার জন্য দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। এগুলো শুধুমাত্র মৃত মুসলিম কবরবাসীর জন্য খাস।

এর প্রমাণ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হাদীস তিনি বলেন ঃ "নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাকী' নামক কবর স্থানের উদ্দেশ্যে বের হতেন অতঃপর তাদের জন্য দু'আ করতেন। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমাকে তাঁদের জন্য দু'আ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

এটি ইমাম আহমাদ (২৫৬১৭) সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরীফের উপরোল্লিখিত দীর্ঘ হাদীসের মধ্যেও এরূপ বর্ণনা এসেছে। যেটিতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে কবর যিয়ারাতের দু'আ শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বিভিন্ন ভাষায় কবরবাসীদের জন্য যিয়ারাতের সময় সাব্যস্ত হওয়া কয়েকটি দু'আ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

عن عائشة أنها قالت كان رسول الله ﷺ (كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم) يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد.

১। আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যখনই আমার নিকট থাকার রাতটি আসত তখনই তিনি শেষ রাতে বাকী'র উদ্দেশ্যে বের হয়ে বলতেন ঃ আস্‌সালামু আলাইকুম দারা কওমিন মু'মিনীন, অ-আতাকুম মা তূ'আদূনা গাদান মুআজ্জালূন, অ-ইন্না

ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন, আল্লাহুম মাগফির লি-আহলিল বাকী'ইল গারকাদ।"[১]

(٢) وعنها أيضاً قالت: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ.

২। আয়েশা (রাঃ) হতে আরো বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রসূল! তাদের জন্য কীভাবে [দু'আ] বলব? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তুমি বল ঃ "আস্‌সালামু আলা আহলিদ দিয়ারে মিনাল মু'মিনীনা অল-মুসলিমীনা অ-ইয়ারহামুল্লাহুল মুসতাকদিমীনা মিন্না অল-মুসতাখিরীনা অ-ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লালাহিকূন।"[২]

(٣) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

৩। বুরায়দাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ তারা যখন কবরস্থানের দিকে বের হত তখন রসূল (ﷺ) তাদেরকে (দু'আ) শিক্ষা দিতেন। তাদের কেউ বলত ঃ আস্‌সালামু আলা আহলিদ দিয়ারে (অন্য বর্ণনায় এসেছে ঃ) আস্‌সালামু আলাইকুম আহলাদ দিয়ারে মিনাল মু'মিনীনা

---

[১] এটি ইমাম মুসলিম (৯৭৪) বর্ণনা করেছেন। নাসাঈ, ইবনুস সুন্নী, বাইহাক্বী ও আহমাদও বর্ণনা করেছেন, তবে তাদের ভাষায় কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। আর ইমাম আহমাদের নিকট শেষে ক্ষমা প্রার্থনা করার কথাটি নেই।

[২] এটিও ইমাম মুসলিম (৯৭৪) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

অল-মুসলিমীনা অ-ইন্না ইনশাআল্লাহু লালাহিকূন, আস্আলুল্লাহা লানা অ-লাকুমুল আফিয়াহ্।"[১]

(٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ.

৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরস্থানে আসেন অতঃপর বলেন ঃ আস্সালামু আলাইকুম দারা কওমিন মু'মিনীনা অ-ইন্না ইনশাআল্লাহু বিকুম লাহিকুন।"[২]

কবরস্থানে বা মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

● কবর যিয়ারাতের সময় বা মৃত ব্যক্তির নিকটে তাকে উদ্দেশ্য করে কুরআন তিলাওয়াত করার বিষয়ে সুন্নাতে নাবাবীয়া হতে কোন দলীল সাব্যস্ত হয়নি। সুন্নাতের মধ্যে এর কোন ভিত্তিই নেই। অতএব কুরআন তিলাওয়াত করা শারী'আত সম্মত নয়। যদি শারী'আত সম্মত হত তাহলে অবশ্যই নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে করতেন এবং তিনি তাঁর সাথীদেরকে তা শিক্ষা দিতেন। যেমনটি যিয়ারাতের সময়ে উপরোক্ত দু'আগুলো শিক্ষা দিয়েছেন। নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা), তিনি (আয়েশা) তাঁকে কবর যিয়ারাতের সময় কী বলতে হবে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি [রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] তাকে সালাম ও দু'আ শিক্ষা দেন। তাকে এরূপ শিক্ষা দেননি যে, সূরা ফাতিহা বা কুরআনের অন্য কোন স্থান হতে পাঠ করবে। যদি কুরআন পাঠ করা শারী'আত কর্তৃক সমর্থিত হত তাহলে তিনি [নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)] তা তার (আয়েশার) নিকট হতে লুকাতেন না। আর তিনি তাদেরকে এ সম্পর্কে যদি কিছু শিক্ষা দিতেন তাহলে অবশ্যই তা বর্ণিত হত। অতএব বিশুদ্ধ সূত্রে সাব্যস্ত হওয়া কোন

---

[১] এটি মুসলিম (৯৭৫), নাসাঈ (২০৪০), ইবনু মাজাহ্ (১৫৪৭), ইবনু আবী শাইবাহ্, ইবনুস সুন্নী, বাইহাক্বী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

[২] এটি ইমাম মুসলিম (২৪৯), আবূ দাউদ (৩২৩৭), ইমাম মালেক (৬০), নাসাঈ (১৫০), ইবনু মাজাহ (৪৩০৬), আহমাদ (৭৯৩৩, ৮৬৬১, ৯০৩৭) ও বাইহাক্বী, বর্ণনা করেছেন।

সনদ দ্বারা যখন কুরআন তিলাওয়াতের বিষয়টি সাব্যস্ত হচ্ছে না, তখন এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এ সম্পর্কে তিনি তাদেরকে সত্যিকারার্থে কোন কিছুই বলেননি। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, আরো কিছু বিষয় এখানে আলোচনা করা হল।

কবরের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা শারী'আত সম্মত না হওয়াকে শক্তিশালী করছে নাবী (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণী ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "তোমরা তোমাদের বাড়ীকে কবরস্থান বানায়ো না। কারণ শয়তান সেই বাড়ী থেকে পালিয়ে যায় যে বাড়ীতে সূরা বাকারাহ্ পাঠ করা হয়।"[১]

হাদীসটি প্রমাণ করছে যে শারী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে কবরস্থান কুরআন তিলাওয়াতের স্থান নয়। এ কারণে বাড়ীতে কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এবং বাড়ীতে কুরআন তিলাওয়াত না করে কবরস্থান বানাতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমনটি নিম্নের হাদীস দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কবর সলাত আদায়েরও স্থল নয় ঃ

"عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا".

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "তোমরা তোমাদের বাড়ীগুলোতে সলাত আদায় কর, সেগুলোকে কবর বানিয়ে ফেল না"। অর্থাৎ তোমরা বাড়ীতে সলাত আদায় না করে বাড়ীকে কবর বানিয়ে ফেল না।[২]

---

[১] হাদীসটি ইমাম মুসলিম (৭৮০), তিরমিযী (২৮৭৭), আহমাদ (৭৭৬২, ৮২৩৮, ৮৬৯৮, ৮৮০৯), নাসাঈ "ফাযায়েলুল কুরআন" (৭৬) ও বাইহাক্বী "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে (২/২৩৮১) বর্ণনা করেছেন।

[২] হাদীসটি নাসাঈ (১৫৯৮), আহমাদ (৪৪৯৭, ৬০০৯, ৪৬৩৯) ও তিরমিযী (৪৫১) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ অর্থের হাদীস বুখারী (৪৩২, ১১৮৭), মুসলিম (৭৭৭) ও আবূ দাউদও (১৪৪৮) বর্ণনা করেছেন।

অতএব কবর বা কবরস্থান যে কুরআন তিলাওয়াত এবং সলাত আদায়ের স্থান নয় তা অত্যন্ত সহজবোধ্য কথা। যার প্রমাণ বহন করছে উপরোক্ত সহীহ্ হাদীসগুলো।

এ কারণেই সহাবা, তাবেঈ ও চার ইমামের কোন একজন হতেও কবরের নিকটে কুরআন তিলাওয়াত করার কথা সাব্যস্ত হয়নি।

আবূ দাউদ তার "মাসায়েল" গ্রন্থে (১৫৮) বলেন ঃ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালকে কবরের নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল? তিনি উত্তরে বলেন ঃ না, (করা যাবে না)।

ইবনু তাইমিয়্যাহ "আল-ইখতিরিয়াতুল ইলমিয়াহ্" গ্রন্থে (পৃ ৫৩) বলেন ঃ মরার পরে মৃতের উপর কুরআন তিলাওয়াত করা বিদ্'আত। তবে মৃত্যু শয্যায় থাকাকালীন (মরেনি এ অবস্থায়) সময়ে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব"।

শাইখ আলবানী বলেন ঃ কিন্তু সূরা ইয়াসীন খাস করে পাঠ করা মর্মে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেটি সহীহ্ নয় বরং দুর্বল। আর কোন কিছুকে মুস্ত াহাব হিসেবে সাব্যস্ত করা হচ্ছে শর'ঈ বিধান, যা দুর্বল হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হতে পারে না। যেমনটি ইবনু তাইমিয়্যাহ্ নিজে তার কোন কোন গ্রন্থে বলেছেন।[১]

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ পাঠকবৃন্দ! মৃত্যু শয্যায় থাকাকালীন যদি রোগী কুরআন তিলাওয়াত শুনতে চাই তাহলেই তাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শুনানো যাবে। অন্যথায় হিতে বিপরীত হতে পারে। কল্যাণ কামনা করতে গিয়ে সে অকল্যাণমূলক কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে। যেমন- বিরক্ত হয়ে বলে ফেলল আমি এসব কিছু বিশ্বাস করি না (আল্লাহ্ এরূপ কথা বলা হতে রক্ষা করুন)।

অনেকে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা যাবে মর্মে ফাযীলাত সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু কবরের নিকটে কিংবা মৃত ব্যক্তির নিকটে অথবা অন্য কোন উপলক্ষে স্বতন্ত্রভাবে সূরা ইয়াসীন বা অন্য কোন সূরা বা কুরআন পাঠ করা যাবে মর্মে কোন সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়নি। এ মর্মে বর্ণিত হাদীসগুলো হয় বানোয়াট আর না হয় দুর্বল বা খুবই দুর্বল।

---

[১] "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১১৯)।

নিম্নে সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় বানোয়াট ও দুর্বল হাদীস উলেখ করা হল। যেগুলোকে ক্ষমা পাওয়ার সহজ মাধ্যম মনে করে সাধারণ মানুষ সহজেই গ্রহণ করে থাকেন।

অথচ সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে পৃথকভাবে ফাযীলাত বর্ণনা করে আমলযোগ্য কোন সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়নি।

১। একটি বানোয়াট কথিত হাদীসের মধ্যে এসেছে ঃ "যে ব্যক্তি কবরস্থানে প্রবেশ করে সেখানে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সেদিন তাদের (কবরবাসীর) আযাব হালকা করা হবে এবং সেখানে যারা রয়েছে তাদের সংখ্যায় সে ব্যক্তির (পাঠকারীর) জন্য সাওয়াব লিখা হবে।" [কিন্তু এটি বানোয়াট, রসূল (ﷺ)-এর উদ্ধৃতিতে জাল করা হয়েছে।[১]

২। অন্য এক বানোয়াট হাদীসের মধ্যে এসেছে ঃ "কোন ব্যক্তি মারা গেলে আর তার নিকটে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হলে আল্লাহ তা'আলা সহজ করে দেন।" [কিন্তু হাদীসটি বানোয়াট, রসূল (ﷺ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছে।[২]

৩। "যে ব্যক্তি জুম'আর রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[৩]

৪। "যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে তার দ্বারা আল্লাহকে পাওয়ার আশায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং সে যেন বারোবার কুরআন পাঠ করেছে তাকে তার সাওয়াব দান করবেন। আর যে রোগীর নিকটেই সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হবে তার নিকট প্রত্যেক অক্ষরের সংখ্যায় দশজন করে ফেরেশতা নেমে আসবে যারা তার সামনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর তার জন্য রহমাত কামনা করবে, তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তারা তার আত্মা কবয করা ও গোসল দেয়ার সময় উপস্থিত থাকবে, তার

---

[১] দেখুন "সিলসিলাহ্ য'ঈফাহ্ অল-মওযূ'আহ্" (১২৪৬)।

[২] দেখুন "সিলসিলাহ্ য'ঈফাহ্ অল-মওযূ'আহ্" (৫২২১) ও "য'ঈফুত তারগীব অত-তারহীব" (৪৫০)।

[৩] এ হাদীসটি খুবই দুর্বল, য'ঈফ জিদ্দান, দেখুন "সিলসিলাহ্ য'ঈফাহ্" (৫১১২)।

জানাযার [কফিনের] অনুসরণ করবে, তার সলাত আদায় করবে এবং তার দাফনের সময়ও উপস্থিত থাকবে। আর যে রোগী সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে এমতাবস্থায় যে, সে মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে তার আত্মা সে সময় পর্যন্ত মালাকুত মওত কবয করবে না যে পর্যন্ত জান্নাতের পাহারাদার রিযওয়ান জান্নাতী শরবত নিয়ে উপস্থিত না হবে। অতঃপর সে তার বিছানায় থাকা অবস্থায় পান করবে, এরপর তার মৃত্যু হবে। সে পরিতৃপ্ত অবস্থাতেই থাকবে। সে নাবীগণের কোন হাউযের [পানির] মুখাপেক্ষী হবে না। জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে পরিতৃপ্তই থাকবে।"[১]

৫। "সূরা ইয়াসীনকে তাওরাতের মধ্যে আল-মু'ইম্মা নামে ডাকা হত। কারণ তা দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণকে পাঠকারীর জন্য সম্পৃক্ত করেছে। তা তার থেকে দুনিয়ার বিপদাপদকে দূরে রাখে এবং আখেরাতের বিভীষিকাকে প্রতিহত করে।"[২]

৬। "যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে তার পিতা-মাতার কবর যিয়ারাত করে তাদের দু'জনের নিকট অথবা একজনের নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে তাকে প্রত্যেক আয়াত অথবা অক্ষরের সংখ্যার বিনিময়ে ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[৩]

৭। "তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ কর।"[৪]

৮। প্রতি বস্তুরই অন্তর থাকে আর কুরআনের অন্তর হচ্ছে সূরা ইয়াসীন, যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, এ পাঠের দ্বারা আল্লাহ

---

[১] হাদীসটি বানোয়াট, এটি জাল করার দ্বারা রসূল (ﷺ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছে, দেখুন "সিলসিল্যাহ্ য'ঈফাহ্" (৪৬৩৬)।

[২] এ হাদীসটি খুবই দুর্বল, দেখুন "সিলসিল্যাহ্ য'ঈফাহ্" (৩২৬০)।

[৩] হাদীসটি বানোয়াট, নাবী (ﷺ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়েছে, দেখুন "য'ঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ" (৫০)।

[৪] হাদীসটি আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু হাদীসটি দুর্বল, দেখুন "মিশকাত" (১৬২২, তাহকীক্ব আলবানী), "য'ঈফ আবী দাউদ" (৩১২১), "ইরওয়াউল গালীল" (৬৮৮), "য'ঈফ জামে'ইস সাগীর" (১০৭২) ও "য'ঈফুত তারগীব অত-তারহীব" (৮৮৪)।

তা'আলা তার জন্য দশবার কুরআন পাঠ করার সমান সাওয়াব লিখে দিবেন।"[১]

৯। "তুমি তোমার তর্জনী অংগুলি তোমার মাড়ির দাঁতের উপরে রেখে সূরা ইয়াসীনের শেষাংশ পাঠ কর। আ-অ-লাম ইয়ারাল ইনসানু আন্না খলাকনাহু মিন নুতফাতিন ...।"[২]

১০। "যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে তার পিতা-মাতার অথবা দু'জনের একজনের কবর যিয়ারাত করবে অতঃপর তার নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[৩]

১১। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে তার পূর্ববর্তী যাবতীয় গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে, অতএব তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসীন পাঠ কর।"[৪]

১২। "যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করল সে যেন দশবার কুরআন পাঠ করল।"[৫]

১৩। "যে ব্যক্তি রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে এ অবস্থায় সে সকাল করবে।"[৬]

১৪। "যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।"[৭]

১৫। "যে ব্যক্তি একবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করল সে যেন দু'বার কুরআন পাঠ করল।"[৮]

---

[১] হাদীসটি বানোয়াট দেখুন "য'ঈফ জামে'ইস সাগীর" (১৯৩৫) ও "য'ঈফ তিরমিযী" (২৮৮৭)।

[২] হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন "য'ঈফ জামে'ইস সাগীর" (৩৫৮৭) ও "সিলসিলাহ্ য'ঈফ্যাহ্" (৩৮১৪)।

[৩] এ হাদীসটিও বানোয়াট, দেখুন "য'ঈফ জামে'ইস সাগীর" (৫৬০৬)।

[৪] হাদীসটি দুর্বল, দেখুন "য'ঈফ জামে'ইস সাগীর" (৫৭৮৫)।

[৫] হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন "য'ঈফ জামে'ইস সাগীর" (৫৭৮৬)।

[৬] হাদীসটি দুর্বল, দেখুন "য'ঈফ জামে'ইস সাগীর" (৫৭৮৭)।

[৭] হাদীসটি দুর্বল, দেখুন "য'ঈফ জামে'ইস সাগীর" (৫৭৮৮)।

[৮] হাদীসটি বানোয়াট, দেখুন "য'ঈফ জামে'ইস সাগীর" (৫৭৮৯)।

১৬। জুম‘আর রাতে চার রাক‘আত সলাত আদায় এবং তার প্রথম রাক‘আতে ফাতিহার পরে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা .. .. মর্মে যে দীর্ঘ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এবং তাশাহুদের পরে দীর্ঘ দু‘আ উল্লেখ করে যে ফাযীলাত বর্ণনা করা হয়েছে সে হাদীসটি বানোয়াট।[১]

১৭। "যে ব্যক্তি সকাল বেলা সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে, তার সকল প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করে দেয়া হবে।"[২]

১৮। "কুরআনের অন্তর হচ্ছে সূরা ইয়াসীন, যে ব্যক্তিই আল্লাহ্ এবং আখেরাতকে লাভের আশায় তা পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। অতএব তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তির নামে পাঠ কর।"[৩]

১৯। "যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করে তা পান করবে, তার পেটে এক হাজার নূর, এক হাজার রহমাত, এক হাজার বরকত, এক হাজার ঔষধ প্রবেশ করবে অথবা তার থেকে এক হাজার রোগ বেরিয়ে যাবে।"[৪]

২০। এক কথিত হাদীসের মধ্যে এসেছে, যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন শ্রবণ করবে তা তার জন্য বিশ দীনার আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার সমান হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে তা তার জন্য বিশটি হজ্ব আদায়ের সমান হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি লিখবে এবং তাকে পান করাবে তার পেটে এক হাজার ইয়াকীন, এক হাজার নূর, এক হাজার বরকত, এক হাজার রহমাত এবং এক হাজার রিয্কের অনুপ্রবেশ ঘটানো হবে এবং তার থেকে সকল প্রকার ঈর্ষা বের করে নেয়া হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে তার থেকে সকল প্রকার রোগ বের করে নেয়া হবে।[৫]

২১। আরেকটি কথিত হাদীসের মধ্যে এসেছে ঃ আবূ ক্বিলাবাহ্ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। যে পথভ্রষ্ট

---

[১] দেখুন "য‘ঈফ তিরমিযী" (৩৫৭০)।

[২] হাদীসটি মুরসাল হিসেবে আতা ইবনু আবী রাবাহ্ হতে বর্ণিত হয়েছে। দারেমী বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সহীহ্ নয়।

[৩] হাদীসটি দুর্বল, দেখুন "য‘ঈফ জামে‘ইস সাগীর" (৮৮৪)।

[৪] হাদীসটি বানোয়াট "সিলসিল্যাহ্ য‘ঈফাহ্" (৩২৯৩)।

[৫] হাদীসটি বানোয়াট, আল্লামাহ্ শাওকানী "আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ্" গ্রন্থে (১/৩০০) বলেন ঃ হাদীসটি খাতীব বাগদাদী আলী সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু হাদীসটি বানোয়াট। ইবনু আদী বলেন ঃ এ হাদীসটি জাল করার ব্যাপারে আহ্মাদ ইবনু হারুন অভিযুক্ত।

থাকা অবস্থায় সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সে হিদায়াত লাভ করবে। যে ব্যক্তি তার কিছু হারিয়ে যাওয়ার কারণে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে সে তা পেয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সেই খাদ্যের নিকট সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে যে খাদ্য কম বলে ভয় করছিল তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির নিকট পাঠ করবে তার জন্য সহজ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি সন্তান প্রসবের সময় কষ্টে থাকা মহিলার নিকট পাঠ করবে তার জন্য সন্তান প্রসব সহজ করে দেয়া হবে। আর যে একবার সূরা ইয়াসীন পাঠ করল সে যেন এগারো বার কুরআন পাঠ করল। আর প্রত্যেক বস্তুর হৃদয় রয়েছে কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসীন।[১]

এছাড়া মৃত ব্যক্তি বা তার কবরের নিকট সূরা বাক্বারার প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করা মর্মে যে আসার বর্ণিত হয়েছে তা সহীহ্ নয়। আনসারদের উদ্ধৃতিতে মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন পাঠ করা মর্মে যা কিছু বর্ণনা করা হয়ে থাকে সেগুলোও সহীহ্ নয়।

অতএব বানোয়াট এবং দুর্বল হাদীস নির্ভর সূরা ইয়াসীনের ফাযীলাতগুলো থেকে বিরত থাকাই হবে প্রকৃত জ্ঞানের পরিচায়ক।

এছাড়া যে বলা হয়েছে "কোন ব্যক্তি কবরস্থান অতিক্রম করার সময় 'কুল হু আল্লাহু আহাদ' সূরা এগারোবার পাঠ করে, তার সাওয়াব যদি মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে হেবাহ করে দেয় তাহলে তাকে মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যায় সাওয়াব দেয়া হবে"।

এ হাদীসটি বাতিল ও বানোয়াট। এটিকে আবূ মুহাম্মাদ আল-খাল্লাল "আল-কিরাআতু আলাল কুবূর" (কাফ ২০১/২) গ্রন্থে এবং দাইলামী "আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনে 'আমের কর্তৃক তার পিতা হতে বর্ণনাকৃত ... কপিতে" বর্ণনা করেছেন। এ পাণ্ডুলিপিটি বানোয়াট ও বাতিল। এটিকে হয় আব্দুল্লাহ্ অথবা তার পিতা বানিয়েছে। যেমনটি হাফেয যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেছেন আর ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে তার অনুসরণ করেছেন। এছাড়া সুয়ূতী "যায়লুল আহাদীসিল মওযূ'আহ" গ্রন্থে

---

[১] "কাশফুল খাফা" গ্রন্থে এটি বাইহাক্বীর বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি বানোয়াট "সিলসিল্যাহ্ য'ঈফাহ্" (৩২৯৩)।

এবং ইবনু আররাক "তানযীহুশ শারী'আহ ..." গ্রন্থে [জাল হওয়ার ব্যাপারে] তার অনুসরণ করেছেন। এর পরেও সুয়ূতী সম্ভবত ভুলে গিয়ে "শারহুস সদূর" গ্রন্থে (১৩০) উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করে শুধুমাত্র দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তার দুর্বল বলাটা যথেষ্ট নয়, কারণ হাদীসটি বানোয়াট।[১]

মোটকথা কবরের নিকট বা মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন তিলাওয়াত সংক্রান্ত বিষয়ে সহীহ সূত্রে কোন হাদীসই বর্ণিত হয়নি।

● **কবর যিয়ারাত করার সময় একাকী দু'হাত তুলে দু'আ করা জায়েয আছে, আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের কারণে। তিনি বলেন ঃ**

"এক রাতে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বের হন। আমি তাঁর পেছনে বারীরাকে প্রেরণ করলাম যাতে তিনি কোথায় যাচ্ছেন সে লক্ষ্য করে। সে বলল ঃ তিনি বাকী'উল গারকাদের দিকে গিয়ে বাকী'র নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত উত্তোলন করেন, এরপর ফিরে আসেন। বারীরাও আমার নিকট ফিরে এসে আমাকে তাঁর সম্পর্কে সংবাদ জানাল। যখন সকাল হল তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনি কোথায় বেরিয়েছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমাকে বাকী'বাসীদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যে।"[২]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত অন্য ঘটনাতেও দু'হাত তোলার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়েছে। সে ঘটনাটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।[৩]

তবে হাত তুলে দু'আ করার সময় কবরকে সামনে না করে কিবলামুখী হয়ে দু'আ করবে। যেরূপ সলাত কবরমুখী হয়ে আদায় করা যায় না সেরূপ দু'আও কবরমুখী হয়ে আদায় করা যাবে না। কারণ দু'আটিও ইবাদাত

---

[১] বিস্তারিত দেখুন "সিলসিল্যাহ্ য'ঈফাহ্" (১২৯০)।

[২] হাদীসটি ইমাম আহমাদ (২৪০৯১), ইমাম মালেক "আল-মুওয়াত্তা" গ্রন্থে (৫৭৩) এবং তার থেকে নাসাঈ (২০৩৮) বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম মালেক ও নাসাঈর বর্ণনায় হাত উত্তোলনের কথার উল্লেখ নেই। [হাদীসটিকে শাইখ আলবানী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (১৭৭৪)।

[৩] দেখুন "সহীহ্ মুসলিম" (৯৭৪):

যেমনটি রসূল (ﷺ) বলেছেন। আর ইবাদাত কবরমুখী হতে পারে না যেরূপ সলাত কবরমুখী হয়ে আদায় করা যায় না। পূর্বে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে সেটিও প্রমাণ করে যে কবরমুখী হয়ে দু'আ করা যাবে না। কারণ তিনি সহাবীদেরসহ কবরস্থানে কিবলামুখী হয়ে বসেছিলেন, কবরমুখী হয়ে বসেননি।

আবূ দাউদ ও ইবনু মাজার বর্ণনায় কিবলামুখী হয়ে বসার কথাটি এসেছে, এ ভাষাটিও সহীহ্।[১]

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ "আল-কাঈদাতুল জালীলাহ্ ফীত তাওয়াস্সুলি অল-অসীলাহ্" গ্রন্থে (পৃঃ ১২৫) বলেন ঃ

চার মাযহাবের ইমামগণের (আবূ হানীফা, মালেক, শাফে'ঈ ও ইমাম আহামদ) ঐক্যমতে দু'আ করার সময় কিবলামুখী হয়েই দু'আ করতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন ঃ রসূল (ﷺ)-কে সালাম প্রদান করার সময়েও হুজরামুখী হবে না যেরূপ দু'আ করার সময় হুজরামুখী হওয়া যাবে না [হানাফী মাযহাবের এটি ঐকমত্যের সিদ্ধান্ত]। এরপরে হানাফী মাযহাবের ফাকীহ্গণ দু'ধরনের মত প্রকাশ করেছেন ঃ কেউ কেউ বলেছেন যে, হুজরাকে পেছনে করেই সালাম প্রদান করবে আর কেউ কেউ বলেছেন যে, হুজরাকে বামে রেখে সালাম প্রদান করবে। তবে অন্য তিন ইমামের নিকট হুজরাকে সামনে রেখে তাঁর মুখ বরাবর দাঁড়িয়ে সালাম দেওয়া যাবে।[২]

কেউ যদি কাফের ব্যক্তির কবর যিয়ারাত করে তাহলে তার প্রতি সালাম প্রদান করবে না, তার জন্য দু'আও করবে না বরং জাহান্নামের সংবাদ (ভীতি) প্রদান করবে। কারণ, রসূল (ﷺ) এরূপই নির্দেশ দিয়েছেন।

সা'আদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ

"এক গ্রাম্য ব্যক্তি রসূল (ﷺ)-এর নিকটে আসল অতঃপর বলল ঃ আমার পিতা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলত এবং এরূপ এরূপ কাজ

---

[১] দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩২১২), "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৫৪৮) ও "মিশকাত (তাহকীক্ব আলবানী" (১৭১৩)।

[২] এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১২১)।

করত। অতএব সে কোথায়? রসূল (ﷺ) বললেন ঃ জাহান্নামে। সম্ভবত এ কথার কারণে সে গ্রাম্য ব্যক্তি মনে কষ্ট অনুভব করেছিল। ... হাদীসের শেষে রসূল (ﷺ) বললেন ঃ "যখনই তুমি কোন কাফের ব্যক্তির কবর যিয়ারাত করবে তখনই জাহান্নামের সংবাদ প্রদান করবে" ... ।[১]

- **জুতা পরিধান করে মুসলিমদের কবরের মধ্য দিয়ে চলাচল করা যাবে না।**

জুতা পরিধান করে কবরের মধ্য দিয়ে চলাচল করা নিষেধ হওয়ার হাদীসটি বাশীর ইবনু খাসাসিয়াহ্ বর্ণনা করেছেন। ...তাতে রসূল (ﷺ) এক ব্যক্তিকে জুতা পরা অবস্থায় দেখে বললেন ঃ জুতা দু'টি খুলে ফেল। লোকটি যখন রসূল (ﷺ)-কে চিনতে পারল তখন জুতা দু'টি খুলে ফেলে দিল।[২]

কবরের উপর খেজুর বৃক্ষের ডাল পোঁতে দেয়া না-জায়েয

আমাদের দেশে বিভিন্ন এলাকায় নতুন কবরের উপর খেজুরের ডাল পোঁতে দেয়ার প্রচলন রয়েছে। এর সমর্থনে কোন কোন আলেম ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ وفي رواية على قبرين فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثم قال: بلى وفي رواية بلى إنه لكبير أَمَّا أَحَدُهُمَا

---

[১] হাদীসটি ত্বাবারানী "আল-মু'জামুল কাবীর" (১/১৯১/১) গ্রন্থে, ইবনুস সুন্নী "আমালুল ইওয়াম অ-ল্লাইলাহ্" গ্রন্থে (নং ৫৮৮), যিয়া আল-মাকদেসী "আল-আহাদীসুল মুখতারাহ" (১/৩৩৩) গ্রন্থে ও বায্যার (৯৩) সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন। হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (১/১১৭-১১৮) বলেন ঃ "বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ বর্ণনাকারী"। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ ইবনে মাজাহ্" (১৫৭৩), "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৩১৬৫) ও "সিলসিল্যাহ্ সহীহাহ্" (১৮)।

[২] হাদীসটি আবূ দাঊদ (৩২৩০), নাসাঈ (২০৪৮), ইবনু মাজাহ (১৫৬৮), ইবনু আবী শাইবাহ (৪/১৭০), হাকিম (১/৩৭৩), তার সূত্রে বাইহাক্বী (৪/৮০), আহমাদ (২০২৬০, ২০২৬৩) ও আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন। হাকিম ও যাহাবী সনদটিকে সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন। হাফেয ইবনু হাজার "ফতহুলবারী" (৩/১৬০) গ্রন্থে তা স্বীকার করেছেন। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী হাসান আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ নাসাঈ" (২০৪৮)।

فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دعا ﷺ بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً وقال: لَعَلَّهُ أن يُخَفِّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, একদা রসূল (ﷺ) দু'টি কবর অতিক্রম করছিলেন বা দু'টি কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি (কবর দু'টি দেখে) বললেন ঃ দু'টি কবরেই শাস্তি হচ্ছে, তবে বড় কোন কারণে শাস্তি হচ্ছে না। অতঃপর বললেন ঃ হ্যাঁ অবশ্যই বড় কারণ। কেননা দু'কবরবাসীর একজন নিজেকে পেশাব হতে বাঁচাত না, আর দ্বিতীয়জন পরনিন্দা করত। অতঃপর রসূল (ﷺ) খেজুর গাছের একটি কাঁচা ডাল আনতে বললেন এবং তা (লম্বালম্বিভাবে) দ্বিখণ্ডিত করলেন আর খণ্ড দু'টি দু'কবরের উপর পোঁতে দিলেন এবং বললেন ঃ সম্ভবত ডাল দু'টো না শুকানো পর্যন্ত দু'কবরবাসীর শাস্তি লাঘব হবে।"[১]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে উপরের হাদীসের বাহ্যিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে খেজুর ডাল পোঁতে দেয়া জায়েয নাকি না-জায়েয? কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এর সঠিক সমাধান হওয়া জরুরী।

হাদীসটির ব্যাখ্যা আমাদের জানা দরকার ঃ

রসূল (ﷺ) প্রথমে বললেন ঃ দু'জনকে বড় কোন কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। পরক্ষণেই বললেন ঃ হ্যাঁ যে কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তা বড়ই। এর ব্যাখ্যায় হাদীস বিশারদদের কয়েকটি মত রয়েছে, তাহল ঃ

(১) শাস্তি বড় শির্কের কারণে নয়, কিন্তু বড় শির্কের কারণে না হলেও এমনটি নয় যে, কারণটি বড় নয় বরং শাস্তির কারণটি বড়ই।

(২) বড় নয় এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে তাদের জন্য এটা হতে বেঁচে থাকা কঠিন ছিল না, বেঁচে চলা কঠিন না হলেও এর অর্থ এমন নয় যে, শাস্তির কারণ ছোট ছিল বরং শাস্তির কারণটি বড়ই।

---

[১] হাদীসটি বুখারী (২১৬, ২১৮, ১৩৬১, ১৩৭৮, ৬০৫২, ৬০৫৫), মুসলিম (২৯২), আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও আহামাদসহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

(৩) তাদের দৃষ্টিতে শাস্তির কারণটি বড় ছিল না কিন্তু শারী'আতের দৃষ্টিতে শাস্তির কারণ বড়ই ছিল।

(৪) কারো কারো মতে (বড় কারণে শাস্তি হচ্ছে না) এ কথাটি রহিত হয়েছে পরের শব্দের (বরং শাস্তির কারণ বড়ই ছিল) দ্বারা।

হাদীসে উল্লেখিত 'নামীমা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পরনিন্দা করা আর নামীমার পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে পরস্পরের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কথা লাগানো যদিও কথাটি হক বা সত্য হয়।

এ হাদীসটিই মূলত খেজুর ডাল কবরের উপর পুঁতার পক্ষ অবলম্বণকারীদের দলীল। কোন কোন ইসলামী পণ্ডিত উক্ত হাদীসকে সবার জন্য প্রযোজ্য ভেবে খেজুর ডাল কবরের উপর পোঁতে দেয়াকে সুন্নাত মনে করেছেন এবং কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেছেন ঃ ডালটি যতক্ষণ পর্যন্ত কাঁচা থাকবে (না শুকাবে) ততক্ষণ পর্যন্ত তাসবীহ্ পাঠ করবে আর তাসবীহ্ পাঠের কারণে আযাব হাল্কা করা হবে।

কিন্তু যারা খেজুর ডাল পোঁতে দেয়াকে না-জায়েয বা হারাম বলছেন, তাদের বক্তব্য হচ্ছে হাদীসটি একমাত্র রসূল (ﷺ)-এর সাথেই খাস (নির্দিষ্ট) ছিল। হাদীসটিকে ব্যাপক ভিত্তিক ধরে নিয়ে খেজুর বা অন্য কোন ডাল কবরের উপর পোঁতে দেয়া অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। অতএব যিনি হাদীসটিকে সবার জন্য আমলযোগ্য বলছেন তিনি আসলে হাদীসটির ভাবার্থ সঠিকভাবে না বুঝার কারণেই বলছেন। কারণ খেজুর ডালের কারণে আযাব লাঘব হবে এ কথাটি অযৌক্তিক। বাস্তবিকপক্ষে খেজুর ডাল পোঁতা যাবে না এ মতটিই সঠিক। এর পক্ষের দলীল, প্রমাণাদি, যুক্তি ও ব্যাখ্যাগুলো বিস্তারিত উদ্ধৃত হল ঃ

প্রথমত ঃ আমরা আল্লাহর বাণীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখছি তিনি বলেনঃ

(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)

"এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর (আল্লাহর) প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে না, কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ্গুলো বুঝ না।"[১]

---

[১] সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৪৪।

এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, শুকনা বস্তু হোক আর কাঁচা বস্তু হোক সবই আল্লাহর প্রশংসায় তাসবীহ্ পাঠ করে। অতএব কাঁচা আর শুকনার প্রসঙ্গ তুলে পার্থক্য করণ উল্লেখিত আয়াত পরিপন্থী কথা। অতএব হাদীসটি রসূল (ﷺ)-এর সাথেই খাস ছিল।

দ্বিতীয়ত ঃ হাদীসটি সবার জন্য পালনীয় না হওয়ার কারণ ঃ

(১) মৃত ব্যক্তির অবস্থা জানাটা এক গায়েবী ব্যাপার। অহী ছাড়া তা জানার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

(عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُول)

"তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী, তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত।"[১]

অতএব আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে কবরদ্বয়ে আযাব হচ্ছে তা অবহিত করেছিলেন। ফলে রসূল (ﷺ) জানতে পেরেছিলেন কবরদ্বয়ে আযাব হচ্ছে। তাই তিনি দু'কবরে খণ্ডিত খেজুর ডাল পোঁতে দিয়েছিলেন। কিন্তু রসূল (ﷺ) ব্যতীত অন্যদের পক্ষে কবরে আযাব হচ্ছে কি না তা জানার কোনই উপায় নেই। অতএব অন্যদের পক্ষ থেকে খেজুর ডাল পোঁতে দেয়া নেহায়েত অর্থহীন। কারণ হাদীসের ভাবার্থ অনুযায়ী আযাব বা শাস্তি হলে তো আপনি খেজুর ডাল পোঁতে দিবেন। কিন্তু আযাব হচ্ছে কি না তাতো আপনি আর আমি জানি না। অতএব যে কারণে রসূল (ﷺ) ডাল পোঁতেছিলেন ঐ কারণ তো আমাদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তাই হাদীসটি আমাদের জন্য প্রযোজ্য বা আমলযোগ্য নয়।

(২) রসূল (ﷺ) এ কাজের জন্য তাঁর উম্মাতকে কোন দিক নির্দেশনা দেননি। যদি কাজটি করা উপকারী হত তাহলে তিনি অবশ্যই সহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে উম্মাতকে এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে যেতেন।

প্রশ্ন হচ্ছে যদি আলোচ্য হাদীসের হুকুম 'আম' মানে সবার জন্য প্রযোজ্য হত তাহলে রসূল (ﷺ) তাঁর উম্মাতকে নিজের কৃতকর্মটি করার

---

[১] সূরা জ্বিন ঃ ২৬ ও ২৭।

নির্দেশ দিলেন না কেন? অথচ কাজটি ভাল। এ ব্যাপারে কিছু না বলে যাবার কারণ নিম্নে বর্ণিত দু'টি কারণের যে কোনটি হতে পারে। হয় তিনি বলতে ভুলে গিয়েছিলেন আর না হয় তিনি বলে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করেননি [নাউযুবিল্লাহ্]। আর রসূল (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে এর কোনটিই মেনে নেয়া যায় না বরং এরূপ কথা অগ্রহণযোগ্য।

(৩) সত্যিই যদি হাদীসটির হুকুম ব্যাপক ভিত্তিক সবার জন্য প্রযোজ্য হত তাহলে সহাবীগণ এর উপরে আমল করতেন, কর্মটি তাদের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করত এবং তা তাদের থেকে বর্ণিতও হত। বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীনের নিকট হতে বর্ণনা আসত। তারা তাঁদের সময়কালে কোন কবরে খেজুর বা অন্য কোন গাছের ডাল পোঁতেছেন বা তারা তাদের নিজেদের কবরে পুঁতার জন্য অসিয়্যাত করেছিলেন বলেও কোন প্রমাণ মিলে না। অথচ তারাই আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (ﷺ)-কে সর্বাপেক্ষা বেশী ভাল বাসতেন আর তারাই তাঁকে সবচেয়ে বেশী অনুসরণ করতেন।

বুরায়দাহ্ আল-আসলামী (رضي الله عنه) নামক একজন সহাবী হতে সহীহ্ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর কবরের উপর খেজুর গাছের ডাল পোঁতে দেয়ার জন্য অসিয়্যাত করেছিলেন। এটি ইবনু সা'আদ (আত-তাবাকাত" (খণ্ড৭/ কাফ১/ পৃঃ ৪) গ্রন্থে মুওয়াররিক হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : বুরাইদাহ (رضي الله عنه) তার কবরের মধ্যে তার সাথে দু'টি খেজুর ডাল রেখে দেয়ার জন্য অসিয়্যাত করেছিলেন।

এটি ছিল তার ব্যক্তিগত ইজতিহাদ। কিন্তু তার এ অসিয়্যাত ইবনু আব্বাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদীসের সাথে মিলে না। কেননা তাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূল (ﷺ) একটি খেজুর ডালকে লম্বালম্বিভাবে দু'খণ্ড করে দু'টি কবরের উপর পোঁতে দিয়েছিলেন। অথচ বুরায়দাহ্ (رضي الله عنه) তার এক কবরের মধ্যে দু'টি খেজুর ডাল দেয়ার জন্য অসিয়্যাত করেছিলেন। সুতরাং তার অসিয়্যাত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

এছাড়া আল্লাহর কী ফায়সালা যে, খোরাসানে তার মৃত্যু হয়, যেখানে খেজুর ডাল পাওয়া যায় নি। "আত-ত্ববাকাত" (খণ্ড৭/ কাফ১/ পৃঃ ৪)।

আর ইবনু আসাকির আবূ বারযাহ্ আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি অসিয়্যাত করতেন যে, 'আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমার কবরে আমার সাথে দু'টি খেজুর ডাল রেখে দিবে' ...।[১]

আল্লাহর কী মর্জি তারও মৃত্যু হয় এমন এক স্থানে যেখানে খেজুর ডাল মিলে নি। কিন্তু এক মুসাফিরের নিকট হতে খেজুর ডাল নিয়ে তার কবরে দিয়ে দেয়া হয়।

আরো বড় কিন্তু হচ্ছে এই যে, এ আসারটির সনদ দুর্বল। দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। সনদের বর্ণনাকারী শাহ্ ইবনু আম্মার এবং নায্র ইবনুল মুনযির আল-আবাদী মাজহূল (অপরিচিত)। তাছাড়া তাদলীসের সমস্যাও রয়েছে।[২]

(৪) আযাব লাঘব হবে খেজুর ডালের কারণে এটি এমন এক ধারণার দিকে তাড়িত করবে যে সৃষ্টি দ্বারা উপকার বা বিপদমুক্ত করণ সম্ভব। অথচ তা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সৃষ্টির পক্ষে সম্ভব নয়। এরূপ ধারণাই হচ্ছে বড় শির্ক যা ইসলামের গণ্ডি থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়।

(৫) যদি খেজুর ডালের কারণে শাস্তি লাঘব হয় তাহলে তর্কের খাতিরে বলতে হয়, তা দ্বারা সকল গুনাহ্গার এমনকি কাফেরও তো লাভবান হবে– যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা।

(৬) আবার যদি কাঁচা খেজুর ডালের কারণে শাস্তি লাঘব হত, তাহলে তো রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খেজুর ডালটি লম্বালম্বিভাবে ফেড়ে দ্বিখণ্ডিত করতেন না। কেননা এভাবে দ্বিখণ্ডিত করলে দ্রুত শুকিয়ে যায়। বরং দু'টুকরা করতেন অথবা দু'টা পূর্ণ খেজুর ডাল দু'কবরে পোঁতে দিতেন যা দীর্ঘ সময় ধরে শুকাত না ফলে শাস্তি আরো বেশী বেশী হাল্কা হত। কিন্তু তাতো বর্ণিত হয়নি।

---

[১] এ আসারটি আল-খাতীব "তারীখু বাগদাদ" (১/১৮২-১৮৩) গ্রন্থে এবং তার সূত্রে ইবনু আসাকির "তারীখু দেমাস্ক" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

[২] এ মর্মে বিস্তারিত দেখুন শাইখ আলবানী রচিত "আহকামুল জানায়েয" মাসআলা নং ১২৩।

(৭) আরো ভেবে দেখুন! যদি আযাব লাঘব হওয়ার কারণ খেজুর ডাল হয়ে থাকে তাহলে যাকে- খেজুর বাগানে বা খেজুর গাছের নিকট কবর দেয়া হবে তার ক্ষেত্রে তো স্থায়ীভাবে আযাব লাঘব অব্যাহত থাকার কথা।

(৮) 'রসূল (ﷺ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন' এর দ্বারা বুঝা গেল সে কবর দু'টিতে কবর দেয়ার সাথে সাথে খেজুর ডাল পোঁতা হয়নি। বরং কবর দু'টি ছিল পুরাতন। অথচ যারা খেজুর ডাল পোঁতার পক্ষে তারা কবর দেয়ার পর পরই ডাল পোঁতেন।

(৯) রসূল (ﷺ) তাঁর জীবদ্দশায় অনেক সহাবীকে কবর দিয়েছেন। অথচ এ দু'টি কবর ছাড়া অন্য কোন কবরে খেজুর ডাল পোঁতেছেন বলে কোন বর্ণনা নেই। তাই বলিষ্ঠভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে উল্লেখিত দু'টি কবরে তাঁর খেজুর ডাল পোঁতা একটি বিশেষ ঘটনা। তিনিই তার রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

(১০) এছাড়া সহীহ্ মুসলিমে (৩০১৪) জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত এক বর্ণনায় এসেছে ঃ

عن جَابِرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما أن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَفَّهَ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ.

রসূল (ﷺ) বলেন ঃ "আমি দু'টি কবরকে অতিক্রম করছিলাম দু'টিতেই আযাব হচ্ছিল, আমি চাইলাম আমার শাফা'আতের মাধ্যমে যেন দু'কবরবাসীর আযাব হাল্কা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত খেজুর ডাল দু'টি সিক্ত [ভিজে] থাকবে।"

কারো কারো মতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) আর জাবের (রাঃ)-এর দু'হাদীসে একই ঘটনার দু'ভাবে বিবরণ এসেছে। একটিতে শাফা'আতের কথা উল্লেখ আছে, অন্যটিতে নেই। অতএব দু'টো হাদীসের বক্তব্যকে সামনে রেখে এ কথা বলা যায় যে, রসূল (ﷺ)-এর শাফা'আত দ্বারাই আযাব লাঘব হতে পারে, কাঁচা খেজুর ডালের কারণে নয়। আবার এমনও হতে পারে যে, দু'টি হাদীসের বর্ণিত ঘটনা একটি নয় বরং ভিন্ন ভিন্ন। কোন কোন হাদীস বিশারদ এ মতও দিয়েছেন। সে ক্ষেত্রে বলতে হচ্ছে যে, ঘটনা দু'টি হলেও উভয় হাদীসের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে যা হাদীসদ্বয়ের একাধিক শব্দ প্রমাণ করে। তাই বলা যায় আযাব লাঘবের কারণ একটিই আর সেটি হচ্ছে

রসূল (ﷺ)-এর শাফা'আত ও দু'আ, কাঁচা খেজুর ডাল নয়। ফলে খেজুর ডাল কবরের উপর পোঁতে দেয়া বিদ্'আত। কেও তা করলে বিদ্'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অনুরূপভাবে বর্তমান সমাজে মৃত ব্যক্তির কবর, প্রতিকৃতি, কফিন ও তার জন্য নির্মিত নিদর্শনাবলীতে ফুলের তোড়া ইত্যাদি দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হচ্ছে যা সম্পূর্ণরূপে বিজাতীয় রীতি-নীতির অংশ, সেগুলোকে ইসলাম সমর্থন করে না। এতে ফুলের তোড়া প্রদানকারীর অর্থ ও সময়ের অপচয় ছাড়া মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হয় না– তা কোন বিখ্যাত ব্যক্তির সম্মানে হোক আর অখ্যাত ব্যক্তির সম্মানে হোক তাতে কোন পার্থক্য নেই।

অতএব এ ধরণের কাজ থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি ঈমানদার ব্যক্তির ঈমানী দায়িত্ব। কবর ও স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দেয়া, তার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা, কবরে গেলাফ দেয়া, বছর শেষে গেলাফ পরিবর্তন করা- এসব কাজ যদি কেউ সাওয়াবের আশায় করে তাহলে তা সুস্পষ্ট বিদ্'আত। আর যদি সাওয়াবের আশায় না করে প্রচলিত রেওয়াজ বা রীতি অনুযায়ী করে তাহলে তা হবে বিজাতীয় অনুকরণ। ইসলামের দৃষ্টিতে এটিও বিপদজনক।

কেননা ইসলাম আমাদেরকে বিজাতীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করতে নিষেধ করেছে। রসূল (ﷺ) এক হাদীসের মধ্যে কঠোর ভাষায় বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি অন্য কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যতা গড়ে তুলবে সে ব্যক্তি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত [হয়ে যাবে]।"[১] আর আমরা সবাই জানি যে, এরূপ ফুলের তোড়া দেয়ার রীতি আমাদের মাঝে এসেছে খ্রীষ্টান অথবা ইয়াহুদী অথবা হিন্দু বা অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কৃতি থেকে যা ইসলাম ধর্মে বিজাতীয় অপসংস্কৃতি হিসেবেই স্বীকৃত। আল্লাহ্ আমাদেরকে এসব কর্ম থেকে হেফাযাত করুন।

---

[১] হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৪০৩১), "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৬১৪৯), "মিশকাত" তাহকীক আলবানী (৪৩৪৭) ও "ইরওয়াউল গালীল" (১২৬৯)।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ "প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা যদিও মানুষ বিদ'আতকে ভাল মনে করে।"[১]

কবরের নিকট যা কিছু করা হারাম

১। কবরের নিকট কোন পশু যাব্হ করা হারাম।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً

কারণ আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "ইসলামের মধ্যে কোন যাব্হ নেই।" আব্দুর রায্যাক বলেন ঃ (জাহেলী যুগের লোকেরা) কবরের নিকট গাভী বা ছাগল যাব্হ করত। (এ কারণে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত কথা বলেন)।[২]

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন ঃ কবরের নিকটে রুটি ও অন্য বস্তু সাদাকাহ্ করাও একই কথা।[৩]

ইমাম নাবাবী উক্ত হাদীসের কারণে "আল-মাজমু'" (৫/৩২০) গ্রন্থে বলেন ঃ কবরের নিকট কিছু যাব্হ করা ঘৃণিত কাজ।

শাইখ আলবানী বলেন ঃ উপরোক্ত আনাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসের কারণে কবরের নিকটে যাব্হ করা ঘৃণিত কাজ। যদিও পশুটি আল্লাহ্র নামে যাব্হ করা হয়। আর যদি কবরবাসীর নামে যাব্হ করা হয় যেমনটি অজ্ঞরা

---

[১] এটি ইবনু বাত্তা "আল-ইবানাহ্ আন উসূলিদ দিয়ানাহ্" গ্রন্থে (২/১১২/২), আল-লালকাঈ "আস-সুন্নাহ্" গ্রন্থে সহীহ্ সনদে মওকূফ হিসেবে, আর হারাবী "যাম্মুল কালাম" গ্রন্থে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী বলেন ঃ মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করাটা তার ধারণা মাত্র। শুধুমাত্র প্রথম অংশটি মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন "আহকামুল জানায়েয" মাসআলা নং ১২৪।

[২] হাদীসটি আবূ দাউদ (৩২২২), আহমাদ (১২৬২০), আব্দুর রায্যাক তার "আল-মুসান্নাফ" (৬৬৯০) গ্রন্থে ও বাইহাক্বী (৪/৫৭) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (৩২২২), "সিলসিলাহ্ সহীহাহ্" (২৪৩৬) ও "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৭৫৩৫)।

[৩] "ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকীম" (পৃঃ ১৮২)।

করে চলেছে, তাহলে তা সুস্পষ্ট বড় শির্ক, যা ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দিবে। এ সময় সে পশুর গোশ্তই খাওয়া হারাম এবং গুনাহের কাজ। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

"যে সব জন্তুর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গুনাহ্। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।"[১]

আর হাদীসে এসেছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে যাব্হকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা অভিশাপ দিয়েছেন।"[২] অন্য হাদীসের মধ্যে এসেছে রসূলও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অভিশাপ দিয়েছেন।

২। কবর হতে বের করা মাটি ছাড়াও অন্য মাটি এনে কবর উঁচু করা।

৩। চুনকাম করা।

৪। কবরের উপর নাম ঠিকানা লিখা।

৫। কবরের উপর ঘর নির্মাণ করা।

৬। কবরের উপর বসা।

উল্লেখিত কাজগুলো করা হারাম হওয়ার দলীল নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ ﴿أو يزاد عليه﴾، ﴿أو يكتب عليه﴾.

জাবের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরে চুন লাগাতে, তার উপর বসতে ও তার উপর ঘর নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। [অথবা কবর

---

[১] সূরা আন'আম ঃ ১২১।

[২] হাদীসটি সহীহ্, দেখুন "সহীহ্ নাসাঈ" (৪৪২২), "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৫১১২), "মিশকাত" তাহকীক আলবানী (৪০৭০) ও "সহীহ্ তারগীব অত-তারহীব" (২৪২১)। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (১৯৭৮) ও ইমাম আহমাদও (৮৫৭, ৯৫৭) বর্ণনা করেছেন।

হতে উঠানো মাটি ছাড়া বেশী মাটি দেয়া বা মৃত ব্যক্তির দেহের তুলনায় বেশী করে প্রশস্ত করা], [বা তার উপর লিখতে নিষেধ করেছেন]।[১]

ইমাম নাবাবী "আল-মাজমূ'" গ্রন্থে (৫/২৯৮) বলেন ঃ প্রাচীর দিয়ে বা সাইন বোর্ড লাগিয়ে লিখার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অন্য হাদীসে এসেছেঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ.

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন ঃ "রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির কবরের উপরে বসার চেয়ে সেই আগুনের টুকরার উপরে বসা বেশী উত্তম যে টুকরা তার কাপড় পুড়িয়ে দেয় অতঃপর তা তার চামড়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়।"[২]

এছাড়া উক্ত বিষয়গুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে আরো হাদীস ও আসার বর্ণিত হয়েছে।[৩]

৭। কবরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করা হারাম। কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

"لاَ تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ، وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا.

"তোমরা কবরের দিকে (মুখ করে) সলাত আদায় করবে না এবং তার উপর বসবে না।"[৪]

---

[১] হাদীসটি মুসলিম (৯৭০), নাসাঈ (২০২৭, ২০২৮, ২০২৯), আবূ দাউদ (৩২২৫), ইবনু মাজাহ (১৫৬২, ১৫৬৩), তিরমিযী (১০৫২), আহমাদ (১৩৭৩৫, ১৪১৫৫, ১৪২৩৭, ১৪৮৬২), হাকিম (১/৩৭০), বাইহাক্বী (৪/৪) বর্ণনা করেছেন। প্রথম বন্ধনীর অংশটুকু ইমাম নাসাঈ, দ্বিতীয় বন্ধনীর অংশটি তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।

[২] হাদীসটি মুসলিম (৯৭১), আবূ দাউদ (৩২২৮), নাসাঈ (২০৪৪), ইবনু মাজাহ (১৫৬৬), আহমাদ (৮৮১১, ৯৪৩৯, ১০৪৫১) ও বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন।

[৩] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১২৫)।

[৪] হাদীসটি মুসলিম (৯৭২), তিরমিযী (১০৫০), নাসাঈ (৭৬০), আবূ দাউদ (৩২২৯) ও আহমাদ (১৬৭৬৪) বর্ণনা করেছেন।

শাইখ আলী আল-ক্বারী "আল-মিরকাত" গ্রন্থে (২/৩৭২) বলেন ঃ বাস্তবিকই যদি কবরকে এবং কবরবাসীকে সম্মান করার জন্য সেদিকে মুখ করে সলাত আদায় করে তাহলে অবশ্যই সম্মান প্রদর্শনকারী ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।[১]

৮। কবরের নিকট সলাত আদায় করা হারাম যদিও তার দিকে মুখ করে না হয়। এ বিষয়ে কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ.

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "কবরস্থান ও গোসল খানা বাদে সব যমীনই মসজিদ।"[২]

অন্য হাদীসের মধ্যে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, "রসূল (ﷺ) কবরের মাঝে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।"[৩]

এছাড়া কবরস্থান যে সলাতের স্থান নয় এ মর্মে পূর্বে আরো হাদীস আলোচিত হয়েছে। এ সম্পর্কে শাইখ আলবানী "আহকামুল জানায়েয" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

অতএব মসজিদ পূর্ব থেকে থাকলে মসজিদের নিকট কবর দেয়া হারাম আর কোন স্থানে কবর থাকলে তার নিকটে মসজিদ নির্মাণ করা হারাম।

---

[১] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" মাসআলা নং ১২৫।

[২] হাদীসটি তিরমিযী (৩১৭), আবূ দাউদ (৪৯২) ও ইবনু মাজাহ (৭৪৫) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ্ দেখুন "মিশকাত" তাহকীক আলবানী (৭৩৭), "সহীহ্ তিরমিযী" (৩১৭), "সহীহ্ আবী দাউদ" ও "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (২৭৬৭)।

[৩] এ হাদীসটি বায্যার (৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩) বিভিন্ন সূত্রে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। হায়সামী "আল-মাজমা'" গ্রন্থে (২/২৭) বলেন ঃ এর বর্ণনাকারীগণ সহীহ্ হাদীস বর্ণনাকারী। শাইখ আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি ইবনুল আ'রাবী তার "আল-মু'জাম" গ্রন্থে (১/২৩৫), ত্ববারানী "আল-আওসাত" গ্রন্থে (১/২৮০) এবং যিয়া আল-মাকদেসী "আল-আহাদীসুল মুখতারাহ্" গ্রন্থে (২/৭৯) বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য এখানে তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ঃ

১। কবরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করা।

২। কবরের উপর সাজদাহ্ দেয়া।

৩। কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা।

এ সবগুলোই হারাম। কারণ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "ইয়াহুদ ও নাসারাদেরকে তাদের নাবীগণের কবরগুলোকে মাসজিদ বানিয়ে ফেলার কারণে আল্লাহ্ অভিশাপ দিয়েছেন।"[১] এ ছাড়া কবরস্থান যে সলাত আদায়ের স্থান নয় এবং সেদিকে মুখ করে সলাত আদায় করা যে যায় না সে সম্পর্কে পূর্বে আরো হাদীস উল্লেখ পূর্বক আলোচনা করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ আমি রসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি ঃ "তারাই নিকৃষ্ট মানুষ জীবিত থাকা অবস্থায় যাদেরকে কিয়ামাত পেয়ে যাবে এবং সে ব্যক্তিও নিকৃষ্ট যে কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ করবে।"[২]

৯। কবরকে ঈদের [একত্রিত হওয়ার] স্থান বানিয়ে নেয়া হারাম। যেমন নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট মওসূমে কবরের নিকট এবাদাত করার জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে উপস্থিত হওয়া। কারণ নিম্নোক্ত হাদীস ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.

আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানাবে না, তোমরা

---

[১] এ হাদীসটি বুখারী (৪৩৬, ১৩৩০, ১৩৯০, ৩৪৫৪, ৪৪৪১, ৪৪৪৪, ৫৮১৬), মুসলিম (৫২৯, ৫৩১), আহমাদ (১৮৮৭, ২৩৫৪০, ২৩৯৯২, ২৪৩৭৪, ২৪৬০৫, ২৭৬৬৬)।

[২] হাদীসটি ইমাম আহমাদ (৩৮৩৪, ৪১৩২, ৪৩৩০) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম ত্ববারানী "মু'জামুল কাবীর" গ্রন্থে, ইবনু আবী শাইবাহ্ (৩/৩৪৫), ইবনু হিব্বান তার "সহীহ্" গ্রন্থে (৩৪০, ৩৪১) ও ইবনু খুযায়মাহ্ও (৭৮৯) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটির সনদ হাসান দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং (১২৫)।

আমার কবরকে ঈদ [একত্রিত হওয়ার স্থান] বানাবে না। তোমরা আমার প্রতি দুরূপ পাঠ কর, যেখান হতেই তোমরা দুরূদ পাঠ কর না কেন তা আমার নিকট পৌঁছবেই।"[১]

ঈদ শব্দটি আরবী, এর অর্থ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে এবাদাত অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়া। তা বছরে একবার বা একাধিকবার হতে পারে।

ইবনু তাইমিয়্যাহ্ "ইকতিযাউ সিরাতিল মুস্তাকীম" গ্রন্থে (১৫৫, ১৫৬) বলেছেন ঃ উপরোক্ত হাদীস স্পষ্ট করছে যে, ভূপৃষ্ঠে নাবী (ﷺ)-এর কবর হচ্ছে সর্বোত্তম কবর, অথচ রসূল (ﷺ) তাঁর কবরকে ঈদের [একত্রিত হওয়ার] স্থান বানিয়ে নিতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। অতএব অন্য যে কোন ব্যক্তির কবর এ নিষেধের আরো বেশী আওতাভুক্ত।

যদি রসূল (ﷺ)-এর কবরের নিকট একত্রিত হওয়া হারাম হয় তাহলে তার চেয়ে দুনিয়ায় আর কার কবর বেশী উত্তম যে তার কবরের নিকট একত্রিত হওয়া জায়েয হতে পারে? একটু ভেবে দেখুন। এর পরেও বর্তমান যুগে বহু মুসলিম দেশে কবর কেন্দ্রিক বহু আড্ডা খানা নির্মিত হয়েছে যা বাস্তবে আল্লাহ্র সাথে অংশীদার স্থাপনের জায়গা। যেগুলোতে নামধারী মুসলিমরা চাওয়া পাওয়ার আশা আকাংক্ষা নিয়ে, বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসিকতা ও বিশ্বাস নিয়ে শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। গড়ে উঠেছে মাজার কেন্দ্রিক বিশাল ব্যবসা। আমাদের দেশে কুমিল্লায় এমন একটি গ্রাম আছে যেখানে একই গ্রামে দশের অধিক বিশাল বিশাল মাজার গড়ে উঠেছে। এক মাজারের ভক্তরা অন্য মাজারের ভক্তের চরম বিরোধী। গ্রামটির নাম করণই করা হয়েছে পীর কাশিমপুর। এছাড়া যাওয়া হচ্ছে বড় বড় পীরের মাজারগুলোতে।

---

[১] হাদীসটি আবূ দাউদ (২০৪২) ও আহমাদ (৮৫৮৬) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিকে শাইখ আলবানী সহীহ্ আখ্যা দিয়েছেন, দেখুন "সহীহ্ আবী দাউদ" (২০৪২) ও "সহীহ্ জামে'ইস সাগীর" (৭২২৬)।

আমার এক বন্ধুর একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি বললেনঃ আমরা যখন ঢাকা বুয়েটের ছাত্র ছিলাম তখন কয়েক বন্ধু মিলে একবার শখ করে বায়েজিদ বোস্তামীর মাজারে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, কিছু লোক তাবীজ এবং বিভিন্ন রকমের পাথর বিক্রি করছে। তারা এ তাবীজ ব্যবহার করলে এরূপ উপকার, এ পাথর ব্যবহার করলে এরূপ উপকার লেকচার দিয়ে যাচ্ছে। তাদের একজন বলল ঃ এ তাবীজ ব্যবহার করলে ছয় মাসের মধ্যে আপনার অভাব দূর হয়ে স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে বহু টাকা পয়সার মালিক হবেন। তখন আমি বললাম ঃ ভাই তাবীজ বিক্রেতা! এ তাবীজ বিক্রি করে আপনার মাসিক আয়-ইনকাম কেমন হয়? তখন সে বিক্রেতা উত্তরে বলল ঃ ভাই! তিন হাজার, সাড়ে তিন হাজার মত হয়। এতেই কোন রকমে সংসার চলে যায়। তখন আমি বললাম ঃ তাহলে তো এ তাবীজ আপনার পরা দরকার। কারণ আপনি যে কষ্টে সংসার চালান, তাতে আপনার কথা মত এ তাবীজ ব্যবহার করলে তো আপনার আর কোন অভাব থাকবে না, বরং তাড়াতাড়ি ধনী হয়ে যাবেন। এ মুহূর্তে লম্বা লম্বা গোঁফধারী সুঠাম দেহের অধিকারী কয়েকজন যুবক এসে সন্ত্রাসী কায়দায় আমাদেরকে সেখান থেকে বিদায় করে দিল। এ হচ্ছে মাজার কেন্দ্রিক ব্যবসার একটি উদাহরণ।

অতএব মানুষ বুঝবে কবে? মক্কার কাফেররা যখন বিপদে পড়ত তখন তারা বুঝত যে আল্লাহকে সরাসরি না ডাকলে আর কোন উপায় নেই। তাই তারা বিপদের সময় সরাসরি খালেস নিয়্যাতে আল্লাহ্কে ডাকত। কিন্তু বিপদে না থাকা অবস্থায় তারা আল্লাহ্কে না ডেকে মূর্তিপূজা করত।

আর আমাদের ভারত বর্ষে ঘটছে এর বিপরীত ঘটনা। বিপদে না থাকার সময় হয়ত আল্লাহ্কেই ডাকছে। কিন্তু যখন বিপদে পড়ছে, সন্তান হচ্ছে না, ব্যবসায় লস হচ্ছে এ সময় ছুটে যাচ্ছে মাজারের উদ্দেশ্যে। এ কারণেই সহজে বুঝা যায় যে, বর্তমান যুগের মুশরিকরা জাহেলী যুগীয় মক্কার মুশরিকদের চেয়ে বেশী বড় মুশরিক।

রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরাসহ অগণিত মানুষের বিশ্বাস মাযারগুলোতে গিয়ে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়। এ ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই তারা বরকত নেয়ার উদ্দেশ্যে মাযারগুলোর উদ্দেশ্যে ছুটে যান। নাউযুবিল্লাহি মিন যালেক। সেসব স্থানে যাওয়ার বিভিন্ন মওসুমও তৈরি করে নেয়া হয়েছে। অথচ রসূল (ﷺ) কী বলে গেছেন তা শুনুন ঃ

ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন ঃ আমি একদিন রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে ছিলাম তিনি আমাকে বললেন ঃ হে যুবক! আমি তোমাকে কতিপয় শব্দ শিখিয়ে দিচ্ছি, "তুমি আল্লাহ্কে হেফাযাত কর (অর্থাৎ যেভাবে তোমাকে চলার নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তাঁর কথা মেনে চল) আল্লাহ্ তোমাকে হেফাযাত করবেন, তুমি আল্লাহ্কে হেফাযাত কর তুমি আল্লাহ্কে তোমার সামনে পাবে। তুমি যদি কিছু চাও তাহলে আল্লাহ্র কাছেই চাও আর যদি কিছু সাহায্য প্রার্থনা কর তাহলে আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর জেনে রাখ! সকল মানুষ মিলে যদি তোমার সামান্যতম উপকার করতে চায় তোমার ভাগ্যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা লিখা রয়েছে তা ব্যতীত আর কোনই উপকার করতে পারবে না। আর তারা যদি সকলে মিলে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তাহলেও তোমার ভাগ্যে আল্লাহ্ যা লিখে রেখেছেন তা ব্যতীত তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না ...।"[১]

১০। কবরের উদ্দেশ্যে মুসাফির সাজাও হারাম। কারণ রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"তোমরা আমার এ মাসজিদ, মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুল আকসা এ তিন মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের জন্য বাহন প্রস্তুত করো না।"[২]

আবূ বাসরা আল-গিফারী হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (তূর পাহাড় হতে) ফিরে আসার সময় আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে মিলিত হলেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে জিজ্ঞেস করলেন কোথা হতে আসলে? তিনি বললেনঃ

---

[১] হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২৫১৬) ও আহমাদ (২৬৬৯) বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি মিশকাতেও রয়েছে (৫৩০২), হাদীসটি সহীহ্। যিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান তাকে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রচিত গ্রন্থ "আল-ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম" (পৃঃ ১৫৫-১৫৬) এবং (পৃঃ ১৭৫-১৮১) পড়ার জন্য অনুরোধ রাখছি। এছাড়া আরো দেখুন শাইখ আলবানী রচিত গ্রন্থ "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১২৫)।

[২] হাদীসটি ইমাম মুসলিম (১৩৯৭), বুখারী (১১৮৯), নাসাঈ (৭০০), আবী দাঊদ (২০৩৩), তিরমিযী (৩২৬) ও ইবনু মাজাহ্ (১৪০৯) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

তূর (পাহাড়) হতে ফিরে আসলাম। সেখানে আমি সলাত আদায় করেছি। আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন ঃ আমি যদি সেখানে যাওয়ার পূর্বে তোমাকে পেতাম তাহলে তুমি সেখানে যেতে না। অতঃপর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত তিনটি মাসজিদের কথা উল্লেখকৃত হাদীসটির ন্যায় হাদীস উল্লেখ করলেন।[১]

আল্লাহর নৈকট্য লাভ অথবা সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনটি মাসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানে সফর করা যায় না। এ হাদীস দ্বারা এরূপই বুঝানো হয়েছে। তবে আত্মীয় স্বজনের সাথে সাক্ষাতের জন্যে, শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে এবং সত্যিকারে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সহাবী ও তাবে'ঈগণের তরীকা অনুযায়ী ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে যদি ভ্রমণ করা হয় আর তা যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে পৃথক হাদীস দ্বারা ফাযীলাত বর্ণিত হয়েছে এবং এ ভ্রমণ নিষেধের আওতাভুক্ত হবে না।

মোটকথা উক্ত তিন স্থান (মসজিদ) ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সলাত আদায় বা ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নিকট থেকে কিছু পাওয়ার আশায় সফর করলে, বা অন্য কোন স্থানে গিয়ে দু'আ করলে দু'আ কবূল হয় বা হবে এরূপ বিশ্বাস রেখে গেলে সে স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম।

১১। কবরের নিকটে বাতি বা আলো জ্বালানো।

কারণ (১) এটি একটি নবাবিস্কৃত বিদ্‌'আত, যাকে সালাফগণ চিনতেন না। আর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ "সকল প্রকার বিদ্‌'আতই ভ্রষ্টতা আর সকল ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে।" এ হাদীসটি নাসাঈ ও ইবনু খুযাইমাহ বর্ণনা করেছেন। সনদটি সহীহ।

(২) তাতে অর্থহীনভাবে সম্পদ অপচয় করা হয়। যা দলীল দ্বারা নিষিদ্ধ।

---

[১] শাইখ আলবানী বলেন ঃ হাদীসটি তায়ালিসী (১৩৪৮) ও আহমাদ সহীহ্ সনদে বর্ণনা করেছেন। দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১২৫) ও "আস-সামরুল মুস্তাতাব" (২/৫৫৩)।

(৩) এছাড়া এতে অগ্নিপূজকদের সাথে সাদৃশ্যতা এসে যায়। যে ব্যাপারে রসূল (ﷺ) কঠোর ভাষায় বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি অন্য কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যতা গড়ে তুলবে সে ব্যক্তি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" [পূর্বে এ হাদীসটির বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে]।

আমাদের ভারত বর্ষের মুসলিম সমাজে কবর কেন্দ্রিক মোমবাতি জ্বালানোর হিড়িক পড়ে যায়। সাধারণত শহর ভিত্তিক কবরস্থানগুলোতে বিশেষ বিশেষ সময়ে এর প্রমাণ মিলে। বর্তমানে বিজাতীয় রীতির অনুকরণে বিভিন্ন ধরনের বিদ'আতী বার্ষিকী উপলক্ষ্যেও মোমবাতির বহুল ব্যবহার হচ্ছে।

১২। মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গাও হারাম ঃ

এর দলীল রসূল (ﷺ)-এর নিম্নোক্ত বাণী ঃ

"إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً، مِثْلُ كَسْرِهِ حَيّاً.

"মু'মিন মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা তার জীবিত অবস্থায় হাড় ভাঙ্গার ন্যায়।"[১]

এ হাদীস থেকে আমরা দু'টি বিধান সম্পর্কে অবগত হতে পেরেছিঃ

১। কোন মুসলিম কবরস্থ ব্যক্তির কবর খনন করা হারাম। কারণ এর ফলে তার হাড় ভেঙ্গে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে কোন কোন পূর্ববর্তী আলেম যে কবরস্থানে অধিক পরিমাণে কবর দেয়া হয়েছে সেখানে তার নিজের কবর খনন না করার মনোভাব প্রকাশ করতেন। ইমাম শাফে'ঈ "আল-উম্ম" গ্রন্থে (১/২৪৫) বলেন ঃ

আমাদেরকে ইমাম মালেক হাদীস বর্ণনা করে শুনিয়েছেন, তিনি হিশাম ইবনু ওরউয়াহ্ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা উরওয়া হতে বর্ণনা

---

[১] হাদীসটি বুখারী ইমাম বুখারী "আত-তারীখ গ্রন্থে (১/১/১৫০), আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ্, ত্বহাবী "মুশকিলুল আসার" (২/১০৮) গ্রন্থে, ইবনু হিব্বান তার "সহীহ" (নং ৭৭৬) ও আরো অনেকে বর্ণনা করেছেন।

করেছেন, তিনি বলেন ঃ আমাকে বাকী' নামক কবরস্থানে দাফন করা হোক আমি তা পছন্দ করি না। বরং অন্য স্থানে আমাকে দাফন করা হোক সেটিই আমার নিকট বেশী পছন্দনীয়। কারণ আমার যার নিকটে দাফন করা হবে সে হয় অত্যাচারী, বাস্তবেই যদি এরূপ হয় তাহলে আমি তার প্রতিবেশী হতে চাই না। আর না হয় সে সৎ ব্যক্তি, যদি এরূপ হয় তাহলে আমার কবর খনন করার ফলে তার হাড় ভেঙ্গে যাওয়াকে আমি পছন্দ করি না।

ইমাম নাবাবী "আল-মাজমূ'" গ্রন্থে (৫/৩০৩) বলেন ঃ কোন শারী'আত সম্মত কারণ ব্যতীত সকল সাথীদের ঐকমত্যে কবরকে পুনঃখনন করা না-জায়েয। তবে শারী'আত সম্মত কোন কারণ থাকলে খনন করা যাবে। মৃত ব্যক্তির কবর পুরাতন হয়ে যদি সে (মৃত ব্যক্তি) মাটি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে একই স্থানে অন্য ব্যক্তিকে দাফন করা জায়েয আছে। এমতাবস্থায় সে যমীনকে চাষ করা এবং সেখানে গৃহ নির্মাণ করাও জায়েয আছে। এছাড়া সে যমীন দ্বারা যে কোন ধরনের উপকারিতা গ্রহণ করাও জায়েয আছে। তবে এসব কিছু তখনই জায়েয হবে যখন মৃত ব্যক্তির হাড়সহ অন্য কোন প্রকারের আলামত অবশিষ্ট না থাকবে।

শাইখ আলবানী বলেন [ভাবার্থ] ঃ কোন কোন ইসলামী দেশের সরকার অট্টালিকা নির্মাণের লক্ষ্যে কবরস্থানকে ভেঙ্গে ফেলছে অথচ তা সম্পূর্ণরূপে হারাম। কবরস্থানের মর্যাদার ব্যাপারে তারা কোনই তোয়াক্কা করছে না। কবরস্থানকে পদদলিত করা এবং কবরবাসীর হাড়গুলো ভেঙ্গে ফেলা যে নিষেধ, বিষয়টিকে তারা কোনই গুরুত্ব দিচ্ছে না। অথচ পুরাতন নিদর্শন হিসেবে বহু কিছুকেই যেভাবে রয়েছে সেভাবে রেখে দিচ্ছে এবং যারপর নেই পুরাতন স্থাপত্যকে মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করে সংরক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনে রাস্তাঘাটসহ সব কিছুরই ম্যাপ ও ডিজাইন পরিবর্তন করা হচ্ছে। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, কোন কোন মৃত ব্যক্তির কবরের উপর নির্মিত ঘর ও সেখানে থাকা পাথরকে মৃত ব্যক্তির চেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়ে পুরাতন স্থাপত্য সংরক্ষণ হিসেবে বেশী গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।[১]

২। কোন অমুসলিম ব্যক্তির হাড়ের কোন প্রকার মর্যাদা নেই। কারণ উক্ত হাদীসে রসূল (ﷺ) মু'মিনের হাড়ের কথা বলেছেন। অতএব কাফেরের হাড় সেরূপ মর্যাদা পেতে পারে না। হাফেয ইবনু হাজার বলেনঃ

---

[১] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১২৫)।

মু'মিন ব্যক্তির মর্যাদা ও পবিত্রতা তার মৃত্যুর পরেও অবশিষ্ট থাকে যেরূপ তার জীবদ্দশায় ছিল।

শাইখ আলবানী বলেন ঃ ডাক্তারী পড়ছেন এরূপ বহু ছাত্ররা প্রশ্ন করছেন যে, চেকআপ ও গবেষণার জন্য মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা জায়েয আছে কি না? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, মৃত মু'মিন ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা না-জায়েয। উক্ত উদ্দেশ্যে কাফের ও মুশরিকদের হাড় ভাঙ্গা জায়েয আছে। নিম্নের আলোচনা এ সিদ্ধান্তকে আরো শক্তিশালী করছে।[১]

কাফেরদের কবর খনন করে উঠিয়ে ফেলা জায়েয আছে

কারণ তাদের কোন মর্যাদা ও পবিত্রতা নেই। যেমনটি পূর্বোক্ত হাদীসের ভাবার্থ প্রমাণ বহন করছে। এছাড়া আনাস ইবনু মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসও এর প্রমাণ বহন করে। এ দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে এসেছে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় আগমন করে যখন আবূ আইয়ূব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর আঙ্গিণায় নামলেন, তখন তিনি বর্তমান মাসজিদে নাবাবীর স্থানটি বানু নাজ্জার গোত্রের নিকট থেকে ক্রয় করে নিয়ে মাসজিদ নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু তারা মূল্য গ্রহণ না করে দান করে দিল। যেখানে মুশরিকদের কবর, ঘর ভাঙ্গা অসমতল ভূমি এবং খেজুর বৃক্ষ ছিল। এ সময় রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুশরিকদের কবর খনন করে সব কিছু উঠিয়ে ফেলতে, যমীনকে সমতল করতে এবং খেজুর বৃক্ষ কেটে ফেলার নির্দেশ প্রদান করলেন।[২]

ইবনু হাজার আসকালানী "ফাতহুল বারী" গ্রন্থে বলেন ঃ হাদীসটি মুশরিকদের কবরস্থানকে ভেঙ্গে যা কিছু ছিল সব বের করে দিয়ে সেখানে সলাত আদায় করা এবং মাসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হওয়ার প্রমাণ বহন করছে।[৩]

---

[১] দেখুন "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১২৫)।

[২] এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম বুখারী (৪২৮) ও মুসলিম (৫২৪) প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বর্ণনা করেছেন।

[৩] "আহকামুল জানায়েয" (মাসআলা নং ১২৬)।

এসব ছাড়াও প্রচলিত কতিপয় বিদ্‌'আত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল যার অনেকগুলোই ভিতরে আলোচনা করা হয়েছে

১ মুত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির মাথার নিকট কুরআন রাখা।
২ মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে কিবলামুখী করা।
৩ মৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির নিকট সূরা ইয়াসীন বা অন্য কোন সূরা পাঠ করা।
৪ মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন তিলাওয়াত করা।
৫ মৃত ব্যক্তির নখ ও নাভির নীচের চুল কাটা।
৬ মৃত ব্যক্তির পায়ূপথে, নাকে তুলা বা মাটি বা অন্য কিছু দিয়ে দেয়া। তবে কারণ বশতঃ দেয়া যেতে পারে।
৭ মৃত ব্যক্তির দু'চোখে মাটি রাখা।
৮ মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তার পরিবারের খানা-পিনা না করা।
৯ নির্দিষ্ট সময়ে ক্রন্দন করা।
১০ মৃত ব্যক্তির জন্য চিন্তিত হয়ে দাড়ি ছেড়ে দেয়া, অতঃপর পুনরায় কেটে ফেলা।
১১ গোসল দানকারী কর্তৃক প্রত্যেকটি অঙ্গ গোসল দেয়ার সময় যিক্‌র করা।
১২ কাফন পরানোর সময় ও খাটলিতে করে নেয়ার সময় আওয়াজ করে যিকর করা, কুরআন তিলাওয়াত করা।
১৩ যেখানে গোসল দেয়া হয়েছে সেখানে তিন বা সাত রাত সূর্যাস্তের সময় থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত বাতি বা চেরাগ জ্বালিয়ে রাখা।
১৪ মহিলার ক্ষেত্রে তার দু'স্তনের মাঝে চুল রেখে দেয়া।
১৫ কাফনের উপর দু'আ লিখা।
১৬ খাটলির প্রতিটি কোণকে দশ কদম করে বহন করা।
১৭ খাটলির পেছনে উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করার জন্য আহবান করা।
১৮ ফুলের তোড়া বা ফুল অথবা মৃত ব্যক্তির ছবি বহন করা।
১৯ এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, সৎ ব্যক্তি হলে তার কফিন হালকা হয়।
২০ দাফনের পূর্বে মানুষের ধারণায় মর্যাদা সম্পন্ন স্থানে কফিন রাখা এবং পবিত্র স্থান মনে করে দাফনের পূর্বে কোন স্থানে রেখে ফুল দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করা।
২১ কফিন বের করার সাথে সাথে কিছু সাদাকাহ্ বের করা।
২২ কফিনের পেছনে চিৎকার করে এরূপ বলা– আপনারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে ক্ষমা করবেন।
২৩ জানাযার সলাতের পূর্বে বা পরে বা দাফনের পরক্ষণে মৃতের প্রশংসা মূলক কিছু বর্ণনা করা।
২৪ নাপাকী না থাকা সত্ত্বেও জানাযার সলাতের সময় জুতা খুলে রাখা। অতঃপর তার উপরে দাঁড়ানো।
২৫ ইমাম সাহেব কর্তৃক পুরুষের মাঝ বরাবর আর মহিলার বুক বরাবর দাঁড়ানো।

২৬ জানাযার সলাত আদায় করা হয়েছে তা জানার পরেও পুনরায় গায়েবানা জানাযা আদায় করা।

২৭ সানা (জানাযার সলাত আরম্ভের দু'আ পড়া) পাঠ করা।

২৮ জানাযার সলাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করা হতে বিরত থাকা।

২৯ দাফনের পূর্বে মৃতের খাটলির চারদিকে যিক্‌র করা।

৩০ কবরে প্রবেশ করানোর সময় আযান দেয়া।

৩১ কবরে নামানোর সময় কবরের মাথার (উত্তর) দিক হতে বা সাইড দিয়ে নামানো। বরং কবরের পায়ের দিক দিয়ে নামাতে হবে।

৩২ কবরে মৃতের মাথার নীচে বালিশ বা অন্য কিছু দেয়া।

৩৩ কবরে রাখার পর তার উপর গোলাপ জল ছিটিয়ে দেয়া।

৩৪ সূরা ফাতিহা, আন-নাস, আল-ফালাক, আল-ইখলাস, আন-নাস্‌র, আল-কাফেরূন, আল-কাদ্‌র পাঠ করা।

৩৫ মৃতের মাথার নিকট সূরা ফাতিহা পাঠ করা এবং তার পায়ের নিকট সূরা বাক্বারার প্রথম অংশ পাঠ করা।

৩৬ জানাযার সলাত আদায়ের পর বা পূর্বে ভাল লোক ছিলেন মর্মে উপস্থিত ব্যক্তিদের থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করা।

৩৭ কবরে রাখার সময়, অথবা মাটি দেয়ার সময় এ আয়াত পাঠ করা ঃ

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

৩৮ কবরের নিকটে সাদাকাহ করা।

৩৯ মাথার দিক দিয়ে কবরে পানি ঢালা। অতঃপর চক্কর দিয়ে অতিরিক্ত পানি তার মধ্যখানে ঢেলে দেয়া।

৪০ মহিলার কবরের উপরে দু'টি পাথর পোঁতে দেয়া।

৪১ মৃতের পরিবারের নিকট হতে মেহমানদারী গ্রহণ করা।

৪২ শোক বা সমবেদনা জানানোর জন্য কবর বা অন্য কোন স্থানে একত্রিত হওয়া।

৪৩ মৃত্যুর পূর্বে এরূপ অসিয়্যাত করে যাওয়া যে, তার মৃত্যুর পরে যেন খানা তৈরি করে মেহমানদারী করা হয়।

৪৪ মৃত্যুর প্রথম দিন বা চতুর্থ দিনে বা সপ্তম দিনে বা চল্লিশ দিন বা বছর পূর্তিতে কোন আয়োজন করা এবং মেহমানদারী গ্রহণ করা।

৪৫ মৃতের পরিবারের নিকট হতে প্রথম বৃহস্পতিবারে খাদ্য গ্রহণ করা।

৪৬ মৃতের পরিবারের মৃত্যু কেন্দ্রিক খানা-পিনার দাওয়াত গ্রহণ করা।

৪৭ কিছু মাদ্রাসার ছাত্র বা মৌলভী সাহেবদেরকে দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম করানো। অতঃপর তাদেরকে হাদিয়া হিসেবে টাকা প্রদান করা, অথবা কবরের নিকট কুরআন খতম করানো।

৪৮ মৃত ব্যক্তির পছন্দের খাদ্য সাদাকাহ করা।

৪৯ কবরের উপর খিমা টাঙ্গানো।

৫০ কবরের নিকট চল্লিশ দিন-রাত্রি যাপন করা।

৫১ মৃত্যুর পূর্বেই কবর খনন করা।

৫২ সময় নির্দিষ্ট করে কবর যিয়ারাত করা।

৫৩ প্রতি জুম'আর দিনে পিতা-মাতার কবর যিয়ারাত করা।

৫৪ আশুরার দিনে কবর যিয়ারাত করা।

৫৫ ১৫ই শাবানের রাতে কবর যিয়ারাত করা এবং কবরের নিকট আলো জ্বালানো।

৫৬ দু'ঈদ, রাজাব, শা'বান ও রমাযান মাসে (বিশেষ করে সাতাশে রাতে) খাস করে কবরস্থানে যাওয়া।

৫৭ উদ্দেশ্যমূলকভাবে সোম ও বৃহস্পতিবারে কবর যিয়ারাত করা।

৫৮ যিয়ারাতের জন্য তায়াম্মুম করা।

৫৯ কবরস্থানে সূরা ইয়াসিন পাঠ করা।

৬০ কবরের নিকটে এগারোবার সূরা ইখলাস পাঠ করা।

৬১ কবরের মাঝে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' আওয়াজ করে বলা।

৬২ নাবীগণের কবরের উদ্দেশ্যে অন্যের মাধ্যমে সালাম প্রেরণ করা।

৬৩ অজ্ঞাত ব্যক্তি বা অজ্ঞাত শহীদের কবর যিয়ারাত করা।

৬৪ কবরের নিকটে কুরআন রাখা।

৬৫ কবরের উপরে ঘর নির্মাণ করা।

৬৬ সলাত ও কুরআন তিলাওয়াতের ন্যায় ইবাদাতের সাওয়াব মুসলিম মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে হাদিয়া দেয়া।

৬৭ নাবী এবং নেককারদের কবরের নিকট দু'আ গ্রহণযোগ্য হয় এরূপ বিশ্বাস করা।

৬৮ দু'আ কবূল হবে এ আশায় কবরের নিকট যাওয়া।

৬৯ কবরের আশ-পাশের গাছ ও পাথরকে পবিত্র মনে করা এবং এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, যে ব্যক্তি সেগুলোর ক্ষতি সাধন করবে তার বিপদ হবে।

৭০ নাবী ও নেককারদের কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর করা।

৭১ কবরকে কারুকার্য করা।

৭২ কবরস্থানে কুরআন বহন করে নিয়ে যাওয়া এবং তা থেকে মৃতের জন্য পাঠ করা।

৭৩ কবরের পার্শ্ব দিয়ে প্রাচীর নির্মাণ করা।
৭৪ বরকত নেয়ার উদ্দেশ্যে কবরের উপর বাতি, কাপড় নিক্ষেপ করা।
৭৫ কবরকে চুমু দেয়া ও স্পর্শ করা।
৭৬ কবরের মাটি পেট ও পিঠের সাথে লাগানো।
৭৭ কবরের নিকট যাব্হ করা বা কুরবানী করা।
৭৮ কবরের নিকট সলাত আদায় করা।
৭৯ কবরের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করা।
৮০ কবর হতে প্রত্যাবর্তনের সময় (পেছন না দেখিয়ে) উল্টাভাবে হেঁটে আসা।
৮১ কবরবাসীকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অসীলা ধরা।
৮২ মৃত ব্যক্তির নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনা করা।
৮৩ কবরের উপর মৃত ব্যক্তির নাম ও মৃত্যু তারিখ লিখা।
৮৪ মাসজিদে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা বা কবরের উপর মাসজিদ নির্মাণ করা।
৮৫ রসূল (ﷺ)-কে অসীলা ধরে কিছু প্রার্থনা করা।
৮৬ কবরে বা মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর যমযম পানি ছিটিয়ে দেয়া।
৮৭ কবরের চার কর্ণারে দাঁড়িয়ে চার (সূরা) কুল পাঠ করা।
৮৮ কবরকে একত্রিত হওয়ার স্থান বানিয়ে নেয়া।
৮৯ কবরের উপরে মোমবাতি জ্বালানো।
৯০ নাবী (ﷺ)-এর কবর যিয়ারাতের সময় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা।
৯১ কবরের উপরে খেজুর ডাল পোঁতে দেয়া অথবা প্রচলিত নিয়মে ফুল দেয়া।
৯২ কবরের চার কোণে চারজন দাঁড়িয়ে আযান দেয়া যেমন আমাদের দেশের কোন কোন এলাকায় রেওয়াজ চালু হয়েছে বলে শুনা যায়। ইত্যাদি।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে ইসলামী রীতি-নীতি জেনে বুঝে আমল করার তাওফীক দান করুন।

হে আল্লাহ্! আমার এ সামান্য প্রয়াস আমার পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানীসহ পরিবারের যাদের জন্যে উপকারে আসবে তাদের সকলের পক্ষ থেকে সাদাকা জারিয়্যাহ হিসেবে কবূল কর। আমীন!

أحكام الجنائز

(مع التوضيح اللازم فيما يجوز ومالا يجوز فيها)

تأليف : محمد أكمل حسين بن بديع الزمان

الليسانس: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الماجستير : جامعة دكا–بنغلاديش

داعية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

بالمملكة العربية السعودية.

مكان العمل: كوريا الجنوبية

Phone: (hp: 0082-10-5846-8715).

E-mail:Shefa97@yahoo.com